



# ପଞ୍ଚବୀରୀ ବୀରାନ୍ତର

ଅଞ୍ଜଳି ୧୪୧୬



Anjali 2009

PUJARI.ORG

শারদীয়া ১৪১৬

# Anjali

Sharodiya 2009

**Editor: Soumya Bhattacharyya**

**Editorial Assistance:**

Samaresh Mukhopadhyay  
Arnab Bose, Pritam Sarkar  
Sankha Ghosh

**Cover Page Design & Graphics:**

Sutapa Datta



শারদীয়ার অভিনন্দন

*Wishing You All A*

*Happy Durga Puja 2009*



Printed By: TRANSPROMA INC.

[www.pujari.org](http://www.pujari.org)

**Disclaimer**

The opinions expressed in the articles are the sole responsibility of the authors. Pujari, or any of Anjali editors are not responsible for any damages, implicit or incidental, resulting out of opinions or ideas expressed in these articles.

# WE WISH YOU ALL A HAPPY DURGA PUJA 2009

**THE DATTA FAMILY**

SAACHI, ROHAN, SARITA AND JAYDIP

## TEXAS SARI SAPNE

1594 Woodcliff Dr. # E . Atlanta, GA 30329  
(404) 633-7274 . (404) 633-SARI  
(404-327-6383 ((Electronics)

*The Largest  
Sari and Appliances  
Store In Atlanta*

We carry the biggest selection in Japanese Saris, Indian Silks & Wedding Saris, Designer Salwar Kameez in cotton & silks, Suits, Lehnga sets, 220v Appliances, Tv's, VCR's, Microwaves, Stereos, Watches, Gents suitings, Pants & Shirts. Luggage, Pens, Gifts, Perfumes and many more items...

**we do  
PAL↔NTSC  
conversion**  
same day service available

***We Now Put Your Videos to DVD at Affordable Prices***

***Come and See our New Arrivals of Latest Teenager Out Fits***

**TEXAS SARI SAPNE    *Service with a Smile !***  
**Open Tue-Sun 11:00AM to 8:00PM • Closed Monday**

# সূচীপত্র

|                                       |   |    |
|---------------------------------------|---|----|
| ফ্যাশন গারমেন্টস                      | দীপক কুমার পাল                              | 11 |
| বাণীবন্দনায় আপনার নিমন্ত্রণ          | বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ | 12 |
| <b>It's Your Loss, Not Mine....</b>   | Suporna Chaudhuri                           | 14 |
| <b>Wow!</b>                           | Sounak Das                                  | 14 |
| স্মৃতি কথা                            | মনজিৎ ঘোষাল                                 | 15 |
| কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া কথা                | শুভশ্রী নন্দী                               | 18 |
| ভারত দর্শন                            | দেবদাস গাঙ্গুলী                             | 20 |
| ওই আসু আগমনী                          | ইন্দিরা মুখার্জি                            | 24 |
| নদী অথবা নারী                         | বানী সরকার                                  | 24 |
| গান বন্ধ হলেই অন্ধকার                 | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়                         | 25 |
| পরিণীতা                               | সুস্মিতা মহলানবীশ                           | 28 |
| তোমার জন্য গান                        | অমিতাভ চৌধুরী                               | 30 |
| <b>7 years 11 months 8 Days</b>       | Kasturi Bose                                | 31 |
| <b>Kolkata Lanes!!</b>                | Kakuli Nag                                  | 32 |
| জ্যোৎসব                               | শঙ্খ ঘোষ                                    | 34 |
| ভালোবাসি, ভালোবাসি . . .              | সুতপা দাস                                   | 34 |
| <b>A Rainy Night</b>                  | Dr. Jharna Chatterjee                       | 35 |
| পূজারী ইসি ২০০৯-এর জবানবন্দী          | শুভশ্রী নন্দী                               | 36 |
| কলকাতা ঘর বেঁধেছে আমার শরীরের<br>ভিতর | অমিতাভ চৌধুরী                               | 36 |
| মারণ-যজ্ঞের বলি                       | দেবদাস গাঙ্গুলী                             | 37 |
| <b>Daivam chaivatra panchamam</b>     | S. Mitra                                    | 38 |

|   |                                |    |
|---|--------------------------------|----|
| নূতন জন্ম   | শ্যামলী দাস                    | 41 |
| ইন্দুমতী  | গোপা মজুমদার                   | 45 |
| এসেছে শরৎ   | অরুণ কুমার দাস                 | 48 |
| শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব  | বরুণ দত্ত                      | 49 |
| three little angels   | Sudeshna De                    | 53 |
| পিঠের গপপো  | শঙ্খ শুভ্র ঘোষ                 | 55 |
| <i>Dark Age: The Golden Age of Architecture &amp; Planning</i>          | A. N. 'Shen' Sengupta          | 57 |
| <i>If I Was A Bird...</i>   | Shayak Chaudhuri               | 60 |
| ট্যানার পিসী  | নচিকেতা নন্দী                  | 61 |
| একটি খন্ড পরিক্রমা  | তপেন ভট্টাচার্য                | 63 |
| আমার চোখে আমেরিকা   | শ্রীমতী গায়ত্রী গঙ্গোপাধ্যায় | 65 |
| <i>ENCHANTING EUROPE: A DREAM COME TRUE</i>                             | Meenu Mukherji                 | 66 |
| <i>Eurotrip!</i>  | Rohan Mukhopadhyay             | 68 |
| আগে বড় হই  | অজিত কুমার দে                  | 69 |
| পৃথিবীর বুকে স্বর্গ   | জবা চৌধুরী                     | 70 |
| ভোরের আগমনবার্তা  | ইন্দু গুপ্তা                   | 74 |
| <i>The Adventures of Tim &amp; Kim: Part IV. 1986-87 True and False</i> | D. J. Chakraborty              | 75 |
| প্রতীক্ষা   | সুধাময় ভট্টাচার্য             | 81 |



## EXECUTIVE COMMITTEE



2009

## BOARD OF DIRECTORS



### **President**

*Nachiketa Nandy*



### **Vice President**

*Samresh Mukhopadhyay*



### **Treasurer**

*Swapan Mondal*



### **Cultural Secretary**

*Subhasree Nandy*



### **Public Relations**

*Arnab Bose*



### **Publication**

*Soumya Bhattacharyya*



### **Web Master**

*Rupak Ganguly*

### **Chairperson**

*Paromita Ghosh*



*Surojit Chatterjee*



*Sudipta Samanta*



*Sutapa Das*



*Prabir Nandi*



*Sanjib Datta*



*Sudipto Ghose*



*Pabitra Bhattacharya*



*Kallol Nandi*



## সম্পাদকীয়



আমাদের কাছে ভবিষ্যৎ দেখার একটা কৃষ্ণাল বল থাকলে আজ থেকে পঞ্চাশ বা একশ বছর পর ঘটতে পারে এমন নানা ঘটনার খুঁটিনাটি দেখে নিতাম। কিভাবে তখন গাড়ি চলবে, পৃথিবীর উৎপাদনের কেন্দ্র থাকবে কোথায়? কিভাবেই বা আমরা যাব আমাদের দেশে? বাংলার কোনো ছোট্ট গ্রামে কোনো যুবক তখন কিভাবে কাটাবে তার সময়, কেউ কি কবিতা লিখবে পড়বে? স্টক মার্কেট টার দিকেও একবার চোখ বুলিয়ে নিতাম। সারা পৃথিবীতে কি তখন ক্রিকেট খেলা হবে? দুই মেরুর বরফ কতটা অক্ষত থাকবে, তাতে টিকে থাকবে কি কয়েকটি বিরল কিন্তু মুক্ত মরু ভান্ডুক?

এর সঙ্গে আরো একটা কথা জানতে বড় ইচ্ছে হয়। সেকাল একালের পথ ধরে পূজো কিভাবে হবে সামনের শতাব্দীতে? কি কি পরিবর্তন আসবে পূজোয়? আজ বিশ্বের স্বপ্ন ‘সবুজ’ হবার, শক্তির অপচয় কমানোর। পূজোয় হয়তো জ্বলবে কম শক্তির আলো। জিনিসপত্র কম নষ্ট করা হবে। এমন জিনিস ব্যবহার করা হবে যা পরিবেশকে দূষিত করেনা। এই ‘সবুজ’ পূজোর ছোঁয়া এবারে আমাদের পূজোর খীম এ। মৃন্ময়ী মার অলংকরণে এবার বাংলার নানা লোকশিল্পের ছোঁয়া। এর সঙ্গে আছে মৃৎশিল্পে পরবর্তী প্রজন্মের চেতনা বাড়ানোর প্রচেষ্টা।

আজ থেকে একশ বছর পর বাঙালীর পূজো কি রূপ নেবে জানিনা। এটুকু জানি যে শরৎ থাকবে, থাকবে কাশফুল আর পৈঁজা তুলো মেঘ। তাই আশ্বিনে যখন মাটির ঘ্রাণে মিশবে শিউলির গন্ধ তখন বাঙালীর বুকে এসে লাগবে আনন্দের হিল্লোল।

সৌম্য ভট্টাচার্য্য

# BEST WISHES FROM MUMTAZ YUSUFI

## TAJMAHAL RESTAURANT

*Authentic Bengali Cuisine*



Come and enjoy our fish and curry delicacies  
Catering available

4650 Jimmy Carter Blvd, Ste. #108  
Norcross, GA 30093  
Tel: (770) 496-0073



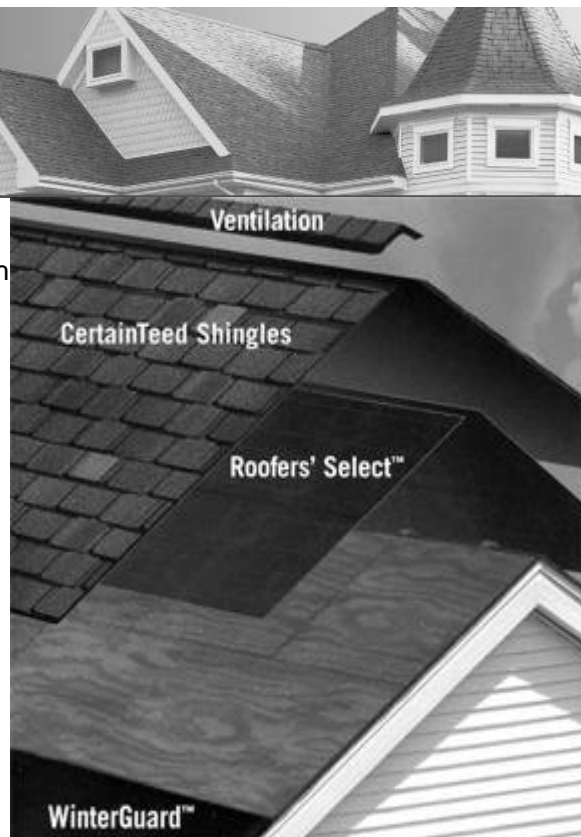


**Roofing Systems of Atlanta** is one of Georgia's established roofing companies. With projects ranging from Helen to Columbus our company provides top quality roofing installation and repair for both residential and commercial projects.

Whether it be a complete roof replacement or a simple leak repair, we are here to serve all of your roofing needs. And as always, satisfaction is 100% guaranteed. Be sure to click on 'request a quote' to request a **free estimate** from one of our qualified estimators.

**Call Jack at 770-294-3886**

**Reference: Swapan Mondal; Satya Mukhopadhyay**



Pooja Malhotra

#### Specialize in :

- ❖ New Homes
- ❖ Resales
- ❖ Townhomes & Condominiums
- ❖ Investment Properties
- ❖ HUD/Foreclosed Properties



Thinking of  
Buying or Selling ??  
I am here to Help !!!  
Call Now !!!

Cell – 770-235-7960  
Office –770-475-1130 X 4307  
Email :Poojatek@gmail.com



## FROM PRESIDENT'S DESK



ছেলেবেলায় নীল আকাশ, সোনালি রোদুর আর পাঁচিলের পাশে পড়ে থাকা শিউলি ফুল আমায় মনে করিয়ে দিত বছরের সেই সময়টা আসছে। সকালবেলা শিশিরভেজা ঘাস আর শিউলির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মনে পড়ত এবার নতুন জামা প্যান্ট হাতে পাওয়ার সময় এসেছে। চারদিকে ঘন সবুজ গাছপালার সঙ্গে বাতাসে যেন একটু অপরিচিত গন্ধ। এই হল শরৎকাল, উৎসবের সময়, দুর্গাপূজা মানে তো উৎসবের শুরু, স্কুল ছুটি, বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন আড্ডা, নানারকম ঢাকের আওয়াজ, প্যান্ডেল থেকে প্যান্ডেলে ঘুড়ে বেড়ানো, মনের মত খাওয়াদাওয়া... বছরের মধ্যে সে এক দারুন সময়।

পূজারীর তরফ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শারদশুভেচ্ছা এবং আজকের দুর্গাপূজাতে সবাইকে করি সাদর আমন্ত্রণ। না, আপনাদের ঝরে পড়া শিউলির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না; তবে আমরা সবাই মিলে আসুন চেষ্টা করি পূজোর সেই আমেজটুকু, সেই জমাট আড্ডাটুকু কিছুক্ষণের জন্য উপভোগ করা যায় কিনা।

আজ আমরা বাংলার মাটি ছেড়ে অনেক দূরের দেশে একসঙ্গে মিলিত হয়েছি সেই আড্ডার আকর্ষণে, পূজোর আনন্দটা সবাই মিলে ভাগ করে নিতে। এদেশের বাধ্যবাধকতার নিয়ম মেনে এমনতেই চারদিনের পূজা দুদিনে সেরে ফেলতে হয়। বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস দিয়ে ষষ্ঠীর দিনে যে পূজোর শুরু তা পূর্ণতা পায় অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজোর মাধ্যমে। মহিষাসুর নিধনের সময় দেবী দুর্গা প্রচণ্ড ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিলেন। তাই পূজার এই আচারের সময় দেবীকে চামুড়া রূপে পূজা করা হয়, অর্থাৎ যিনি চন্দ্র ও মূন্ডের বিনাশিনী। পূজোর এই সময়টি আরও একটি কারণে স্মরণীয়। দেবী দুর্গার আশীর্বাদ নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র এই মুহূর্তটিতেই রাবণকে বধ করেছিলেন।

আমার কাছে সেই মুহূর্তটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে আপনাদের সকলের অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্যে। আজ এই আপাত কঠিন কর্মযজ্ঞও সাবলীলভাবে সম্পন্ন করার প্রয়াস নিয়েছি আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে। এটাই তো পূজোর স্পিরিট, তার মধ্যেই অনেকে দেশ থেকে আনা জামাকাপড় বা গয়না নিয়ে একটু আলোচনার সুযোগ করে নেন; আর তাতে ইন্ধন যোগাতে আছে একটু বাঙালি রান্নার আয়োজন, সন্ধ্যের দিকে একটু গানের আসর বা যে কোনো সময় চায়ের সঙ্গে একটু নির্ভেজাল বাঙালি আড্ডা। এ বিশাল কর্মযজ্ঞের অংশীদার আমরা সকলেই, দুদিনের পূজোর শেষে মায়ের বিদায়বেলায় আমরা একে অপরের জন্য মঙ্গলপ্রার্থনা করি মায়ের কাছে। প্রতিক্ষা করব সামনের বছরের জন্য, সেই সময় যেন বলতে পারি

ঢাকের ওপর পড়ল কাঠি  
পূজোও ছিল জমজমাট  
ঘনিয়ে এল বিদায়বেলা  
এবার মায়ের যাবার বেলা

শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে  
নচিকেতা নন্দী  
৮ই আশ্বিন ১৪১৬



# HAYNES BRIDGE FAMILY DENTISTRY

*Cosmetic & Implant Dentistry*

**Brandon K. O'Neal, DMD**


11770 Haynes Bridge Road, Ste. #605  
Alpharetta, GA 30004  
Ofc: (770) 475-9509 Fax: (770) 740-8422



**MOHAWK  
floorz**  
QUALITY FLOORING FROM A TO Z

**CHUL SOO KIM**  
Toll Free: 1 877-721-3890  
ph. no: 770-936-9744  
Mobile: 770-842-1234  
Fax: 770-729-3896

**BY CHOICE CARPET INC**



**MOHAWK  
floorz**  
QUALITY FLOORING FROM A TO Z

**RESIDENTIAL  
COMMERCIAL**  
CARPET  
CERAMIC TILE  
GRANITE COUNTER TOP  
HARD WOOD  
KITCHEN CABINET  
BLIND



6915 Gilleland Lane, Atlanta, GA 30360

Reference: Swapan Mondal; Satya Mukhopadhyay



## ফ্যাশন গারমেন্টস

--দীপক কুমার পাল, কলকাতা

সরাসরি গারমেন্টস্ এক্সপোর্ট কোম্পানী নয়, গারমেন্টস্ এক্সপোর্ট কোম্পানীর থেকে পার পিস্ রেটে কাজ করে এমনই একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে মাধব। তা সে ফ্যাক্টরী'র-ও একটা নাম আছে, নামটা হলো- ফ্যাশন গারমেন্টস্। মালিকের নাম বাবুভাই মিশ্র। আদত বাড়ী উত্তরপ্রদেশের বালিয়া'তে। কলকাতার মমিনপুরে তার ওই ফ্যাক্টরী। ওই ফ্যাক্টরীতেই কাজ করে মাধব। কাজ করে মাধবের মতো আরো অনেকে। বেশীরভাগই মেশিনে সেলাই করে। আছে একজন কাটার মাস্টার। তাকে সবাই মাস্টারজী বলে ডাকে, আসল নাম মনসুর। একজন সুপারভাইজারও আছে। বছর সাতাশ বয়স ছেলেটার, নাম ওসমান। ফ্যাক্টরীটা চালায় মূলত মনসুর আর ওসমান। তবে মাধব ওই কারখানাতে (মাধবরা কারখানাই বলে)সামান্য কাজ করে। মাধবের মত সাজিদ, রেহানা, মালতী আর রামশরনরাও একই কাজ করে। ওদের বলে থ্রেড্-কাটার। পোষাক তৈরী হওয়ার পর সেই পোষাকে অনেক সুতো লেগে থাকে। সেই সুতাকে একটা কাঁচি দিয়ে কেটে তারপর পোষাকটা ঝেড়েঝুড়ে সুতোমুক্ত করতে হয়। দৈনিক মজুরীতে কাজ ওদের। কতোই বা রোজ ! চল্লিশ কি পঁচাশ টাকা। আরজেন্ট কাজ থাকলে রাত জাগতে হয়। তখন রাতের খোরাকী বাবদ মালিকের কাছ থেকে কিছু টাকা পাওয়া যায়। তবে থ্রেড কাটা ছাড়াও অন্যান্য কিছু কাজও ওদের করতে হয়, যেমন কখনো সখনো পোষাকে বোতাম লাগানো, মাল ওঠানো নামানো এই সব। বোতাম লাগানোর কাজ থাকলে অতিরিক্ত টাকা পায় ওরা। খুব অভাবের সংসার মাধবের। গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল কাজের খোঁজে। লেখাপড়াও কিছু জানে না। ফলে এই সামান্য জীবিকার ওপর বেঁচে থাকা। এদিকে ঘরে বৌ আর কিশোরী মেয়ে রমলা। মেয়েটার পড়াশুনার খরচ অন্যের ওপর নির্ভরশীল। মানে বৌ রমলা যে বাড়ী রান্নার কাজ করে সেই বাড়ীর একটি মেয়ে রমলার পড়াশুনার ভার নিয়েছে। কারখানায় তৈরী হওয়া পোষাকগুলো খাঁটতে খাঁটতে মাঝে মাঝেই মাধব দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এমন পোষাক যদি মেয়েকে পরানো যেত ! সেবার হালকা গোলাপী রঙের সিক্সটি'স্ ক্রেপ ফ্যাব্রিকস্'এর ওপর একটা লম্বা বুনের ফ্রক তৈরী হচ্ছিল। ফ্রকের নীচের বুনে একডারী করা ফ্রিল লাগানো। সামনে এবং

পিছনেও একডারী করা, গোলাপী কাপড়ের ওপর কালো সুতার একডারী, ডিজাইনটা যেন ফেটে পড়ছিল। ওসমানকে জিজ্ঞেস করেছিল পোষাকটার দাম কত হতে পারে। ওসমান একটা মিশনারী স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিল। এক্সপোর্ট অফিসে যাতায়াত থাকার ফলে ও জানতো দাম কতো। ও বলেছিল বিদেশে এই পোষাকটা দেড়হাজার টাকায় বিক্রী হয়। শুনে আঁতকে উঠেছিল মাধব। দুদিন পর টিফিনের ঠিক আগে যখন সবাই কাজ থেকে উঠে গিয়েছে মাধব সেই সময় একটা ফ্রকের সুতো কাটার সময় ইচ্ছে করে কাঁচি দিয়ে একটা ফুটো করে দেয়। এধরনের মাল যখন চেকিং হয় তখন বাদ হয়ে যায়। মাধব ঠিক করে রেখেছিল পরে সুযোগ বুঝে একসময় মালটা ঝেঁপে দেবে। পরেরদিনই মালটা ওসমানের হাতে পড়তে ওসমান চেষ্টামেচি শুরু করে দেয়। ফুটোর ধরন দেখে ওসমান বুঝে যায় যে ফুটোটা ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টামেচি করেও ওসমান বার করতে পারে না অমন দুষ্কর্ম কে করেছিল। সারাদিন কাজের শেষে রাত আটটার সময় কারখানা ফাঁকা হয়ে যায়। মাধব টালিগঞ্জের এক বস্তিতে ভাড়া থাকে। বাস ভাড়া বাঁচাতে বাড়ী ফেরার সময় হেঁটেই বাড়ী ফেরে মাধব। হাঁটতে হাঁটতে তারাতলার মোড় এলে পরে হঠাৎ একটি সাইকেল ওর গায়ে প্রায় হুড়মুড়িয়ে পড়ে আর কি ! ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখে সাইকেল আরোহী আর কেউ নয় - ওসমান। ওসমান একটু হাসে। তারপর সাইকেলের ক্যারিয়ার থেকে একটা প্যাকেট নিয়ে মাধবকে দেয়। পলিপ্যাকেটের ওপর দিয়ে মাধব গোলাপী রঙের ফ্রকটা দেখতে পায়। মাধবকে প্যাকেটটা দিয়ে ওসমান বলে -- এই নাও, বাড়ী গিয়ে মেয়েকে দিও.....তবে দুটি কথা..... এক, মেয়ে যেন কোনদিন এটা পরে কারখানায় না আসে.....দুই, ভবিষ্যৎ'এ আর কোনদিন গাছের যে ডালে বসে আছো সে ডাল কেটো না। বলে প্যাকেটটা দিয়ে ওসমান উল্টোদিকের রাস্তা ধরে সাইকেল নিয়ে এগিয়ে চলে গেল।



## Sharodiya Anjali 2009




ওসমানের বাড়ী একবালপুরে। প্যাকেটটা পেয়ে মাধব প্রথমে একবার ভাবে ফ্রকটা ফেলে দেবে, পরমুহুর্তে ভাবে নাহ খুশীতে ফেটে পড়েছিল। কিন্তু ওসমানের শেষ কথাটা শুনে বাড়ী নিয়ে গিয়ে রমনার হাতে তুলে দেবে। এরকম মুখটা যেন তেতো হয়ে গেল। কুকর্ম ধরা পড়ে যাওয়ায় ভাবতে ভাবতে নিউআলিপুর পেট্রলপাম্পের একটু আগে লজ্জায় অপমানে ও যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। ও'র পা জঞ্জালের একটা ভ্যাটে প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় মাধব। দুটো যেন চলতে চাইছিল না। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না পকেট থেকে নোংরা রুমালটা বের করে চোখদুটো মুছে মাধব। একবার ভাবে প্যাকেটটা ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়। কিন্তু নিয়ে বিষন্ন মনে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে থাকে নিজের বাসার দিকে। গোলাপী ফ্রক পরা রমনার খুশীতে উপচে পড়া হাসিমুখটা দিকে। দুচোখের সামনে ভেসে উঠতে ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়।

## বাণীবন্দনায় আপনার নিমন্ত্রণ

--বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবন্দ (আবাসিক)  
(ঠাকুমার কাছে শোনা)


আমরা মায়ের ভক্ত ছেলে, মা দিয়েছেন ফেলের বর,  
বছর বছর মাকে পূজি মায়ের ছেলে ধুরন্ধর।  
সকাম হয়ে পূজো করা সেও কি আবার পূজো গো?  
সব কামনা শূন্য হয়ে তাই পূজি শ্বেত ভুজা গো।


আয় মা বাণী, আয় মা দেবী মেস-মন্দিরের অন্দরে,  
আসন গেড়ে বোস মা হেথায় মোদের হিয়ার কন্দরে।  
বাণীর পূজা, তোমরা এসো বাণীর প্রিয় ভক্ত হে -  
ফেল করা মার ভক্ত ছেলের নিমন্ত্রণের পত্র এ।।



*Our Catal Choice*

আলাদীনের মিষ্টি অপূর্ব সৃষ্টি





1560 Indian Trail-Lilburn Rd  
Suite 114  
Norcross, GA 30093

Contact: Harun Rashid (Moe)  
Phone: (770)-688-8924  
E-mail: aladdinkitchen@hotmail.com  
www.aladdinsweets.com



*Grand Opening*

**Lowest Price  
In The Area**

**Ivy Wine & Spirits**

10450 Medlock Bridge Rd  
Duluth, GA 30097  
**770-813-8517**  
www.Ivy-Wine.com  
Hours: Mon-Thurs 10-10, Fri-Sat 10-11



**5% Off**  
**Any  
Purchase**

One coupon per customer.  
With Valpak® coupon only. Cannot be  
combined with any other offer.

**Wine, Liquor and Beer**

*Rated wine only/Varieties of Liquors and Beers*



**BEST WISHES**  
**FROM**  
**DR. RAHUL SARAF**

**SATISFIED CUSTOMERS**  
**SUDIPTO & INDRANI GHOSH**





## *Sharodiya Anjali 2009*



### **It's Your Loss, Not Mine....**

-- Suporna Chaudhuri

Break a heart,  
And mend another.  
Befriend a foe,  
Estrange a lover.  
Forsake an angel,  
Nurture a beast.  
Starve the world,  
So you may feast.  
Take a life,  
But not the time  
To spare the world  
A single crime.  
Quiet a voice  
That weeps out loud;  
Muffle the thunder  
Inside a storm cloud.  
Revere only those  
Who can afford to corrupt,  
For greed is eternal,  
And good luck is abrupt.  
Laugh at her misery,  
Smile at his pain,  
Only help others  
If there's something to gain.  
And when all others leave,  
Only you should remain  
So that you can do it  
All over again.

### **Wow!**

--Sounak Das

The things we say wow to,  
Are always close at hand,  
We just need to stop and search,  
And look across the land!

I admire cities,  
Always full of life,  
Won with dreams, sweat, and tears,  
Beacons that shine so bright.

I say wow to mountains,  
Whose rugged beauty stands,  
Those, whose height accentuates,  
The beauty of the land.

I say wow to inhabitants,  
Of home; our mother Earth.  
To innovation, determination,  
And the things they give to birth.



## স্মৃতি কথা

--মনজিৎ ঘোষাল

“মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি, আজ আমাদের ছুটি ও ভাই আজ আমাদের ছুটি।” আজ শনিবার, কাল রবিবার, দুদিন পর পর ছুটি dialysis থেকে। দু’বছর প্রায় হল প্রতি সোম, বুধ আর শুক্রবার dialysis করছি। কারণ আমার kidney কাজ করে না। তাই আমার শরীরের ভেতর রক্ত পরিষ্কার হয় না। তাকে বাইরে এনে দুটো machine এর সাহায্যে পরিষ্কার করে আবার শরীরের ভেতর পাঠিয়ে দিতে হয়। এই process সাড়ে তিন ঘন্টা চলে। machine দুটো বাড়ীতেই রাখা আছে। Ebony বেলা একটা নাগাদ এসে চালু করে দেয়। আধঘন্টা লাগে তার machine ঠিক মত কার্যকরী করে তুলতে। তারপর আমি আমার recliner এ গিয়ে বসি। Ebony ওপর হাতে দুটো ছুঁচ ফুটিয়ে - একটা vein এবং আর একটা artery তে ! এ প্রথার নাম haemodialysis। ঠিক বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর একটা surgery করতে হয়েছিল। Vein আর artery কে dialysis করার উপযুক্ত করার জন্য। তার থেকে নিয়মিত dialysis চলল ও রক্তনালীগুলি ফুলে অনেক বড় হয়ে গেল। তাতে কিছু আসে যায় না। ডাক্তার নিয়ম করে পরীক্ষা করেন ঠিক মত কাজ করে কি না।

ডাক্তার, হাঁসপাতাল, Lab Dialysis কেউ একটি পয়সা চায় না, সবাই insurance Co. কে বিল pay করে। কলকাতা শহরে ত রোজ টাকার পোঁটলা মাথায় রেখে শুতে হোত। সেখানে তো আগে কড়ি ফেল পরে তেল মাখ। মাসে একবার করে nephrologist ডাক্তারের কাছে যাই। তিনি ফিস্টুলা ঠিকমত কাজ করছে কিনা দেখেন, পায়ে জল জমেছে কিনা দেখেন এবং blood pressure - এর দিকে নজর রাখেন।

এমনি করেই দিন কাটছে। এখনও নাতনিদের কিচির মিচির অনর্গল কথা শুনতে পাচ্ছি, মেয়ের বাড়িতে রয়েছি। এই আমার বর্তমান অবস্থা।

প্রায় আশি বছর বয়স হল - কতরকম স্মৃতি ভীড় করে দাঁড়ায় ! কোথা থেকে শুরু করব জানি না, পুঙ্খনা-পুঙ্খ সব কথা বলতে পারব কিনা তাও বলতে পারলুম না। তবে যে প্রায় সব ঘটনা জীবনে গভীর দাগ কেটে গেছে সেগুলো বলবার প্রয়াস করব।

বাবার সরকারী চাকরীতে জায়গা বদল হ’ত প্রতি ২/৩ বছর অন্তর। আমার যখন ১২ বছর বয়স, তখন বাবা এলেন পাটনাতে আর আমি গেলুম রাম মোহন রায় সেমিনারি স্কুলে - Class VII এ। তখন Class XII শেষ হলে Uniform Matriculation পরীক্ষা দিতে হ’ত। অর্থাৎ সারা বিহারে একই পরীক্ষা হত, সব স্কুলে। পরের বছর বাবা চলে গেলেন Gall Bladder এর ব্যধিতে। তখন থেকে আমরা পাটনাতে রয়ে গেলুম। টমটমে চড়ে স্কুলে যেতুম। টমটম একরকম ছাদখোলা ঘোড়ার গাড়ী। চারজন বন্ধু হুজুড় করতে করতে যেতুম। টুলটুল আর মন্টুকেই মনে আছে - তিন মাইল পথ মনে হত তিন মিনিটেই কেটে গেল।

স্কুলে মেয়েরাও পড়ত - সংখ্যায় খুব কম। Class X এ যখন পড়ি তখন চারটি মেয়ে পড়ত। মাষ্টার মশাইয়ের পিছু পিছু আসত আর ঘন্টা শেষ হলে মাষ্টার মশাইয়ের পিছু পিছু বেরিয়ে যেত। দশ বারো বছর পরে একবার পুরানো স্কুলে গিয়েছিলুম কোন Re-Union এ। দেখলুম ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে খেলছে। High School এর ছেলে ও মেয়েরা কোথাও corridor এ দাঁড়িয়ে হেসে কথা বলছে - আমূল পরিবর্তন।

স্কুলে পড়াকালীন সবচেয়ে বড় achievement হয়েছিল ‘রবীন্দ্র সাহিত্যে জাতীয়তা’ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছিলুম। মাষ্টার মশাইরা এবং হেড-মাষ্টার মশাই সকলে অনেক অভিনন্দন জানালেন। স্কুল শেষ হল, তারপর পাটনা Science College এ পড়তে গেলুম। এখন পেছন ফিরে তাকিয়ে মনে হয় পাটনা সায়েন্স কলেজ পৃথিবীর যে কোন undergraduate কলেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। Physics, Chemistry র প্রফেসররা এসে লেকচার দিতেন এবং তার সঙ্গে কতরকম উপযুক্ত experiment দেখাতেন - আমরা মোহিত হয়ে যেতুম।

কেমিষ্ট্রি অনার্স নিয়ে B.Sc. পাশ করলুম দুটি স্বর্ণপদক পেয়েছিলুম। সে দুটি আমার দুই নাতনীকে দিয়ে দিয়েছি। “স্মৃতির পটে কে ছবি আঁকিয়া যায় জানি না।” একের পর এক পুঙ্খনাপুঙ্খ রূপে ইতিহাস



## Sharodiya Anjali 2009



বলব না স্মৃতির পটে যা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাই বলব। M.Sc. পাশ করে Indian Association for the Cultivation of Science এ রিসার্চ করলুম। তারপর মুজংফরপুরে চলে এলুম বিহার যুনিভার্সিটিতে প্রফেসর হয়ে।

1962 র December এ আমার সঙ্গে মীরার বিয়ে হ'ল। তার সব শিক্ষা দীক্ষা শান্তিনিকেতনে - M.A, B.Ed অবধি। তার বাবা, সুজিত বাবু তাকে নিয়ে মুজংফরপুর এসেছিলেন তাঁর বন্ধুর বাড়ী, তখন আমাদের বাড়ীও এলেন। কথায় বার্তায় মেয়েটিকে খুব Smart মনে হল, দেখতেও ভাল লাগল। সে পরে বলেছিল যে আমি মেয়েদের সঙ্গে এতটা সপ্রতিভ হব সে আশা করেনি। আমি Professor মানুষ, কত কত মেয়ে আমার ছাত্রী ! সেই কথায় সে বুঝল না। সে নাকি অনেক Professor দেখেছে যারা মেয়েদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারে না।

মেয়ে জন্মাল এক বছর বাদে। মীরা তার নাম রাখল “মনোনীতা” - কারণ আমরা ঠিক করেছিলুম আমাদের আর বাচ্চা হবে না। তার মাসী তার নাম দিল ‘চাঁদনী’ - কারণ সে চাঁদনী রাতে জন্মেছিল। আর মা নাম দিলেন ‘পিয়াল’। আমরা এখনও তাকে পিয়াল বলে ডাকি। মামাবাড়ীতে সবাই ‘চাঁদনী’ বলে, আর বাইরে, Office এ সে ‘মনোনীতা’।

এক দেড় বছর পরে Oklahoma State University তে এলুম - Chemistry র Post Doctoral Fellow হয়ে। সেটা 1965 - মাইনে পেতুম বছরে \$5000। এখন ভাবা যায় না কি করে চলত। বাড়ী ভাড়া দিতুম \$80 গাড়ী কিনেছিলুম \$250 দিয়ে - Second কি Third Hand জানি না !

তখন থেকেই ডঃ সমর মিত্র -র সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। Atlanta র সবচেয়ে পুরানো বাসিন্দা তিনি। আমি তো অনেকদিন Valdosta তে ছিলাম। সেখানে ছিলাম Accounting এর Professor হয়ে 17 বছর - Chemistry ত্যাগ করে। সেই রদ বদলের কথা বলেই শেষ করব।

Time Magazine এর আমার জীবনে মস্ত বড় অবদান আছে। যখন খুব ভাবছিলাম Chemistry বদলে কোন পথে যাব তখন Time এ একটা Article দেখলুম। এক Russian মাঝ-বয়সি লোক - Physics এর Ph.D. আমেরিকাতে এসে বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারছিলেন না। তারপর MBA পাশ করে কপাল খুলে গেল। মনে হয়

সে article আমার কাছে এখনও আছে। আমি ঠিক করে ফেললুম শুধু MBA করলে হবে না - আমাকে Accounting এ specialize করতে হবে - কারণ সংখ্যা চর্চা করায় আমার দক্ষতা আছে।

চলে গেলুম Acctg 1001 class এ বসতে - Professor এর সঙ্গে দেখা করে বললুম যে আমি with all seriousness এই class টা Audit করব - তুমি ঠিকমত Grade দিয়ে Accounting এর Head এর কাছে পাঠিয়ে দেবে। তিনি রাজী। যেমন যেমন Quarter এগোতে লাগল তেমনিই সকলেই আমার ওপর Impressed. প্রথম Qr এ A+ পেয়েছিলুম। দ্বিতীয় Qr এ সেই একই Professor এর কাছে Acct 1002 পড়া সমাপ্ত করে প্রথমত কলেজে (College of Industrial management) এ Admission নিলুম। কোন অসুবিধা হোল না। সুন্দর পড়া চলতে লাগল - Result খুব ভাল হওয়ায় এবং বয়সটা unconventional হওয়ায় সকলেরই নজরে পড়ল - Dean, Asst Dean এবং Acctg এর Head. তাদের সকলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল।

MS ডিগ্রী পাবার পরেই Asst Dean ডেকে বললেন যে, আমি Georgia Tech এ Accounting এর Assistant Professor হয়ে কাজ করতে পারি। আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। Chemistry র Research Scientist এর কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলুম Accounting পড়াতে।

Georgia State University তে রাত্রের Class করে information Science এ Masters Degree পেতে আরও ২ বছর লাগল। পাশ করার পরেই আমায় Head of the Department বললেন যে, Valdosta State University র Dean এর সঙ্গে কথা বলো, তিনি খুব উৎসাহী তোমাকে Faculty করে নিতে।

তারপর সব ইতিহাস। সতেরো বছর সেখানে কাজ করেছিলুম। Full Professor হয়ে Retire করেছিলুম 2001 এর August মাসে। Career বদল করার সব চেষ্টাই অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিল।



Looking for the **HOT DEALS** in Country Club Luxury Homes?  
Talk to the Ultimate GURU in SHORT SALES, FORECLOSURES AND CORPORATE LISTINGS!  
**WWW.SUGARLOAFSALES.COM**



**Seema Jain Awarded Top Residential Producer  
2007 & 2008 by NAR**  
North Atlanta Metro Association of Realtors



**Atlanta Business Chronicle highlighted  
Seema's Success in a Cover Story.**  
Read at [WWW.SUGARLOAFSALES.COM](http://WWW.SUGARLOAFSALES.COM)



**Seema Jain Awarded Top Residential Realtor 2008  
by Virtual Properties Realty**



*"We highly recommend Seema as a most effective and professional realtor. From the day we listed with her, she began a process of intense marketing and a steady stream of qualified buyers. She made every aspect smooth. She kept us informed and was vigilant from beginning to end, always a tireless worker. Seema truly represented us in every way. If you are serious about selling, call Seema."*

— Chuck & Jan Eldridge

*Jaba and I coveted Country Club homes including SCC for the last six years. Each time we were unable to find a lot or a home of our choice that was within our budget. Finally we met Seema in early 2007. After listening to our requirements, she encouraged us to consider SCC and effortlessly guided us to a perfect lot. She introduced us to the builder, Cliff Kennedy and we had a great experience building our perfect house. Seema gave us invaluable tips and recommendations during the contract process and even kept a close eye at the construction of the house and met us periodically to discuss progress. While we were enjoying the building process, we were also quite worried about the current market conditions and whether we would be able to sell our existing home in Sugarloaf Springs or not. Seema stepped in to help us out and demonstrated her prowess of selling in this tough housing market. She managed to get a contract on our house within six weeks of listing and closed the deal 3 days after we moved in to our new house in SCC. It was perfect synchronization.*

.... Bob Ghosh, IT Entrepreneur



**We have the BUYING POWER.**  
No one can negotiate better than us.

**Seema Jain & Associates**  
Cell 404-931-5555, [seema@sugarloafsales.com](mailto:seema@sugarloafsales.com)  
LifeTime Million Dollar club Member – Platinum Award Winner



Ph: 678-714-0501  
Information is deemed reliable,  
But is not guaranteed.



## কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া কথা

--শুভশ্রী নন্দী

### অজানা খনির নুতন মণির গৈথেছি হার

ছেলেবেলা হারিয়ে যাবার সাথে হারিয়ে গেছে অনেক জন্মে থাকা মনের প্রশ্ন। আকাশে তারা দেখি যখন দূরবীণে বা পূর্ণিমার আকাশে, পূর্ণ চাঁদ মনে পড়ায় - কার্তিক মাসের শেষে জ্বলা ‘আকাশ পিদিম’। একটা উচু বাঁশের শেষপ্রান্তে থাকা আলো, কেন যেন মনে পড়াত “ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে উর্দ্ধপানে” - পংক্তিটি। কঠোর কৃচ্ছ সাধন করতেন বিধবারা কার্তিক মাসে একবেলা সেদ্ধ খেয়ে। কার্তিক মাসকে বলা হত ‘নিয়ম মাস’। দীপালোক এক্ষেত্রে দিওয়ালির মত দোরগোড়ায় এসে অন্তর বিকশিত করত না। চারদিকের ঘনঘোর অন্ধকারে কম্পিত দীপ - কি বার্তা বয়ে আনত - আজও জানিনা। জানা হয়নি।

### খেলার পুতুল ভেঙ্গে গেছে প্রলয় ঝড়েতে

পাঠক্রমের রুগ্ন চটি বই এর আকার যেই মস্ত হয়, আস্তে আস্তে বাইরের উঠোনে ছুটোছুটি খেলা - পুতুল খেলা, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি - আরব্য উপন্যাস টা-টা-বাই-বাই বলে বিদায় নেয়। এটাই নিয়ম। মনে হত মায়েরা কি অযথা না খেলে গল্প বলে সময় নষ্ট করে। মা হয়ে পড়া ফাঁকি দিয়ে বারি পুতুল নিয়ে বসাকে আদিখ্যেতা মনে হতে দেবী হয় নি। এই মানসিক বিবর্তন যেন চিরন্তন সমস্যা - ডিম আগে না মুরগি আগে? আমাদের বারি পুতুল ছিল না। মনের তাগিদ, প্রয়োজন ও উৎসাহেই কাপড় দিয়ে পুতুল বানান - চোখ নাক আঁকা হত শিশুমনের তাগিদেই। এই সৃজনশীল ‘প্রজেক্ট’ স্কুল শুরু হবার আগেই আমাদের সৃষ্টিশীল করে তুলত। যা এ প্রজন্ম ভাবতেই পারবে না।

### আমি যে গান গাই - জানিনে সে কার উদ্দেশ্যে

আমার শহর শিলচরের নদী বরাবর ঘোলা জলে মাঝিরা গান গাইতে গাইতে নৌকো পার করত। মনে হত সেই গান কার জন্য ? কার উদ্দেশ্যে গাওয়া ? হাল বাওয়ার ‘হাই মারো মারো টান’ - এর আনন্দে, না চারপাশের মানুষদের জন্য ‘হেইসামালো’ বলে ‘জানকবুল আর মানকবুল’ করে গরুর গাড়ীর ‘হেইয়া হেইয়া’ টান তো দম পাবার জন্য। আর সেই দরদর ঘামে আর্তস্বরে নির্লিপ্ত রাস্তামুখর জনগণ। চারপাশের অনিন্দ্য প্রকৃতিতে অনুপ্রাণিত হওয়া মাঝিদের গান ভাটিয়ালি ভাগ্যক্রমে অমর পাল, নির্মলেন্দু -র গলায় ধন্য হয়ে উঠে এল স্টেজে।

### কথকের বর্ণনায় রসসিদ্ধ শ্রোতা

গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্যান্য শিল্পীদের কীর্তন আঙ্গিকের গানগুলোর ‘Original’ বা মূল ফোরাম দেখা যেত মন্দিরে - খোলে-করতালে, ঠাকুমা দিদিমার মুখে গল্পের ঝুলিতে যেমন শৈশব ছিল ঐশ্বর্য্যময়, তেমনি অবাক হয়ে দেখতাম, নবদ্বীপ থেকে আসা কথক ঠাকুরের (বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী) রামায়ণ মহাভারতের সিরিজ প্রতিদিন সন্ধ্যাতে ঘন্টা দুই-তিন ধরে চলত আখড়াতে। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন রামায়ণ, মহাভারত টি.ভি. তে বাল্লবন্দী হবারও একযুগ আগেকার কথা।

অবাক হয়ে দেখতাম চারপাশের সবাই কখনও অনাবিল হাসছে ও কখনও অকাতরে চোখের জল মুছে যাচ্ছে, গানে ও বর্ণনায়। এখনও স্টেজ পারফরমেন্সের সময় ভাবি, ঐ ধরনের তিন চারশজন কে ঘন্টার পর ঘন্টা চুষকের মত আটকে রাখার যে পেশাদারিত্ব বা Professionalism, তাকে শুধু আফিমের প্রভাব বলে সরলীকরণ করা ঠিক হবে না।

কথকের গল্পকথা বা যাত্রা যারা না দেখেছেন - তাদের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য, কি ধরনের শিল্পমনস্কতা এবং দর্শক ধরে রাখার ক্ষমতা তাদের ছিল। যে কোন পরিবেশনার ক্ষেত্রেই এই বুঝি ‘ঝুলে গেল’, ‘পড়ে গেল’ - এই আর্তি শিল্পী মাঝেই জানেন।



## Sharodiya Anjali 2009



কোন টিকিট ছাড়া, দিনের পর দিন - ঘন্টার পর ঘন্টা - কোন প্রসাধন (Make-Up), সাজ, আলো ছাড়া কথক শিল্পের যে অনবদ্য ‘আর্ট ফর্ম’, সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীতে খুব হাল্কা ছোঁয়া দেখা যায়। আজকের মঞ্চে (স্টেজে) যে দু চারটি অনুষ্ঠান করে থাকি তার অনুপ্রেরণার সূত্রের সূতো ওখানেই।

### সবারে করি আহ্বান - এস উৎসুক চিত্ত এসো আনন্দিত প্রাণ -

পাতে গরম খিচুড়ি। কাঙালি ভোজন জনগণের কাছে মূল্যবোধে মানুষকে পৌঁছে দেয় এক স্তরে ও পংক্তিতে। তার সাথে এদেশের ‘Charitable’ ঘটনার পার্থক্য আছে। এদেশের (পাশ্চাত্যে) সর্বসাধারণের জন্য ভাণ্ডার ও করার অনেক উদাহরণ আছে। এদেশের ‘Canned Food’ এর দৃষ্টান্তই ধরা যাক না কেন। বিলাসবহুল গাড়ীতে চড়ে - বিলাসবহুল দোকান থেকে ‘Can’ - বন্দী মোটর - চাল - ফল, ছোট ছোট হাত মারফৎ পৌঁছে যায় স্কুলে - স্কুল মারফৎ যথাযোগ্য স্থানে। মহৎ কাজ এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আর্ট মুখগুলোয় সেই ‘খাদ্য’ হাসি ফোটান তা স্বচক্ষে চাক্ষুষ করার রোমাঞ্চ আর উপলব্ধি করা হয়ে ওঠে না।

### শ্রমের মর্যাদা

এখনও দেশে শতধারার হার্ডেল ডিঙিয়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবার-ঝোঁক। বরাবরের মত। হালে খেলাধুলো - ‘সারেগামা’ বা মিডিয়ায় সুবাদে কিছু এদিক ওদিক হলেও - শ্রমের মর্যাদা বা ‘dignity of Labour’ - এর গর্ব পাশ্চাত্যের। প্রাচ্যে সে গর্বের খর্ব হবার উপন্যাস। তাই ‘চল কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই’, যেমন ভারতবর্ষে ‘মুখের বুলি’ হয়েই রইল।

### পত্ররস - মধুরেণ সমাপয়েৎ

শেষ করি মধুরসে। সরস উপসংহারে একেক জনের শখ একেকরকম, হরেকরকম। দেখতাম কেউ ‘ডাকটিকিট’ ও কেউ ‘পয়সা’ সংগ্রহ করত। আমার মামাকে দেখতাম বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাদের সই করা ছবি সংগ্রহ করতে। আমার শখ ছিল, কাউকে না জানিয়ে ‘দেশ’ বা ‘আজকাল পত্রিকায়’ চিঠি পাঠানো সম্পাদকীয় কলামে। অনেক টিলের পর দু চারটা লেগে গেল - সে কি আনন্দ। নতুন কড়কড়ে বই-এর গন্ধের মাঝে জ্বলজ্বল করা নিজের নাম দেখে যেন আশ মেটে না। বয়সটাই ছিল ঐরকম। ডাকে বয়ে আনা সেই আনন্দ আজ তো ইতিহাস। কবি বলেছিলেন, “কত চিঠি লেখে লোকে, কত সুখে - প্রেমে - আবেগে স্মৃতিতে কত দুঃখে ও শোকে।” আমেরিকায় ডাক আর আনন্দের উৎস কোথায়, ছেলে পিলের কিছু জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পরীক্ষার ফলাফল বাদে, ডাক হয় ফাঁকা আশার ভুয়ো আওয়াজ - অথবা গলা কাটা বিল। সারের চাইতে, সময় অপচয় করে, অসার ঘাটতে হয় বেশী বলে ডাকের আগ্রহ আজ মলিন।

সব নেতিবাচক দিয়ে উপসংহার টানছি না। মনে পড়ে একটি বিশেষ চিঠির কথা। তার কথা বলে আনন্দ ভাগ করে আনন্দ দ্বিগুণ করি।

“শ্রাবণ আমার জন্মমাস - তাই বর্ষা আমার প্রিয় ঋতু। এমন দিনে তারে বলা যায়” - কি বলা যায় বল তো? বলা যায় খিচুড়ি করা। ইলিশ মাছ বলতে পারব না - কেন না পদ্মার গঙ্গার রূপালী ফসল বর্ষা এবার সঙ্গে করে আনে নি। পাশের বাড়ির মেয়েটিকে গাইতে শুনিছি ‘শাওন আসিল ফিরে, সে ফিরে এল না’ - এই সে নিশ্চয়ই সেই ইলিশমাছ, নতুবা মেয়েটির মুখ এত করুণ দেখাত না।”

মধুরেণ সমাপয়েৎ। পাঠকেরা রসসিক্ত হন। কথার ভারে আর ভারী না করে - বিদায়।





## ভারত দর্শন

--দেবদাস গাঙ্গুলী

ছোট্ট খোকা খুকুরা সব আমার কাছে এসো  
মজার গল্প শোনাবো আজ, চুপটি করে বোসো।

পৃথিবীটা মস্ত বড় তোমরা জানো সবে,  
দেশ মহাদেশ মিলে সেথায় গন্ডা কয়েক হবে।  
গ্রেট ব্রিটেন, আফ্রিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া,  
ভারতবর্ষ, ইউরোপ, চীন, সোভিয়েত-রাশিয়া,  
আমেরিকা, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, জাপান,  
ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া আর পাকিস্তান।  
আরো আছে কত শত ছোট বড় দেশ,  
বলতে গেলে সারাটি রাত হয়ে যাবে শেষ।  
সবার আগে তোমার নিজের দেশটাকেই তো চেনো,  
বাকি দেশের কথা না হয় বড় হয়েই জেনো।

মোদের দেশের নামটি “ভারত”, সবাই জানো ভালো  
আপন মহিমাতে সদাই করেছে জগৎ আলো।  
এতে আছে ছোট বড় কত শহর গ্রাম।  
ধর্ম নির্বিশেষে আছে অনেক পুণ্যধাম।  
উত্তরেতে রাজধানী ওই দিল্লী শহর,  
পশ্চিমেতে প্রসিদ্ধ যে মুম্বাই বন্দর,  
দক্ষিণেতে চেন্নাই আর পূর্বে কলিকাতা -  
প্রসিদ্ধ এই চার নগরী বিশ্ব পরিচিত।

আমাদের এই দেশে আছে অনেক অনেক নদী

-

তারই কিছু নাম শুনে নাও, জানতে ইচ্ছে যদি।  
শতদ্রু, বিপাশা, সোন, গঙ্গা, যমুনা,  
তিস্তা, কাবেরী, গোদাবরী, নর্মদা, কৃষ্ণা,  
ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, ঘর্ঘরা, গোমতী,  
রূপনারায়ণ, দামোদর, সিন্ধু, কংসাবতী।  
আরো শত ছোট বড় নদী আছে কতো -

বড় হয়ে দেশটি ঘুরে জানবে ভালোমতো।  
এই ভারতে আছে অনেক নগর, শহর, গ্রাম  
বলতে গেলে শেষ হবেনা বলবো কত নাম।  
সুযোগ করে সময় মত দেশটি ঘুরে দেখো,  
জানার মত খবরগুলো খাতায় লিখে রেখো।  
ভারতবর্ষের মুকুটমণি কাশ্মীরেতে থেমে,  
জম্মু, শ্রীনগর হয়ে যাবে পহেলগামে।  
ডাল লেকে ঘুরবে চড়ে কুশন পাতা বোটে।  
এবার চল পাঞ্জাবে, রেল স্টেশন পাঠানকোট।  
জলন্ধর আর লুধিয়ানা হয়ে অমৃতসরে,  
জালিয়ানওয়ালা বাগ ঘুরে স্বর্ণমন্দির।  
পানিপথ আর কুরুক্ষেত্র হরিয়াণায় আছে,  
দুই রাজ্যের রাজধানী ওই চন্ডীগড়টি মাঝে,  
শুকনা-লেক আর রক-গার্ডেন দেখবে চন্ডীগড়ে।  
আরও অনেক দেখার আছে, দেখো সময় করে।

এবার চল হিমাচলের সিমলা ঘুরে আসি -  
গরম কাপড় সঙ্গে নিও, নয়তো হবে কাশি।  
চড়তে যদি ইচ্ছে কর ছোট্ট রেলের গাড়ি,  
কালকা-সিমলা পাহাড়ী পথ ট্রেনে দিও পাড়ি।  
উত্তরপ্রদেশে বারানসী মহান তীর্থস্থান,  
পুণ্যালাভে করে সবাই হেথায় গঙ্গাস্নান।  
আগ্রাতে যাও, দেখতে পাবে করুণ-অশ্রুজল  
মমতাজের স্মৃতিসৌধ শ্বেত তাজমহল।  
মুর্সৌরী আর ঋষিকেশে যাবে যখন,  
লহমনঝুলা পার হয়ে যেও গীতাভবন।  
সেখান থেকে ফেরী বোটে গঙ্গা হয়ে পার,  
আসবে চলে সরসরি তীর্থ হরিদ্বার।



## Sharodiya Anjali 2009



গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এ তিন নদীর জন,  
এলাহাবাদে দেখবে সেই পুণ্য সঙ্গম-স্থল।  
বিহারেতে দেখতে পাবে প্রাগৈতিহাসিক রূপ,  
বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার প্রাচীন ভগ্নস্তুপ।  
হায়দ্রাবাদে প্রসিদ্ধ ওই তোরণ চারমিনার,  
ভাইজাণে ভারতীয় খাঁটি নৌ-সেনার।  
ভূপাল, রেওয়া, বিলাসপুর যে মধ্যপ্রদেশে,  
খাজুরাহের শিল্প কলা দেখবে গিয়ে শেষে।

রাজস্থানের পিংক-সিটি, এই এসো জয়পুরে,  
উটে চড়ে মরুভূমি দেখবে জয়সলমীরে।  
যোধপুর, আজমীর আর উদয়পুরেও যাবে -  
রাজস্থানের শিল্পকলার নিদর্শনটি পাবে।  
গুজরাটের দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির।  
পোরবন্দরে জন্মস্থান মহাত্মা গান্ধীর।

মুম্বাই এর গেটওয়ে-ওয়ে-ইন্ডিয়াতে যেও,  
জুহু বীচে বিকেলবেলা আইসক্রীম, ডাব খেও।  
মহিশুরে দেখবে গিয়ে বৃন্দাবন-গার্ডেন,  
ব্যাঙ্গালোরে তৈরী যে হয় জঙ্গী এ্যারোপ্লেন।  
এর্নাকুলাম, আলেপ্পি আর শহর ত্রিবান্দ্রাম,  
প্রসিদ্ধ যে কেরালা নৃত্য কথাকলির নাম।  
তিন সাগরের মিলন স্থল এই কন্যাকুমারীতে,  
স্বামিজী বিবেক ভারত-দর্শন করেন এই  
স্থানেতে।

তিরুপতি, চেন্নাই আর রামেশ্বরম ঘুরে -  
এসো উড়িষ্যাতে, পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে।  
সমুদ্র-স্নান করবে পুরীর সাগর-সৈকতে।  
কটক হয়ে এসো ভুবনেশ্বর রাজধানীতে।  
উদয়গিরি, খন্ডগিরি, নন্দন কানন,  
কোণারকের সূর্যমন্দির করবে আকুল মন।

চল এবার পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতাতে যাই।  
হাওড়া ব্রীজ আর ভিক্টোরিয়ার তুলনা যে নাই।  
ঘুরবে ট্রামে, মাটির তলার মেট্রো রেল চড়ে,  
ঢাকুরিয়ার লেকটি দেখো একটু সময় করে।  
সায়েন্স-সিটি, মিউজিয়াম আর চিড়িয়াখানায় যাবে।  
সন্ধ্যাবেলা গড়ের মাঠে খোলা হাওয়া খাবে।  
কালীঘাট আর বেলুড় হয়ে যাবে দক্ষিণেশ্বর,  
জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি আর তারকেশ্বর।

কোলকাতা ছেড়ে চল শান্তিনিকেতন -  
কবিগুরু করেন হেথায় 'বিশ্বভারতী' স্থাপন।  
দার্জিলিংয়ে এসো এবার ফারাক্কা বাঁধ হয়ে,  
এভারেস্টের শিখর চূড়া আছে আকাশ ছুঁয়ে।  
কার্শিয়াং, ঘুম, কালিম্পং হয়ে গ্যাংটকের পথে,  
রূপময়ী প্রকৃতিকে দেখে নিও সাথে।

যাবে এবার আসামের ওই কামাখ্যা মন্দিরে,  
শহর গুয়াহাটি, ডিগবয় আর ডিব্রুগড়ে।  
অরুনাচলের ইটানগর, বমডিলা, আলং,  
মনিপুরের ইম্ফল আর মেঘালয়ের শিলং।  
নাগাল্যান্ডের কোহিমাতে, আইজল মিজোরামে।  
অনেক কিছু দেখতে পাবে অনেক নতুন নামে।  
ত্রিপুরাতে দেখবে রাজধানী আগরতলা,  
রুদ্রসাগর, মাতাবাড়ী আর সিপাহীজলা।  
উজ্জয়ন্ত-রাজপ্রাসাদটি দেখতে ভুলো না -  
এখন এটি বিধানসভা, নাইকো তুলনা।

অনেক দেখা হল এবার রাজধানীতে চল -  
সুন্দর এই দিল্লী শহর, দেখবে কী কী বল ?  
দেখতে পাবে সূর্যঘড়ির যন্তর-মন্তর,  
লালকিল্লা, কুতুব মিনার আর আশ্বঘর।  
জুম্মা মসজিদ, চিড়িয়াখানা, ডলস মিউজিয়াম,  
তিনমুর্তি ভবন, নেহেরু-প্ল্যানেটোরিয়াম।  
আছে অনেক বড় হোটেল, অনেক খেলার মাঠ,  
লক্ষ লক্ষ বাড়ী ঘর আর লক্ষ দোকানপাট।

ইন্ডিয়া-গেট, রাষ্ট্রপতি-ভবন, আকাশবাণী,  
রিজার্ভ ব্যাংক আর সংসদ ভবন দেখবে সবাই  
জানি।  
প্যাটেল চকটা পার হয়ে কনট-প্লেসে যেও,  
মাটির নীচের পালিকাবাজারটি দেখে নিও।  
এ ছাড়া আরও কত দেখার জিনিস আছে,  
লিখতে গেলে খাতার পাতা ফুরিয়ে না যায় পাছে।



## Sharodiya Anjali 2009



একশো কোটি ভারতবাসী, অনেক তাদের ভাষা,  
বিভিন্নতার মাঝেও আছে সহজ ভালোবাসা।  
ডোগরী, সিন্ধী, গাড়োয়ালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি,  
ভোজপুরী, অসমিয়া, ওড়িয়া, মারাঠী,  
তেলেগু, তামিল, কন্নড়, বাংলা, কোঙ্কন, মনিপুরী,  
মালয়ালম, রাজস্থানী, মিজো আর ত্রিপুরী,  
হরিয়ানভী, উর্দু, নাগা, ইংরেজী, গোখা, খাসি,  
রাষ্ট্রভাষা হিন্দী বলে সকল ভারতবাসী।  
প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতটা সবচেয়ে মহান -  
ভারতের প্রায় সবই ভাষা এরই অবদান।

ধর্ম, পোষাক, রীতিনীতি, ভিন্ন ভাষাভাষী,  
সবাই মিলে মিশে আছি - আমরা ভারতবাসী ॥

### The Szikman Dental Group

Our exceptional care focuses on you!

Having earned our reputation for "catering to cowards," The Szikman Dental Group has been the choice for dental phobics in Atlanta for years.

Dr. Michael Szikman

Dr. Richard Szikman

2070 South Park Place

Suite 300

Atlanta, Georgia 30339

**Telephone:** 770-952-3333

**Fax:** 770-952-6823

<http://www.szikdentalgroup.com/>

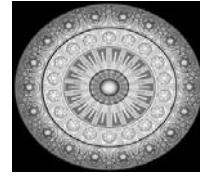
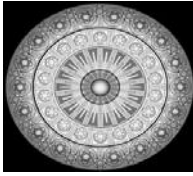
Free parking available



Located on Windy Hill Road just west of I-75

## কবি পরিচিতি

ভারতের রাজধানী দিল্লী শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী দেবদাস গাঙ্গুলীর জন্ম হয় ১৯৩৮ সালের ৩রা জানুয়ারী, ত্রিপুরার আগরতলা শহরে। ছোট বয়স থেকেই তার কবিতা, গল্প, গান রচনা এবং সুরারোপ করার প্রবণতা ছিল। তিনি পন্ডিত রবি নাগের কাছে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ১৫ বছর হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারাবাহিক শিক্ষা নিয়েছেন। তিনি আকাশবানীর (অন্ ইন্ডিয়া রেডিও) একজন নিয়মিত শিল্পী ছিলেন এবং দূরদর্শনে (টেলিভিশন) অনেক অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি তার রচিত ও সুরারোপিত প্রায় ১৫০টি বাংলা গানের একটি সংকলন প্রস্তুত করেছেন। তার লেখা কিছু কিছু ছোট গল্প, কবিতা ও রচনা অনেক সাহিত্য পত্র-পত্রিকাতে ছাঁপা হয়েছে।



# Sandpiper Music Studio

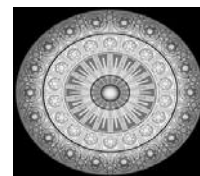
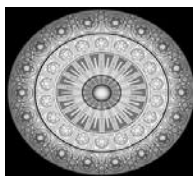
(770) 757 1807

[www.sandpipermusicstudio.com](http://www.sandpipermusicstudio.com)



Music lessons for all ages

*Please call Marla Feeney for information.  
Teachers are available for violin, viola, cello,  
electric and acoustic bass and guitar, drums,  
clarinet, saxophone, flute, and piano.*





## Sharodiya Anjali 2009



### ওই আসে আগমনী

ইন্দিরা মুখার্জি

আমি বৃষ্টিভেজা বিকেল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জেনো,  
তুমি শিশির ভেজা পায়ে এসে আমার শব্দ শোনো,  
আমি আগমনীর সুর তুলেছি শরত আলোর প্রাতে,  
তুমি সেই সুরে যে সুর মেলালে আমার সাথে সাথে।  
আমি অন্তরাগের রাগ-রাগিনী তোমার কান্না হাসি,  
তুমিই আমার ইমন-বেহাগ তোমার কাছে আসি,  
আমি তোমার দুখে দুখী, সুখের নুতন পাখী,  
তুমিই আমার সুখের দোসর দুখ ভোলাতে ডাকি।  
আমি অবাক হয়ে ভাবছি বসে আসছো তুমি রানী,  
তুমি সাজো নিজে, সাজাও আমায় ওগো আগমনী।  
আমি তোমার আধফোটা ফুল, তোমার জন্য ফুটি,  
তুমি আমায় নাও যে কোলে, তোমার পায়ে লুটি।  
আমি তোমার চঞ্চল গান, উচ্ছল প্রাণ-বাঁণা,  
তুমি আমার সুরের ছন্দে গানের উপাসনা।



ইন্দিরা মুখার্জি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানিক কেমিস্ট্রি পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতানুরাগী। বর্তমানে সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতি নূপুরচ্ছন্দা ঘোষের ছাত্রী। তাঁর দুটি নিজস্ব ব্লগ আছে। একটি বাংলা ব্লগ [sonartoree.blogspot.com](http://sonartoree.blogspot.com) এ আর অন্যটি তাঁর নিজস্ব রেসিপি ব্লগ [krishnokolee.blogspot.com](http://krishnokolee.blogspot.com). বিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও সাহিত্য চর্চা থেকে নিজেকে কখনো বঞ্চিত করেননি যার ফল স্বরূপ এইবারের পুজোয় তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘মোর ভাবনারে’ প্রকাশিত হল। ইন্দিরার একটি নিজস্ব গানের দল আছে যার নাম ‘নয়নতারা’।

### নদী অথবা নারী

--বানী সরকার

নদীকে নদীর মতো ভালোবাসো  
নারীকে নারীর মতো  
যদিও নদীর জলের মতো স্বচ্ছ কাঁচের মনে,  
নারীরা ছবি আঁকে বেপরোয়া সুখে -  
পৃথিবীর যত পথ সবই সমান  
নারীদের নদী সম সূজলা সুফলা দেহে  
পাওয়ার সুখ, না পাওয়ার চেয়েও  
হয়তো অনেক অনেক মধুর -  
তবুও অগাধ জলে, নদীর একুল ওকুলে  
ভাসে সব পাওয়া নারীদের অসুখি অম্লান মুখ।  
জীবনের পথে পথে আঁকা বাঁকা নারীদের  
অশান্ত নদী সব দেহ -

কেউ বা ভাসিয়ে দেয় বাধ ভাঙ্গা জোয়ারের জলে  
কেউ বা সাজিয়ে রাখে স্বপ্নের অনন্ত মায়াবী ইজলে।  
হৃদয়ের বেসাতিতে বারবার কূল ভাঙ্গে কূল গড়ে  
বেগবতী নদী অথবা কূলবতী নারীর জীবন, একই জনছবি।  
যদিও বাজারে বিকোয় স্বপ্ন, সাধ, আকাশ -  
অথবা সবুজ শ্যাওলার রহস্যময় কাব্য,  
তবুও জীবন ঋণী, স্নেহ, মায়া, মমতা ময়  
নদী অথবা নারী ক্ষমাশীল অমূল্য হৃদয়ের কাছে  
তাই নদীকে নদীর মতো ভালোবাসো  
নারীকে নারীর মতো।



## গান বন্ধ হলেই অন্ধকার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূর্য বিদায়ের পরেই চাঁদ উঠে গেল, এ রকম খুব কম দিনই হয়। আকাশের মেঘের লাল রং মুছে যেতে না যেতেই ধপধপ করছে জ্যোৎস্না। শহরের মানুষের তো এমন জ্যোৎস্না দেখার সৌভাগ্যও হয় না। চাঁদ এইসব অঞ্চলে বেশি বেশি দরাজ। একসময় এখানে পূর্ণিমার রাতে রাস্তার আলো জ্বলত না, জ্যোৎস্নাতেও দিব্য চলাফেরা করা যেত।

পরপর দুটো ছাতিম গাছ। কয়েকটা সোনাঝুরি আর একটা ইউক্যালিপটাস যেন মাধ্যাকর্ষণকে অস্বীকার করে লম্বা হতে হতে প্রায় আকাশ ঝুঁয়ে ফেলেছে। এখানে একটা সিমেন্টের বাঁধানো গোল টেবিল, সেটি ঘিরে গোটা কয়েক চেয়ার, বিকেনবেলা থেকে এখানেই চায়ের আড্ডা বসে। তিন রমণী ও চার জন পুরুষ, একজন হঠাৎ একটা গান গেয়ে উঠতেই অন্যদের কথা থেমে গেল।

আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে। যদিও এটা বাগান, তবু অনায়াসে এখন বন বলে কল্পনা করে নেওয়া যায়। কাছা কাছি অন্য বাড়ি নেই। একটু দূরের বাড়িগুলোও জনশূন্য। এ-দিককার কোনও বাড়িতেই স্থায়ী বাসিন্দা নেই, মাঝে মাঝে শহর থেকে আসে। মাসের পর মাস জানলা-দরজা খোলা হয় না, আলো জ্বলে না। চার দিকে তাকালে শুধু গাছপালাই চোখে পড়ে।

জীবনযাপনের সব কিছু নিয়েই গান লিখেছেন কবি, তবু চাঁদের প্রতি যেন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল তাঁর। জ্যোৎস্নার গান অনেক। সব কবিই বুঝি চন্দ্রাহত হয়, অর্থাৎ পাগল।

আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে, কী জানি সে আসবে কবে . . তারপর কী যেন?

শ্রীলেখা নামের মেয়েটির স্বভাব খুব নরম। তার গৌরবর্ণ তনুটি দেখলে মন হয় বেশিক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়ালে গলে যাবে, কথা বলে আধো আধো ভাবে, টমাটোকে বলে তোমাতো আর বৃষ্টিকে বলে বৃশতি। সে বলল, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাঝখানে অন্য গান শুনলে আমার না, আমার কেমন যেন লাগে !

শংকর বললো, খারাপ লাগে ?

শ্রীলেখা বলল, ঠিক জানি না, হ্যাঁ, খারাপই লাগে বোধহয় !

শংকর বলল, ঠিক আছে, আমি আর গাইব না !

এক জায়গায় তিনটি রমণী থাকলে তারা কদাচিৎ একমত হয়। অপর তরুণীটি, যে বোধহয় জীবনেই কখনও শাড়ি পরেনি, শালোয়ার-কামিজও না, সবসময় জিন্স আর টপ পরিধানেই যাকে দেখা যায়, পিথকি যার নাম, সে বলল, আমার কিন্তু ফোক সং বেশ ভালো লাগে, সেই একটা বাউল সং আছে না, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে করব কী, শংকর, তুমি সেটা জানো ?

শংকর বলল, জানতাম, ভুলে গেছি।

পিথকি বললো, যেটুকু মনে আছে, ফাস্ট টু থ্রি লাইনস, শোনাও প্লিজ।

শংকর বললো, একটুও মনে নেই।

পিথকি বললো, ইউ মাস্ট বি কিডিং।

শ্রীলেখা বললো, এই তোমরা কেউ এই গানটা জানো ? আজি গন্ধবিধুর সমীরণে, কার সন্ধানে . . .

মৌসুমী জিজ্ঞেস করলো, এটা কি চাঁদের গান নাকি ?

শ্রীলেখা বললো, জোছনার গান। শেষের দিকে আছে না, আজি আত্মমুকুল সৌগন্ধে, নব পল্লব মর্মর ছন্দে, চন্দ্রকিরণ সুধাসিঞ্চিত অন্ধরে . . .

শংকর বলল, বাঃ। শব্দ শব্দ কথাও তো বেশ উচ্চারণ করতে পারো।

শ্রীলেখা বললো, কেন, আমার উচ্চারণ খারাপ ? অনেকেই সৌগন্ধে-কে সুগন্ধে বলো।

শিলাজিৎ গৃহস্বামী। সে অধিকাংশ আলোচনাতেই শুধু শ্রোতার ভূমিকা নেয়, তবে বন্ধুবান্ধবীদের মধ্যে কখনও সূক্ষ্ম খোঁচাখুঁচি সম্ভাবনা দেখলেই সে প্রসঙ্গ বদলায়।

শংকর কিছু বলতে যাচ্ছিল, শিলাজিৎ হাত তুলে বলল, এই শোনো, শোনো, চাঁদের আলো খুব ভালো।

জোছনা নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতও ভালো, কিন্তু এখন এই জায়গাটায় বড্ড মশা, তোমাদের কামড়াচ্ছে না ?

যার নাম অরুণোদয়, যে একেবারেই গান জানে না, সন্ধ্যা হলেই ঘুম নয়, অন্য কারণে যার হাই ওঠে, সে বলল, হ্যাঁ, বড্ড মশা ভনভন করছে, চলো, ভেতরে যাই।





শীলেখা ছাড়া সবাই উঠে দাঁড়াল।

মৌসুমী তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল কী রে ? ভেতরে যাবি না ? তোকে বুঝি মশা কামড়ায় না ?

শীলেখা টেবিলটার ওপর কনুই এলিয়ে দিয়ে বলল, আমি আর একটু বসি। মশা তো কামড়াবেই। না হলে ওরা খাবে কি, ওরা বাঁচবে কী করে ?

কয়েকজন হেসে উঠলো।

শংকর বললো, হ্যাঁ, মশারা বেঁচে থাকার জন্য খাবে, তার বদলে ম্যালেরিয়া আর হেপাটাইটিসের বিষ ঢেলে দেবে।

মৌসুমী বলল, অ্যাঁই, এখানে ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া কিছু নেই।

শিলাজিৎ শীলেখাকে বলল, একা বসে থাকতে চাও থাকো। তবে খেয়াল রেখো, মাঝে মাঝে ওপর থেকে টপ টপ করে মাকড়সা খসে পড়ে।

শীলেখা সঙ্গে সঙ্গে উঠে তড়িৎ গতিতে ছুটে সকলের আগে পৌঁছে গেল বাড়ির সামনের ঢাকা বারান্দায়। বারান্দার বদলে এটাকে ড্রয়িং রুমও বলা যেতে পারে। সেই ভাবেই সাজানো একটা লম্বা ঘরের মতন, শুধু তিনদিকের দেওয়াল নেই। এক দিকে, কাছেই বাঁশবাগান। হ্যাঁ, সত্যিই একগুচ্ছ বাঁশ গাছ, আর সেই বিখ্যাত কবিতার মতন, সেই বাঁশবাগানের মাথার ওপরেই দুলছে চাঁদ।

সেখানে এসে বসতে না বসতেই অরুণোদয় বললো, তা হলে কয়েকটা গেলাস-টেলাস . . .

মৌসুমী বলল, আসছে রে বাবা, আসছে।

সে কাজের লোকের নাম ধরে ডাকল। নাম বীরু। আপাতত তার স্ত্রী-পুত্র দেশের বাড়িতে গেছে। সে একাই সবদিক সামলায়।

মৌসুমী ও শিলাজিৎ দুজনেই অ্যালকোহল বর্জিত, কিন্তু অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য সব ব্যবস্থা রাখে। আজকাল যে সব বাড়িতে সুরাপানের ব্যবস্থা থাকে না, সেই সব বাড়ির সান্ধ্য আমন্ত্রণে অনেকে যেতেই চায় না।

দু-তিন চুমুকের পর পিথকি বললো, আলোগুলো নিভিয়ে দাও।

শংকর বললো, কেন ?

শীলেখাও বললো, হ্যাঁ, আলোগুলো বড্ড চোখে লাগে। কোনও দরকার নেই।

শিলাজিৎ সঙ্গে সঙ্গে দুটো সুইচ অফ করে দিল।

শংকর তার পাশে বসা সুজয়কে বলল, সব মেয়েই ভালোবাসে, তাই না ?

সুজয় বললো, ইয়া। স্ট্রেঞ্জ ইজ নট ইট ? আমরা বাড়ি থেকে বেরোবার সময় চট করে শার্ট-প্যান্ট গলিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি। আর মেয়েরা কতক্ষণ ধরে সাজগোজ করে। তারপর পাটিতে এসে অন্ধকারে বসতে চায়। কেউ যদি না-ই দেখতে পেল, তা হলে অত সাজগোজের মানে কী ?

শংকর বললো, মুখ না দেখতে পেলে কথাবার্তা ঠিক জমে না।

শীলেখা বলল, কথা না, গান জমে। আলো না থাকলে গান বেশি ভালো লাগে।

সুজয় বলল, তোমরা ক'জন খাতা না দেখে গান গাইতে পারো ? দু'তিন লাইনের পরেই তো ল্যাল লা ল্যা ল্যাল আ। এই তো মৌসুমী।

অরুণোদয় এর মধ্যে গেলাস শেষ করে ফেলেছে। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বোতল থেকে নিজের গেলাসে ঢালতে গিয়ে অনেকটা ফেলে দিল বাইরে।

সে বেশ বিরক্ত হয়ে বললো, কী অন্ধকারে ভূতের মতন বসে থাকো, আমি ঢালব কী করে ? শিলাজিৎ একটা আলো অন্তত . . .

শিলাজিৎ সঙ্গে সঙ্গে একটা সুইচ টিপে দিল।

অরুণোদয় বলল, ড্রিংকিং একটা এনজয়মেন্টের ব্যাপার। সেটা আলোতেই . . .

শংকর বললো, অন্ধকারেও এনজয়মেন্ট হয়। সেটা অন্য রকম।

মৌসুমী তাকে মৃদু ভৎসনা করে বলল, অ্যাঁই, অ্যাঁই, ও-সব কী কথা !

শংকর আবার বললো, ডার্ক ডিডস আর বোটর দ্যান ইন দা ডার্ক।

পিথকি বললো, তার মানে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডার্ক

ডিডস ? সে তো চুরি-ডাকাতি। তুমি যে অন্য এনজয়মেন্টের কথা বললে, আমার সেটা আলো জ্বলেও বেশ ভালো লাগে। বেশি ভাল লাগে দিনের বেলা।

শীলেখার এসব কথা পছন্দ হচ্ছে না। সে বলল, পুরোপুরি অন্ধকার কোথায়, বাইরেই তো চাঁদের আলো। কিন্তু চাঁদের আলো তো আর নেই। না নেই।



কোথা থেকে একটা গভীর কালো মেঘ এসে পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছে চাঁদ। সেই মেঘ ফুঁড়ে একটুও জ্যোৎস্না বেরুতে পারছে না। কত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল আকাশ।

মৌসুমী বললো, আমি বাবা তেমন সাজগোজ করিনি। কারুকে কিছু দেখাতেও চাই না। তবে আমার আলো ভালই লাগে।

শিলাজিৎ এ বার জ্বলে দিল দুটো আলোই।

আর সবই ব্যবস্থা আছে। বাদাম-চানাচুর-ফিস চপ, শুধু সোডা নেই। সুজয়ের সোডা ছাড়া চলে না। তার অনুরোধে বীরুকে সাইকেলে পাঠানো হল। শ্যামবাটির মোড় ছাড়া সোডা পাওয়া যায় না, কিছুটা দূর আছে।

মৌসুমী বললো, গীতবিতানটা নিয়ে আসব ?

পিংকি বলল, শংকর একটা বাউল গান ধরুক।

শ্রীলেখা হাতের গেলাসটা নিয়েই উঠে গেল বাইরের দিকে।

শংকর বললো, আমার গানের মুড নেই। তুমি কী বললে, দিনের বেলাই তোমার ...

মৌসুমী বললো, অ্যাঁই , অ্যাঁই , ও-সব কথা না . . .

হঠাৎ দু'টো আলোই নিভে গেল একসঙ্গে।

এটা শিলাজিতের খেলা ভেবে অনেকে ফিরে তাকাল। না, শিলাজিৎ সুইচের পাশে নেই। লোডশেডিং।

শ্রীলেখা বলল, বেশ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল মেঘের গর্জন।

শংকর জিজ্ঞেস করল, জেনারেটর নেই ?

শিলাজিৎ বলল, ইনভার্টার আছে। বীরু চালিয়ে দেবে। ও, বীরুতো বাইরে গেল, আমি দেখছি।

শিলাজিৎ ভেতরে গিয়ে একটু খুটখাট করার পর চালু হল ইনভার্টার। আলো দুটো জ্বলল, কিন্তু পাখা ঘুরল না।

পিংকি বললো, দুটো আলোর কি দরকার? পাখা চালাও। পাখা না চালালে আবার মশা কামড়াবে।

অরুণোদয় বলল, হ্যাঁ, পাখা চাই।

শিলাজিৎ আবার খুটখাট করতে গেল। কিন্তু ইনভার্টার অবাধ্যপনা করতে লাগল। আলো জ্বলবে, পাখা ঘুরবে না।

অন্যদিন দু'টো পাখাও চলে।

শিলাজিৎ অস্ববিদ, এসাজ বাজায়, আবার যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটির দিকেও ঝোঁক আছে। একটুক্ষণ সে ইনভার্টার নিয়ে নাড়াচাড়ার পর চিড়িক করে একটা শব্দ হলো। তারপর আলো দুটোও নিভে গেল।

এ কি ব্যাপার! শিলাজিৎ?

শিলাজিৎ বললো, টর্চ লাগবে। মৌসুমী আমাদের টর্চটা . . .

অন্ধকারেই বেশ সাবলীলভাবে ভেতরে চলে গেল মৌসুমী। ফিরে এল জ্বলন্ত টর্চ নিয়ে। শিলাজিৎ সেটা হাতে নিতেই সেটা নিস্বেজ হয়ে নিভে গেল। ব্যাটারীর শক্তি ফুরিয়ে গেল ? এই মাত্র ? মোম, মোম আছে ?

একতলার অতিথি-ঘরের বাথরুমে একটা মোম ছিল। সেটা মনে পড়ল মৌসুমীর। একটা মোম অন্তত না থাকলে শিলাজিৎ ইনভার্টারের কী গন্ডগোল তা দেখতে পারছে না।

মোম এলো, দেশলাই ? রান্নঘরে মৌসুমী যতদূর সম্ভব খুঁজেও দেশলাই পেল না। বীরু কোথায় রয়েছে কে জানে।

এই দলে দুজন ধূমপায়ী দেশলাইয়ের বদলে লাইটার ব্যবহার করে। সুজয় তার লাইটার আজই বিকেলে সুবর্ণরেখায় বইয়ের দোকানে ফেলে এসেছে। সে শংকরের লাইটার চেয়ে ব্যবহার করছিল।

শংকর তার লাইটার নিয়ে এল শিলাজিতের কাছে। পাঁচবার ক্লিক করেও জ্বলল না মোম। ষষ্ঠবার আর শিখাই হল না। পাথরটা আটকে গেছে, ঘুরছে না। অনেক চেষ্টা হল। হাতবদল করে করে অন্যরাও চেষ্টা করে দেখল। কিছুতেই সে লাইটারে আর কিছু হতে চাইল না। গ্যাস শেষ। স্টোন্টা ক্ষয়ে গেছে।

মোট কথা সে লাইটার এখন অকেজো। ইনভার্টার অনড়। মোমবাতিরও শিখা নেই। চাঁদ ঢেকে গেছে আরও এক প্রস্থ মেঘে। অন্য কোনও বাড়িতে এখন লোক বসতি নেই। আলোও নেই। পুরোপুরি অন্ধকার। বাঁশবাগান অদৃশ্য।

সবাই হতবাক।

এরমধ্যে ঝামঝামিয়ে নামল বৃষ্টি। শুধু শব্দ, দেখা যাচ্ছে না কিছু। কে যেন আপন মনে হেসে উঠল।

অলৌকিক কিছু না। সাত লক্ষ বছর আগে মানুষ তো সন্ধ্যের পর এইভাবেই বসে থাকত। তখনও কেউ আচমকা হেসে উঠত এইভাবে। প্রোমিথিউসের আগমনেরও আগে।



## পরিনীতা

সুস্মিতা মহলানবীশ

একি লাভণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণে এস হে - এই গানের কলিটি সর্বক্ষণ আমার কানে অমৃত সুধা ঢেলে চলেছে। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা যে আবেগ ও দরদ দিয়ে গানটি করেছিলেন তা আমাকে আনন্দে অভিভূত করে দিয়েছিল। সুশীলদার কাছে ওনাদের গল্প শুনে, ওনাদের দেখার জন্য যে আগ্রহ জেগেছিল - গতকাল রাতে তা পূর্ণ হল।

গতবছরে আমাদের বাড়িতেই আমাদের এক বন্ধু দম্পতি আলোক ও সহেলীর সাথে আমাদের পাড়ারই আরেক বন্ধু দম্পতি সুশীলদা ও কাবেরীদিকে এক আড্ডা মারার আসরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খাওয়া দাওয়া ও পানীয়ের সাথে আড্ডাটা জমেছিল বেশ ভালই। এ কথা সে কথার মধ্য দিয়ে বিয়ের প্রসঙ্গটা বেশ ভালই স্থান পেয়েছিল। আমরা সবাই নিজ নিজ জীবন সার্থী কি করে বাছলাম, কে কাকে প্রথমে কি বলেছিলাম এই সব স্মৃতিচারণ করে হাসাহাসি চলছিল ভালই। নিজেদের প্রেম প্রসঙ্গ ছেড়ে বাইরের লোকের প্রেম প্রসঙ্গ তুলে আনল সহেলী। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল - জনিস্ নন্দা, আমাদের পাড়ার একটা ছেলে আর মেয়ে সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে খুব প্রেম করে বেড়াতো। কিন্তু যখন বিয়ের সময় এলো তখন ঐ ছেলেটা বলে কিনা - আমি আমার মায়ের অমতে বিয়ে করতে পারব না - আমাকে ক্ষমা করো। ‘অপদার্থ’ এই শব্দটা আমার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসল। আলোক বলল - মাতৃভক্তির পরিচয় এভাবেই বাঙ্গালীর ছেলেরা বহুদিন ধরে দিয়ে আসছে। কাবেরীদি - মাতৃভক্তি না ছাই, অন্য একটা মেয়ের বুকে শেল ঢুকিয়ে স্বার্থপরের মত কেটে পরত।

আমার বর সন্তু বলল - এ রকম ঘটনা কয়েক বছর আগেও ভূরি ভূরি ঘটত। আমাদের পাড়ার এক দাদা অন্য ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করে প্রচুর টাকা পয়সা নগদ নিয়েছিলেন এবং এখানেও মাতৃভক্তির কৈফিয়ত ছিল। সুশীলদা বলল - ওরা একেকটা পাজী বুঝলে। ওদের কোন চারিত্রিক মান সম্মান বলে কোন জ্ঞানই নেই। সহেলী - আমি তো ভাবতেও পারি না একটা অজানা অচেনা লোককে কি করে সব বিয়ে করত ! আলোক - সময়ের সাথে সাথে সমাজও পাল্টে যায়। আমাদের মা-বাবা, মাসী-পিসি, মামা-কাকা সবাই এভাবেই বিয়ে করেছেন,

এমনকি এখনো অর্ধেকের উপরে লোকেরা ঐ ভাবেই বিয়ে করছে। একটু থেমে আবার বলল - পঁচিশ বছর পর হয়তো এ রকমবিয়োটো দুষ্কর হয়ে যাবে। সন্তু - আগের দিনের প্রেমিকরা এরকমই অবতার ছিলেন, বিয়ের সময় এলে মাতৃভক্তি উথলে উঠত। সুশীলদা হাত তুলে আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন - শোন, তোমাদের একটা অদ্ভুত ধরনের সত্য গল্প বলছি, যাদের কথা বলছি, ওনারা আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু। বর্তমানে কম করেও ওনাদের বয়স ৭৭ থেকে ৮০ এর মধ্যে হবে। একটু থেমে হেসে আবার বললেন - ওনাদেরই প্রেমের গল্প বলছি, এত বছর আগে ঠিক এ রকমভাবে ভালোবাসার সাহস কেউ দেখাতে পেরেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। আমি বললাম সাহসি প্রেমিকদের গল্প শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। সহেলী ফোড়ন কেটে বলল - তোর বরটা সাহসি ছিল কিনা। সুশীলদা - গল্পটা সত্যি হলেও কেমন যেন একটু নভেল নভেল মনে হয়। আমাদের সবার মুখেই একটু মিচকি হাসির ছোঁয়া এসে লাগল। সুশীলদা বলে চললেন - সালটা ১৯৪৮, দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। আমার গল্পের নায়িকা লতাদির বিয়ে ঠিক হল এক সুদর্শন জমিদার তনয়ের সঙ্গে। পাত্র বি.এ. পাশ করে বাবার ব্যবসা দেখাশুনা করতেন। লতাদির গানের গলা ভীষণ ভালো ছিল। মেদিনীপুরে কোন ফাংশান হলেই পাড়ার প্রশান্তদা এসে লতাদিকে নিয়ে যেতেন গান করার জন্য। লতাদিকে নিয়ে প্রশান্তদার খুব গর্ব ছিল। ওনার এক কথা ছিল - লতার মত এত সুন্দর গানের গলা কেউ পাবে না। উনি এও বলতেন - তোমরা সবাই দেখবে আমাদের লতা একদিন রেডিওতে গান গাইবে এবং আমাদের মেদিনীপুরের মুখ উজ্জ্বল করে তুলবে। সেই লতাদি এখন গান ছেড়ে ঘর-সংসার করতে যাবেন। ছাত্রী হিসাবেও লতাদি খুব ভাল ছিলেন। কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। লতাদির কোন দাদা বা ভাই না থাকায় প্রশান্তদাকেই বাড়ির ছেলের মত অনেক খাটাখাটুনির দায়িত্ব নিতে হল। লতাদির খুব বড় বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে এবং খুব ভাল পাত্র পাওয়া গেছে ভেবে লতাদির পরিবারের সাথে আমাদের ও প্রশান্তদাদের পরিবারের



সবাই প্রচণ্ড খুশি ছিলেন। কিন্তু বিয়ের সময় দেখা গেল ভাগ্যদেবতা বিরূপ। বরযাত্রীরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছেন ডাক্তার আনার জন্য। বর অসুস্থ - প্রচণ্ড জ্বর, নমঃ নমঃ করে কোনোমতে বিয়ের মন্ত্রটা শেষ হ'লো। পরদিন স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও ডাক্তারবাবু কোলকাতায় যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রোগীকে গাড়ীতে তোলার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। সহেলী আর আমি একসাথে চিৎকার করে উঠলাম, ও, না ! সবাই মনোযোগ দিয়ে সুশীলদার কথা শুনছিলাম কিন্তু এরকম সাংঘাতিক কিছু শুনব বলে কেউ আশা করিনি। কয়েক মিনিটের জন্য ঘরটা পাথরের মত নীরব হয়ে রইল। সহেলী একটু বেশী আবেগপ্রবণ হওয়ায় ওর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সহেলীর পিঠে হাত রেখে কাবেরীদি বল্লেন - জানিস সহেলী, প্রথমে এই গল্পটা শুনে আমিও তোর মতোই কেঁদেছিলাম। সন্তু সুশীলদার দিকে তাকিয়ে বলল - লতাদির কি হল সুশীলদা ? সুশীলদা বল্লেন - এখন আমি তোমাদের সেই গল্পটাই বলছি। এই দুর্ঘটনার পরিণামে মড়া কান্না পড়ে গেল। লতাদি অপয়া বনে গেলেন। ওনার মত অপয়া - অলুক্ষনে মেয়ের মুখ দেখতে শহরের বহু লোকই রাজী ছিলেন না। ওনার বেশভূষাতেও বৈধব্যের ছাপ প্রতিফলিত হল। লতাদির মা বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন বহুদিন। শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকলাপের পর আমার মা-বাবা ও প্রশান্তদার মা-বাবা লতাদির মা-বাবার সাথে পরামর্শ করে ওনাকে হাঙ্কা রং এর পাড়ওয়ালা শাড়ী, দুহাতে দুগাছা চুড়ি, গলায় চেন এবং কানে ছোট্ট দুটি টপ পরিয়ে দিলেন। লতাদির বাবা উদারপন্থী হলেও এ সময়ে দেখা গেল নিজেও খুব ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে উনি আমার ও প্রশান্তদার বাবাকে বলেছিলেন - বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহটা কি কোনোমতেই সফল করা যায়না? বাবা বলেছিলেন - আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বেশী পাল্টায়নি, তবে ব্রাহ্ম সমাজে চেষ্টা করা যায়। প্রশান্তদার বাবা বলেছিলেন - প্রশান্তর সঙ্গে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে যদি ওর কোন বন্ধু বান্ধব লতাকে বিয়ে করতে রাজী হয়। প্রশান্তদার কাছে এই প্রসঙ্গ তুললে প্রশান্তদা বলেছিলেন - লতাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। লতাদির বাবা আবেগপ্রবণ হয়ে বলেছিলেন - বাবা, আমাদের ক্ষুদ্র পরিবেশে এসব কিছুই হবে না। প্রশান্তদা - কাকাবাবু , আমি পরশু কোলকাতায় ফিরে গিয়ে ওকে একটা মেয়েদের হোস্টেলে ভর্তির ব্যবস্থা করব। তারপর কলেজে ভর্তি করার জন্য আমি এসে ওকে নিয়ে যাব। একটু থেমে আবার বল্লেন - আপনারাও আমার সঙ্গে গিয়ে লতা কোথায় থাকবে, কোন কলেজে যাবে ইত্যাদি দেখে আসতে পারেন। কথাটা সবার কাছে উত্তম মনে হলেও লতাদি আর কোনদিন গানের স্কুলে গিয়ে গান শিখতে রাজী

হলেন না। তবে প্রশান্তদা আশুতোষ কলেজে লতাদিকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এলেন। লতাদিও বুঝলেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে গেলে পড়াশুনাকে অবহেলা করলে চলবে না। পরবর্তীকালে আমরা প্রশান্তদাকে ছুটিছাটায় দেশবাড়িতে আসতে দেখলেও লতাদিকে কোনদিনও দেশবাড়িতে আসতে দেখিনি।

প্রশান্তদা এম.এস.সি পাশ করার পর মেদিনীপুরের বাড়ি এসে নিজের মা-বাবাকে এবং লতাদির মা বাবাকে ডেকে বল্লেন উনি রিসার্চ করার জন্য ইংল্যান্ডে রওয়ানা হচ্ছেন এবং যাবার আগে লতাদিকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। লতাদিকে উনি ভালোবাসেন। সবাই চুপ করে থাকলেও লতাদির মা সজোরে চিৎকার করে বল্লেন - না তা হয় না। আলোক - তা হয় না কেন ? সুশীলদা - প্রশান্তদার বাবাও সেই কথায় জিজ্ঞেস করলেন, তা হয় না কেন বউঠান ? লতাদির মা - আমার মেয়ের ভাগ্যের জন্য যদি আবার আপনার ছেলেকে হারাতে হয়, একটু থেমে আবার বল্লেন - প্রশান্ত আমার ছেলের মত, তাকে আমি কিছুতেই হারাতে পারব না। লতাদির বাবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল, একটু নীরব থেকে প্রশান্তদাকে বল্লেন - জানি এটা কুসংস্কার কিন্তু তোমার মা-বাবার মনে দুঃখ দিয়ে তুমি কিছু করো না, আমরা তোমার মঙ্গল কামনা করি। তুমি পারলে একটা মাষ্টারীতে ঢুকিয়ে দাও। প্রশান্তদার বাবা প্রশান্তদার মায়ের দিকে তাকিয়ে বল্লেন - গিন্নী তোমার কি মত ? আমরাও কি এই কুসংস্কারের বলি ? প্রশান্তদার মা উঠে ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন - খোকার ইচ্ছে হলে আমার কোন আপত্তি নেই। লতা সত্যিকারের ভালো মেয়ে, তার দুঃখের কথা চিন্তা করলে আমারও বুক ফেটে যায়। আমরা এতদিন ধরে দেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করলাম কিন্তু নিজেদের কুসংস্কার থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার কথা-চিন্তা করছি না কেন ? প্রশান্তদার বাবা প্রশান্তদার দিকে তাকিয়ে বল্লেন তোমার ইচ্ছে পূর্ণ কর, তোমাদের জন্য আশীর্বাদ রইল। সন্তু - বাঃ, ওনাদের দৃষ্টিভঙ্গি কত উদার ছিল। তারপর একটু থেমে বল্লেন - বর্তমানেও ক'জন লোক এভাবে নিজেদের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে পারবে তা আমার সন্দেহ আছে। সুশীলদা - ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে দেশবাড়ি থেকে ওনাদের মা বাবারা কলকাতায় এসেছিলেন এবং কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে তাদের বিয়েও দিয়ে আসেন।



## Sharodiya Anjali 2009



সত্ত্ব - ওনারা কি এখনও ইংল্যান্ডে থাকেন ? সুশীলদা -না, এখন আর ইংল্যান্ডে থাকেন না, ইংল্যান্ডে এসেও লতাদি ওনার পড়াশুনা চালিয়ে যান এবং পরবর্তীকালে সাইকোলজিতে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে দুজনেই ১৯৭৮ সালে ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোতে চলে আসেন। সহেলী কি একটা বলতে যাচ্ছিল আমি তাকে খামিয়ে সুশীলদাকে বললাম - আচ্ছা সুশীলদা, লতাদি কি আর কোনোদিনও গান করেনি ? সুশীলদা - আমি যা জানি, প্রায় পনেরো বছর লতাদি কোন গান-টান করেননি, পরে ওনার দুই ছেলেমেয়ে যখন একটু বড় হয়ে ভারতীয় কালচারাল ফাংশানে যোগ দিতে আরম্ভ করল, তখন ওদের শেখানোর জন্য উনি আবার গান আরম্ভ করলেন।

এখনও মাঝেমাঝে বাঙালী ঘরোয়া ফাংশানে একটু আধটু গান করেন। সহেলী আর আমি দুজনেই সুশীলদাকে অনুরোধ করলাম, ওনার দেশের লোক লতাদি ও প্রশান্তদাকে একবার আটলান্টাতে নিয়ে আসার জন্য। সুশীলদা আমাদের অনুরোধ রেখেছেন। গতকাল রাতে সুশীলদার বাড়িতে দেখা সেই বৃদ্ধ দম্পতি - লতাদি ও প্রশান্তদা। লতাদির গলায় একি লাভণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণে এসোছে। এই গানটি আমার কানের মধ্যে এখনো বেজে চলেছে।

### তোমার জন্য গান

অমিতাভ চৌধুরী

আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার হৃদয়ত্ব উপনীত  
স্পষ্ট প্রতিটি শিরা, টিটিভি পাখির  
আবিরাম শব্দ - যেন গোপন কিছু কাঁদছে  
আর দিগন্তে চারণপশুর পায়ে চলার শব্দ,  
দিন ভেঙ্গে পড়ল তারপর আলোর সমারোহে;  
তার আঙ্গুল ভোরের বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধূলো  
আর তুমি নিম্পলক চেয়ে আছ তো চেয়েই আছ;  
ভবিষ্যতের কোনও এক ঘটনার সাক্ষী হয়ে,  
দুগাল বেয়ে ঝরছে কান্না।  
তুমি কী অন্ধকারের কথাই কেবল ভাবো এখন?  
শিশুকালে ঝড়ের শব্দে ভয় পেয়ে  
আমরা পরিদের ডাকতাম, আর নায়কদের,  
ধর্মের সন্তান হয়ে তারা কেউ এগিয়ে আসেনি  
আমাদের রক্ষা করবে বলে।  
কিন্তু এখন মোমবাতির আলোয় তোমার পেছনে  
দীর্ঘ ছায়া গুপ্তঘাতকের মতো আঘাত করেনা আর,  
চির কালের মতো আশ্রয় নিয়েছে তোমার হৃদয়,  
বড়ো অকুলান, শরীরের অতি সামান্য তরল অংশ  
স্থান পেয়েছে সেখানে শরীরের রক্ত কান্না হয়ে।  
তুমি চেয়ে দেখছ তোমার কান্না আর কষ্ট পাচ্ছ -  
মরে গেলে মানুষ কী সত্যি কষ্ট পায়?

স্থির দৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে আছে যারা  
পাথরের চোখ, দৃষ্টিহীনের ক্রততায়।  
আমি দেখছি আহত একটি পাখি, কষ্ট পাচ্ছে  
উড়তে পারছেননা, অতি অল্পক্ষণ ওড়া,

তবু কেমন চমৎকার -

আর আমার কানে ভেসে আসছে তোমার প্রিয় গান  
ম্যান্ডেলিন বাজিয়ে বার্সেলোনার পানশালায় গান,  
আমি তোমার হৃদয় ভাঙব না, তুমি জেনো  
আমি তোমায় দুঃখ দেব না, তুমি জেনো।



Contemporary Poet, Essayist, and Critic  
Amitabha Chaudhury writes both in Bengali  
and English. He has published several volumes  
of poetry and essays. He lives in Kolkata and is  
the editor of a bilingual poetry magazine,  
*Kovita Review*. He also represented Bengali  
and Indian literature in various national and  
international conferences.



## Sharodiya Anjali 2009



# 7 years 11 months 8 Days

--Kasturi Bose

Motionless on the corridor stairs  
With blank faced he did stare  
Echoed the words in vibrant ways  
Seven years Eleven months Eight Days

The estimation was exactly that  
Before wedlock finally fell apart  
Was it altogether a frivolous game?  
Indeed both of them bear the blame

Feeble were they to keep intact  
Venomous were the daily spat  
Little did they realize here  
Affection was wasted dear

Little did he know the meaning then  
Immature and ignorance feign  
Sun shone in all brightness  
Unawares sneaked the darkness

Court of the District Judge  
He with an Ice-cream fudge  
Rolling sound of typing fine  
Matrimonial suit number eighty nine

Visits to the park and zoo  
Museum and aquarium too  
Could this be a circus then?  
Unversed seemed to be the den

Little did he know the events to unfold,  
In fright caught mom's hand tightly hold  
Circus indeed of a different kind  
People jest not body but mind

Mom and dad's regular affray  
The little mind did they betray  
Caught amidst the whirlwind  
Utterly alone left to fend.

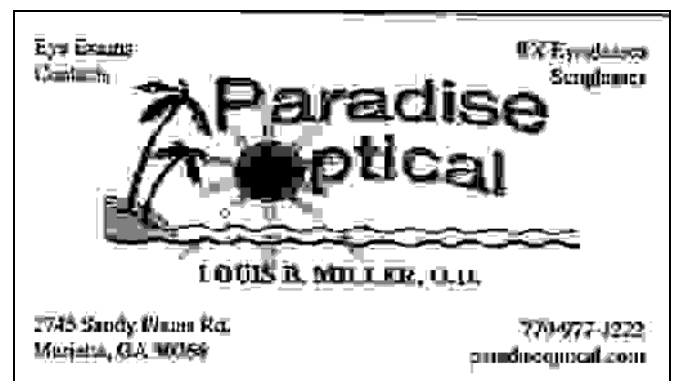
Mayhem filled the courtroom air  
Bustling voices everywhere  
Awaiting judgement with abated breath  
Verdict hangs over his life and death

A final effort to reconcile  
Might not totally go futile  
Can't they both give it a try  
Spruce up all that went awry

Alas that was not the case to be  
Dispossessed in the end was he  
Pray to god should this never be  
Divide parental love dear to thee

Effects has taken its usual flow  
With years his wisdom grow  
Time can't recall those nasty frays  
Seven years Eleven months Eight Days

\*\*\*\*\*





# Kolkata Lanes!!

Kakuli Nag

I lost my senses and sanity, that is what they all say  
Whenever I mention, returning home some day

When I left Kolkata, I never realized somehow  
That I'd ever miss the city, as badly as I did now

The simple things that I often did there  
With hardly any time or energy to spare

Traveling by train daily, pursuit for a window seat  
The quite night walks in the compound to beat the heat

Idle weekend evenings on terrace with paintings or embroidery  
The daily chores, post office, bank, shops or the laundry

The fusion flicks in Nandan, Biryani of Aminia or Zeeshan  
Busy New Market Vs Calm ambience of metro station

The roadside lemon water with a pinch of sugar and salt  
The terrible traffic, the sudden brakes to a screeching halt

The long, often, useless chats with friends over phone  
And the aimless surfing in a nearby E-zone

Mom's recipe of potatoes and poppy seeds, daily rotis for dinner  
I never valued those meals; now almost feel like a sinner

Dad's nagging to switch channels to watch the current news  
And my child-like tantrums for not being allowed to choose

My married sister's series of non-creative complaints  
Like her maid or my nephew's mess with Crayons and Paints

The much awaited family gatherings for Anniversary or Birthday

Shopping for a surprise gift to grace the occasion in a simple way.

My Bong connection with Dakhineswar & Maa Sarada  
ETV, Alpha Bangla, Anjan, Shiladitya & Nachiketa

How sane can a person be, having lost her dreams and creativity?  
I have a lot more to offer, my friend, than mere human sanity

I want to identify the colors when I see a rainbow on the sky  
Not from the glitter in a discotheque or pub being beer high

I want to walk on the grass, fetch pebbles in the lawn back home  
Let my dreams and hopes settle there though my mind will roam

I want the warmth of mom's closeness and smell dad's Old spice  
What can feel better than their being around or be purely nice?

I want the whole meaning of the raindrops falling on my windowpanes  
For all that I just need to be back to my very own Kolkata lanes!



# Sharodiya Anjali 2009



\*\*\*\*\*

Click Locations: [Marietta](#) [Dallas](#) [Hiram](#) [Atlanta](#) [Smyrna](#) [Canton](#)

**"Experience Georgia Residents & Businesses Can Count On."**

[Home Insurance](#) | [Auto Insurance](#) | [Life Insurance](#) | [Renters Insurance](#) | [Landlord Liability](#) | [Builders Risk](#)

**Call Us Now!**  
**No Down Payment &**  
**Save 20% on Your**  
**Auto Insurance!**  
**770-977-8334**

We've got LOW Georgia  
 auto insurance rates! Get a  
 free on-line quotation  
 today.

## Dwelling Insurance

[Homeowners Insurance Quote](#)  
[Condominium Insurance Quote](#)  
[Renters Insurance Quote](#)  
[Builder's Risk Quote](#)  
[Landlord Liability Quote](#)

## Vehicle Insurance

[Auto Insurance Quote](#)

## Our Other Services

[Life Insurance Quote](#)  
[Commercial Insurance](#)  
[Mortgage Brokers/Realtors](#)

## Free Quotes!

**TWO Easy Ways to Purchase Georgia Homeowners,  
 Auto, or Life Insurance Online:**



**Call Our Quote Line** - Call Our Instant Quote Line (M-F  
 8:30am to 5:30pm Eastern time, Sat. by appointment), and we will  
 give you a quotation right on the phone!

# 770-977-8334



**Get a FAST Online Quotation** - Our "Super Easy"  
 One-Page online quote forms only take you 2-3 minutes to complete.  
 Unlike other online insurance websites, we will call or email the  
 LOWEST price to you within hours!

## -MEDIA ADVISORY-

**Allstate Agency to Host Customer Appreciation Day,  
 Open House to Celebrate 6th Anniversary**

Marietta Allstate Agent Mel C. Clemmons will host a customer  
 appreciation day/open house to celebrate his agency's sixth year  
 anniversary.

**CUSTOMERS WILL BE ELGIBLE TO WIN A  
 FREE FLAT SCREEN TV!**

**WHEN:** Saturday, Oct. 3, 10 a.m. to 3 p.m.

**WHERE:** The Mel C. Clemmons Agency, 1853 Piedmont Road, Suite 300,  
 Marietta, Ga., 30066.





## Sharodiya Anjali 2009



### জ্যোৎসব

শঙ্খ ঘোষ



অবেলার আসরে ঘুমিয়ে পড়েছি আর ঘুমের ভিতরে যেন দেখি কুয়াশায়  
কুয়াশায় পাক-খাওয়া ওই দীর্ঘ আলপথ বেয়ে বহু দূরে সার বৈধে চূপ করে  
বুকে হেঁটে চলে যায় আত্মঘাতকামী কিশোরের দিগন্তের কাছে কোনো অগাধ  
চিতার দিকে অবধারিতের মতো টানে

আর তার দুই পাশে মৃদং - কাঁসর কিংবা ঢোল - শোহরৎ নিয়ে মানুষের ঢল যেন  
বিজয়-উৎসবে মেতে আছে

আর দীর্ঘ আলপথে টুপটুপ মরে গেছে আত্মঘাতকামী কিশোরের অসাড়  
ইশারা নিয়ে আমরা এসেছি যারা ঘুমের ভিতরে ফের ঘুমিয়ে পড়েছি . . .

### ভালোবাসি, ভালোবাসি . . .

সুতপা দাস

ভালোবাসি আমি নিশীথ রাতে  
আলো জ্বলজ্বল স্নিগ্ধ তারা  
ভালোবাসি আমি গোলাপের ঘ্রাণ  
মাধবীলতার মাতাল হাওয়া ॥

ভালোবাসি আমি পায়ে পায়ে চলা  
সবুজ লনের গালচে ছুঁয়ে  
ভালোবাসি আমি শুভ্র শীতল  
মায়ের কোলে মুখটি গুঁজে ॥

ভালোবাসি আমি শিউলি ভরা  
শরৎ রাতে মুগ্ধ হতে  
ভালোবাসি আমি পথিক হয়ে  
দূর দূরান্ত হারিয়ে যেতে ॥

ভালোবাসি আমি খুঁজতে বিনুক  
সমুদ্রের ঐ বেলাতটে  
ভালোবাসি আমি শিশুর ছোঁওয়া  
ছোট হাতের মিষ্টি বেড়ে ॥

### Raj Chokshi, CFP®, CPA, MBA



**678-527-2800**  
11175 Cicero Drive, Suite 650  
Alpharetta, GA 30022  
www.redwoodwm.com  
raj@redwoodwm.com

REDWOOD WEALTH MANAGEMENT, LLC

REDWOOD WEALTH MANAGEMENT, LLC

REDWOOD WEALTH MANAGEMENT, LLC

REDWOOD WEALTH MANAGEMENT, LLC

Investment Management

Financial Planning

Retirement Planning

Estate Planning

Education Planning

Insurance Planning

Income Tax Consulting

Redwood Wealth Management, LLC is a Registered Investment Advisor offering a fee-based approach to personalized investment management, comprehensive financial planning and tax consulting.



## Sharodiya Anjali 2009



### A Rainy Night - Dr. Jharna Chatterjee

Raindrops make music for the fairies,  
Tinkling bells keep ringing for their dance.  
Shadow-stage in garden set for cabaret -  
I happened to watch one night, by chance.  
Tiny wings all a-flutter in the rain,  
Lightning came and chased away the gloom,  
Colors dazzled, as they danced around,  
Feather-light feet glided on the bloom.  
Roses, jasmines smiled with wanton joy,  
Fairies whirled and danced among the leaves,  
Washed clean, buds sprightly entered in,  
Crimson lilies shivered in their sheaves.  
The shower drifted far in a short while,  
Fairies left with a dainty, glittery bow,  
Flowers sad to see the friends disappear,  
Waited for the next enchanting show.



  
**DENT 1ST**  
DENTAL CARE

DentFirst has been providing excellent dental care for families in Atlanta for over 30 years. We offer full service family dentistry as well as oral surgery, periodontics, implants, cosmetic procedures, and orthodontics for both adults and children all in one location. Visit us on the web at [www.dentfirst.com](http://www.dentfirst.com). We are open Evenings until 8 pm and on Saturdays until 1 pm. Free Consultations and 24/7 Emergency care. Call us today for an appointment and experience the DentFirst difference!

|             |              |             |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Norcross    | 770-448-3030 | Perimeter   | 770-671-0001 |
| Lithonia    | 770-484-4343 | Cobb        | 770-433-1000 |
| Duluth      | 770-476-9000 | Jonesboro   | 770-981-2000 |
| Town Center | 770-427-6000 | Johns Creek | 770-476-9595 |
| Cumming     | 678-947-6077 | Buford      | 678-546-3700 |
| McDonough   | 770-896-1330 |             |              |



**TONY CLOUD**  
PROS Certified Sales Consultant

Phone (770) 422-8555  
Fax (770) 426-4448  
Cellular (770) 713-5405  
[tcloud@cobbcountytoyota.com](mailto:tcloud@cobbcountytoyota.com)

**COBB COUNTY TOYOTA**  
2111 BARRETT LAKES BLVD  
KENNESAW, GA 30144



## পূজারী EC ২০০৯-এর জবানবন্দী কলকাতা ঘর বেঁধেছে আমার শরীরের ভিতর

--শুভশ্রী নন্দী

EC ২০০৯-এর বিনীত প্রতিবেদন

এ বছরের কর্মসূচী করি নিবেদন

প্রথম 'কবিতাব্যন্ড' জন্মালো, আটলান্টার মাটিতে  
অতিথি শিল্পী ধন্য ছিল অনুষ্ঠান, এবছর সবকিটিতে।  
পূজোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে, তিনদিন জুড়ে ঠিক  
ঢাক এল সাগর পার হয়ে, শুভচিহ্ন মাস্টলিক।

জন্ম হল পরবর্তী প্রজন্মের 'পূজারী ইয়ুথ কমিটি'।

'ব্যন্ড' জন্মাল PYC - এর, নাম 'LIVE' বলে শুনেছি।

নলেন গুড়ের সন্দেশ, পান, ঘরেপাতা দই

খাদ্যপ্রিয় আমরা সবাই আহ্লাদেতে রই।

মৃৎশিল্প 'পট্টারী' খোঁড়ে ইতিহাস

নতুনত্বের প্রয়াসে, কাটে বছর মাস।

তপন সিন্হার স্মৃতিচারণ, ছিল অভিনব

LIVE অর্কেস্ট্রা মোদের ভীষণ এক গর্ব।

বঙ্গমেলায় পূজারীর অনুষ্ঠান পেশ

এমনি করেই কাটল বছর, রইল মধুর রেশ।

একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, একটু দোলন, একটু নতুন ছাঁচ

পূজারী EC র তরফে ক্ষীণ প্রয়াস, নিশ্চয়ই করেছেন আন্দাজ

অর্থনীতির অধঃপতন, যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত

প্রতিটি দিন পার করা, মোটেই ছিলনা সহজ কাজ

শিল্পসম slide শিল্পের অপরূপ রূপ মালঞ্চ

স্টেজে উঠে এল, প্রথম এ বছর, ধন্য হল মঞ্চ

পূজারী রথযাত্রার EC - এর তরফে এই বিনীত আর্জিপেশ

সপ্তরথী হলেন নচিকেতা, স্বপন, সৌম্য, অর্নব-রূপক-শুভশ্রী-  
সমরেশ।

সম্মিলিত প্রচেষ্টার মহামিলনে গড়ে ওঠে মহা সম্মেলন

প্রতি পূজারী পরিবারের (২০০৯) অন্তত একজন প্রতিনিধিকে,  
মঞ্চে যোগদানের রয়েছে আমন্ত্রণ

লোকসংস্কৃতি বিষয় হ'য়ে সকলের চিন্ময়ী

এক চাঁদোয়ার তলায় পুরের অনুষ্ঠান নাম দিল মৃন্ময়ী।

পূজারীর মন্ত্র 'দশে মিলি করি কাজ'

সকলের সাহায্যে এগোয় 'পূজারী' নিয়ে নব নব সাজ

দোষ ত্রুটি ভুল যদি আমাদের, কোথাও থেকে থাকে

মলিন ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়ে, যেন পূজারী, মঙ্গলদীপ আঁকে।

পূজারী পরিবারে প্রীতি যেন রয়

ঢাক-শাখ বাজিয়ে বলি 'পূজারী কি জয়'।

--অমিতাভ চৌধুরী

কৃপণ গলির ফুসলে ওঠা হাওয়া বিশ্রামের জন্য

জানালায় এলোমেলো খুলে যাওয়া বইয়ের পাতায়

এইখানে শুরু যতক্ষণ থেমে না যায় সব

স্তব্ধ হয় কোলাহল আর একাদশীর চাঁদ

দেখা যায়না তবু মনে কর সন্ধ্যায়

আকাশে নীল আলো জ্বালিয়েছে কেউ

আর দীর্ঘশ্বাস আরো দীর্ঘ হয়ে শব্দ তুলছে

শাঁখের গভীরে সমুদ্র নাভিমূলে ঘূর্ণির মতো

তোমার জীবন যেমন আরও একবার চেয়ে দেখা

অন্য কোনো সময়ে অস্পষ্ট আলায়

ধু ধু প্রান্তরে পরিত্যক্ত ধলগড়ের পুরনো দেউলে

বন্দি আকাশে ভেঙে স্বপ্নের মতো

আর দূরে ট্রাম লাইনের তার ছিঁড়ে

আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে

পুড়ছে আর ছাই হয়ে ধীরে নেমে আসছে

শহরের মাথার ওপর

যেন টালমাটাল পায়ে এক মাতাল

স্তির চোখে চেয়ে দেখছে কালো রঙের বেড়াল

আকাশ যেন তার সন্তান অন্য সময় অন্য রঙে

আর বাতু পরিবর্তন। এখানে বর্ষা অতি কৃপণ

তবু কানিশে এতদিনের নোংরা ঝুল বৃষ্টিতে

আলকাতার মতো গড়িয়ে নামছে জল জমছে

গলিতে আর উষ্ণে দিচ্ছে শারীরিক অনুভূতি

উষ্ণ আর্দ্রতায় মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে

জঙ্গলের কঙ্কাল হেঁটে যাচ্ছে শোকমিছিলে

জানিনা তবু অনুমান করি পরিযায়ী পাখি যেমন

উড়ে যায় অপরিবর্ত পৃথিবীর দিকে

যখন আপন কক্ষপথে সহস্রাব্দী কাল

ঘুরে চলে পৃথিবী আর পাল্টে যায়

তার ভাষা কৃষ্টি আর দিগন্তে বিস্তৃত আলো -

সেই দিনটি থেকে এই শহর আমাদের শিখিয়েছে

বন্ধ জানালার ভিতর দিয়ে জীবনকে চেয়ে দেখতে  
অনাগ্রহে।



## Sharodiya Anjali 2009



### মারণ-যজ্ঞের বলি --দেবদাস গাঙ্গুলী

উঠিয়াছে মৃত্যু-ঝড় পৃথিবীর দেশে দেশে,  
দিকে দিকে প্রান্তরে প্রান্তরে।  
রাত্রিদিন শুনিতেছি  
কত খঞ্জ, পঙ্খ, অসহায়ের মৃত্যুবিলাপন।  
অনুভবি বক্ষতলে -  
চেতনার মৃদুস্পন্দন কখন গিয়াছে থামি,  
নামিয়াছে যেন এক প্রাণহীন স্তব্ধতা অসীম।  
বিহ্বল মনেতে জাগে,  
প্রশ্নাতীত কোন এক মহাবিস্ময়।

স্বপ্ন দেখি রাতে -  
আহ্বান করি, আজি সম্মুখ সমরে,  
প্রতিপক্ষ, দশরথ-পুত্র সে রামেরে,  
বীরশ্রেষ্ঠ দশানন অবতীর্ণ আজি লংকা  
রণভূমে।  
সদর্প ঘোষণা তার,  
মহেশ্বের কৃপা বরে এ জীবনে মৃত্যু তার নাই  
-  
ভয়ভীত হইয়া কভু ডরে কি সে রামে ?

মেঘনাদ পুত্র তার  
করিয়াছে প্রাণত্যাগ ভীষণ সমরে।  
ভাই কুম্ভকর্ণ,  
সে ও নিঃশেষে দিয়াছে প্রাণাহুতি এই  
রণভূমে।  
সুবর্ণ সিংহল আজি পিতলের প্রায়,  
মৃত্যুর শীতলতা করিছে বহন অঙ্গে অঙ্গে।  
পরিজন শোক হাহাকারে  
উদ্বেলিত লংকার আকাশ বাতাস।  
লংকারাজ দশানন তবুও পুত্রশোকে হয়নি  
কাতর,  
ভাতৃশোকে হয়নি বিহ্বল।  
স্বয়ং সে আসিয়াছে দৃপ্তপদে, সদস্ত-হুসারে,  
মহারণাঙ্গনে আজি রামেরে রুধিতে।  
ভয়ংকর সেই মহারণে,  
প্রাণপণে যুঝিল রাবণ, তার সর্বশক্তিবলে।  
রাবণের দর্পচূর্ণ হল অবশেষে -  
রামের ধনুষ্কচ্যুত মন্ত্রপুতঃ ব্রহ্মাস্ত্রের ঘায়ে

পড়িল ভূতলে -  
মূল-উৎপাটিত এক বটবৃক্ষ সম,  
বীরশ্রেষ্ঠ লংকাপতি, দান্তিক রাবণ।  
যুদ্ধ হল শেষ।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, উঠি যে জাগিয়া।  
আবার ফিরিয়া আসি ভয়াবহ মারণাঙ্গ্রে ভরা,  
অত্যাধুনিক এই উন্মাদ পৃথিবীর বুকে।

রামেরা এখনও আছে,  
রাবণের সংখ্যাও অনেক।  
পলে পলে মৃত্যুরে বরণ করিছে যারা,  
তারা চির অসহায় সাধারণ জন।  
হয়তো মরিছে তারা রাবণের বাণে,  
অথবা শরবিদ্ধ হইয়া রামের।

হার-জিত যারই হয় হোক,  
পৃথিবীর শান্তিজীবী কোটি কোটি অসহায়  
জন,  
চিরকালই হয় সেই - ‘মারণ-যজ্ঞের বলি’।

\*\*\*\*\*

*Jayendra Patel* *Dipa Patel*

# A TO Z

## ELECTRONICS & GIFTS

220V/110 Volt Appliances  
TV - VCR - Toys - Cameras  
Fax Machines - Watches - Luggage  
Gift Items - Perfumes - etc.

Tel. (404) 299-9196 Hours : Tue to Sun 11 am - 8 pm  
Monday Closed

1713, Church St. Suit A-1, Decatur, Atlanta, GA 30033



## Daivam chaivatra panchamam

--S. Mitra

The environment was out of the ordinary and I cherish the memorable and unforgettable experience it produced that I like to believe was designed by the playwright of the universe. It was as if that dramatic setting was necessary to reveal to me the meaning of the verse 18:34 of Bhagavad-Gita of which the last quarter comprises the title of this article. I do not know and I do not want to know why I was chosen for this favor but I feel that I should not keep this a secret for long.

The drama began to unfold as we boarded a Lufthansa flight from Atlanta on our way to India a few years ago. We were told right after the door was closed that due to some problem our flight will be delayed. The plane took off about three hours after its scheduled time of departure. We knew then that we would miss our connecting flight in Frankfurt.

I had an isle seat in the midsection, an American young lady was on my left and an elderly Indian couple occupied the seats at the other end. The face of the man was familiar to me. The lady on my left started to tell me that this was her first trip outside US. Her husband is in Cologne on a business and she is going to spend a couple of weeks there with her husband. Her connecting flight had a five-hour waiting in Frankfurt and therefore she should have no problem in getting there on time. She also said that her husband's business will not let him pick her up at the Cologne airport but a coworker will be waiting there for her. She also expressed her sympathy for our misfortune.

Time passed. Suddenly we heard the Captain's voice. We shall be arriving in Frankfurt only an hour and a half late. We looked at our watches and figured out that we may not have to miss our connecting flight.

But that was not going to be. The plane kept on circling the airport and finally we heard the Captain's voice again. No gate will be available soon because we are late and therefore we have no choice but to go to Cologne and wait there till we get the clearance for landing in Frankfurt.

The lady next to me was jubilant. She will not have to wait for her connecting flight in Frankfurt. She can go directly to her destination. However, she was courteous enough to express her sorrow for our misfortune. I told her that the Captain's permission would be necessary for her to get off at the unscheduled stop in Cologne. The lady's face changed color and she jumped off her seat and ran to talk with a flight attendant and returned with a smiling face that the Captain will let her disembark. I asked her if she has asked about her checked-in baggage. She ran again and this time came back with a redder face huffing and puffing. She was very restless and kept on walking back and forth talking with one air hostess or another and came back and told me that she doesn't care anymore but she is getting off at Cologne no matter what. She will pick up her baggage later.

The drama kept on unfolding. I started to think how quickly we lose our balance and how unstable is the state of our psyche. Shortly a doctor from Tampa approached me whom I have known for years. He told me that this misfortune of ours is because we left on a Thursday afternoon that is considered to be inauspicious in Bengal. His father passed away yesterday and he decided to go. Right behind him was a couple of young girls. One of them was from Kerala. She told me that day before yesterday she called her mother and sensed something was wrong. This is the first flight she could get into. She is very much worried that she may not be able to see her mother alive. The other girl was from Mysore and she was going to attend the marriage ceremony of her brother that she will surely miss. While I was deliberating why they are sharing their feelings with me the doctor asked me if it is possible to do a puja. I was surprised at this unusual suggestion but I do not know yet why at the next moment I turned towards that old gentleman seated a couple of seats away from me who has remained unusually quiet all this time. Skipping the formalities of introduction I asked him that this doctor is asking if we can do a puja. He turned towards me and asked, "What do you suggest"? Without a second thought I



## Sharodiya Anjali 2009



asked him right away, “Please chant the 15th Chapter of Bhagavad-Gita”. I do not know why I felt he could recite the entire Bhagavad-Gita. Therefore, I was not at all surprised when he started to chant but I was pleasantly surprised when his wife also joined him. All of a sudden the surrounding became strangely quiet. The melody of the verses, I believe led the people around us to stop their loud conversation even though most of them, I am sure, had no idea what was going on. They must have sensed that something solemn is happening that demands silence.

It takes only a few minutes to chant the twenty verses of Ch. 15. After it was over, the gentleman remained silent for a couple of minutes, then turned towards me and said, “your unusual request following your conversations with our companions reminded me of a verse in Bhagavad-Gita that is so appropriate for the situation we all have found ourselves in today. You see that the successful completion of all the actions we undertake depends on five factors operating in unison. The first is this body of ours. The second is the doer or the agent, a subtle object that resides in the body. The third consists of the organs or the indriyas. The fourth is the choice from the various alternative courses of action. The last but not the least is Daiva that does not necessarily have to be interpreted as a divine power. Rather, using modern terminology the word may be interpreted as all the other factors that must cooperate with the others to produce the desired outcome. Unlike the first four, Daiva the fifth, is beyond our control.

Let me illustrate the point with the present situation. Each of us in this plane has for one reason or another decided to visit our homeland. These account for the first two of the five factors. Next, we use our judgment to figure out how we should plan our trip. We found that there were several choices and we selected what appeared to be the best, bought our tickets and finally reported to the airline’s counter at the airport. You can say that up to this point we had total control of the first four components of the action. However, to achieve the desired end result we need the cooperation of the fifth factor that, in this example, consists of a host of conditions namely, weather, mechanical, personnel, the state of the destination airports and the connecting flight etc.

For the successful completion of this action we have done our part and we have no choice now but to accept how Daiva does its share. Be that as it may, there is no point in losing our mind over what we cannot control. So, maintain your balance and remain calm”.

He paused for a minute or so and then continued, “Advancement in technology has changed our lives and our duties in so many ways. Suppose around or little after the last world war your doctor friend was in America and his father passed away. How soon thereafter he would have gotten the news? Do you think he would have then tried to book his passage in the next available ocean liner and at the same time would his folks back home have expected him to come?

Unlike then, communications today take place at electronic speed and it has become obligatory for and expected of him to be in India as soon as possible. He has done everything that is possible but then the Daiva did not cooperate as expected. So you see, now as it was then and always, one should be prepared to take Daiva into account while undertaking any action and should not get agitated if things do not turn out as desired.”

I felt blessed. Mentally I bowed down to the playwright who had set the stage and had this part for me to play in his drama and filled my heart with joy everlasting. It was a memorable learning experience for me that I least expected in this unusual setting. I began to think that for me to have this privilege, a number of things had to happen. First, I and this learned man had to take the same flight, had to be seated in the same row, the flight had to be delayed, that doctor had to ask about doing a puja, followed by my strange and daring request for chanting a chapter of Bhagavad-Gita, and finally, that man’s opening up to me. Can we explain all these as random phenomena, a chance coincidence? Or are those special events that, for whatever may be the reason, had to happen in that order? I like to believe it was the other Daiva that is not the fifth but the supreme controller of all.





# PUNJAB

Grocery and Restaurant

*Catering Specialist ~ Low prices that suites your budget  
Venue ~ Hilton Hotel Banquet Hall*

## DINE IN

- For Families and Groups please call in advance for better taste and to save time.

## GOOD NEWS

We have Tandoori Items

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Nan                    | - 1.00 |
| Tandoori Chicken (Leg) | - 1.99 |
| Chicken Tikka 6pc      | - 3.99 |
| Kabab Chicken          | - 1.00 |
| Sabji Goast            | - 4.99 |
| Karahi Goast           | - 4.99 |
| Punjabi Choley         | - 2.99 |
| Paya or Haleem         | - 4.99 |

Much more is available

NOW ALSO SERVING CARRY OUT AND DINE IN FOOD  
HALAL MEAT AVAILABLE

**Call: Ijaz Mughal. Tell: 770-955-3277**

Monday 12 noon to 6 p.m. Tue-Sun 11:00 a.m. to 9:30 p.m.

Cobb International Plaza  
1869 Cobb parkway Suite 425  
Marietta, Georgia -30062

## Marinated Items

Available

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Chicken Kabab Keema | - 3.99 |
| Tandoori Leg        | - 1.25 |
| .. and much more    |        |



## নূতন জন্ম

শ্যামলী দাস

পুরানো বন্ধুর টানে সাগরিকার এই প্রথম উত্তর আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলনে পদার্পণ।

সবাই যখন উচ্ছ্বাস আর আবেগের জোয়ারে মশগুল। সাগরিকাও চাইছিলো নিজেকে সেই জোয়ারে ভাসাতে। কিন্তু কোথায় যেন কিসের একটা বাঁধা, কিছুতেই একসুরে গান গাইতে পারলো না।

অথচ প্রতি শিল্পী আর শ্রোতার এই আবেগ আর উৎসাহের মাঝে সাগরিকার নিজেকে কেমন বেমানন লাগছিলো।

প্রতিটি শিল্পী ঘুরে ফিরে গাইছিলো “পুরানো সেই দিনের কথা সে কী ভোলা যায়।” না জানা এক আবেগে উচ্ছ্বাসে গেয়ে চলেছে বারে বারে।

ক্লাস্তিকর পরিবেশ আর অবসাদে বেরিয়ে আসে আলো ঝলমলে বঙ্গ সম্মেলনের সাজানো আঙ্গিনায়।

চারিধারে সম্মেলনের অনেক পত্রিকা ছড়ানো। অতি যত্নে অধিক মূল্যে তৈরী রঙ্গিন চিত্রে বাংলা পত্রিকা।

প্রখ্যাত সাহিত্যিকের গল্পে ভরা রয়েছে বাংলা সমাজের যন্ত্রণা আর দুঃখ ভরা নিরুপায় জীবন। নেই কোনো উৎসাহ কেবল হতাশায় ভরা। পাতার পর পাতা উল্টাতে ধরা পড়ল উত্তর আমেরিকার নূতন সাহিত্যিকের প্রাণের আকুলতা, সেই রূপকথার দেশ বাংলার সম্বন্ধে প্রাণের আকুলতা, সাথে রয়েছে আমেরিকাবাসী বাঙ্গালীর অদ্ভুত জীবনযাত্রা আর আজগুবি ঘটনা।

উৎসাহের থেকে ক্লান্তিই লাগে এই বইগুলোতে চোখ পড়লে। কেমন যেন সবাই একই ধারায় ঘুরে চলেছে।

সাগরিকার মনে ভেসে উঠল পুরানো জীবনের ছবি। মনে পড়লো অনেক মুখ, সবচেয়ে বেশী অনামিকার মুখ। ছোট ছোট ঘটনা যেন মনের দরজায় ছোঁয়া দিয়ে যায়।

সহোদর বোন না হলেও সাগরিকা আর অনামিকা বেড়ে উঠেছিল এক বৃন্তে দুটি ফুলের মতন। অনামিকার মা ছিল সাগরিকার পিসি। কিন্তু ওদের জন্মের পর থেকে ওরা একই বাড়ীতে একই ঘরে বড় হয়েছিল।

প্রথম ওদের ছাড়াছাড়ি হয় ২২ বছর বয়সে অনামিকার বিয়ের রাতে। তার কয়েক দিন পর সাগরিকারও বিয়ে হয়ে যায়।

অনামিকার সৌন্দর্য্যকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথেই তুলনা করা যায়। রূপের সাথে ভগবান ওর গলায় সুর ঢেলে দিয়েছিল। অল্প বয়সেই শ্রোতার মন জয় করেছিল। জলসায় জলসায় যখন ও সুরের ঢেউ তুলতো মুগ্ধ শ্রোতারা একবাক্যে বলত মাটির প্রতিমা যেন জীবন্ত হয়েছে।

অপরদিকে ছিল সাগরিকার কল্পনা তুলি। মনের কল্পনা আর হাতের তুলিতে যেন যাদু খেলতো। অনামিকার গান শান্তশ্রী আর অপরদিকে সাগরিকার উচ্ছ্বাস, উদ্যম গতি যেন সাগরের ঢেউ দুর্বীর গতিতে বারে বারে আছড়ে পড়ছে। ছোট বয়স থেকে অনামিকার গম্ভীর স্বভাবের জন্য গুরুজনরা ওকে সমীহ করত আর সাগরিকা সেই সুযোগে অনামিকাকে সামনে রেখে ছোট বয়সের রোমাঞ্চকর ঘটনা হাসিল করত। কোথা দিয়ে যে ২২টা বছর কেটে গিয়েছিল কেউ জানেনা।

দাদারা পড়াশুনা শেষ করে চাকুরী জীবনে প্রবেশ করল। বাড়ীতে নূতন মানুষ এল।

উত্তর কলিকাতায় মামার বাড়ী ছিল সাগরের জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর কাছে। তাই ঐ বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মা মাসীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ছোটবেলায় সাগরিকার আর অনামিকার সেখানে যাতায়াত ছিল। প্রাণহীন প্রাসাদে ছিল অনেক পুরানো দিনের তৈল চিত্র, শাড়ী গয়নায় জড়ানো বোবা নারীর মুখ দেখলে কেমন যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতো।

খুব ভালো লাগত ও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সাথে লুকোচুরি খেলতে দিনের বেলা। রাতের অন্ধকারে সাগরিকা কোন দিন ওধারে পা বাড়াতো না। কিন্তু অনামিকা প্রায় সব জলসায় যোগদান করত। মাঝে মাঝে সাগরের মনে হতো ও বাড়ীতে জন্মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি করে নারী প্রগতির কবিতা লিখেছিল।

গুরুজনরা সবাই জানতো অনামিকা আর সাগরিকার মন। তাই শান্ত স্বভাব আর রূপের টানে অনামিকার স্থান হল বনেদী বাড়ীর সোনার খাঁচায়।

আর সাগরিকা উড়ে গেল স্বামীর হাত ধরে উত্তর আমেরিকার পথে। কৌতুক করে দাদাভাই বলেছিল অনামিকা সোনার খাঁচার পাখী আর সাগরিকা মুক্ত বিহঙ্গ। সাগরের ছিল অনেক কৌতুহল আর অনেক কল্পনা কিন্তু এক





## Sharodiya Anjali 2009



বছরের মাথায় সাগরিকা হাফিয়ে উঠলো। মেলে না কোথায়।  
 । কিসের যেন অভাব, অনিশ্চয়তা আর একাকিত্ব।  
 অনির জন্যে মন কাঁদে, ভাবলো নিশ্চয় গান আর জলসা নিয়ে মেতে আছে। ওর কথা মনে পড়ে না। অনেক গুলো চিঠি পাঠিয়েও একটিরও উত্তর আসে না। অভিমান আর হতাশায় সাগরিকা ঝলসে উঠলো। সবাই যখন ভালো আছে তবে অনির একটা লাইন লিখতে কি অসুবিধা? কি করে ও ভুলে গেছে ভাবতেই সাগরের অবাক লাগে।  
 এক বছর বাদে দেশে যাওয়ার প্রস্তাবে সাগর লাফিয়ে ওঠে মনে মনে ঠিক করে আর ফিরব না।  
 বাড়ীতে ঢুকে মায়ের ছোট্ট প্রশ্ন কেমন আছিস সাগর? সাগরের চোখের জলের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো বড় একাকী, ভীষণ অসহায়। ‘মা পিসিমনি কিছুক্ষন চুপ করে থেকে শুধু বললো - যা না কাল অনির সঙ্গে দেখা করে আয়, সাগরিকা উথলে উঠলো, কিন্তু মাকে জানালো কাল অনিকে উচিৎ শিক্ষা দেব।  
 রাতে ভাল করে ঘুম হল না। সকালে উঠে দেখলো অনুপম বিছানায় নেই, অনি মাথাও ঘামালো না। দুদিন আগে এয়ার পোর্টে নাবার পরে দুজনের প্রায় দেখা বন্ধ হয়ে গেছে।  
 তাড়া-তাড়ি বেরোবার পথে মা দরজা আটকে বললো - শাড়ীটা পাল্টে যা আর ড্রাইভারকে বল তোকে পৌছে দেবে। সাগরের মন তখন ছুটেছে অনিকে বেশ জব্দ করে শোধ নেবে একটা চিঠিরও উত্তর না দেওয়ার জন্য।  
 সাগরিকা চেষ্টা করে বলল - মোড় থেকে ট্রাম ধরে চলে যাবো। দশমিনিটেই পৌছে যাবো। এতো বাগবাজার মোড়ে . . . . মার কথা কানে পৌছোবার আগে সাগর দুটো সিঁড়ি একসঙ্গে পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।  
 অনির ফুলশয্যার রাতে সাগর এসেছিলো বন্ধুকে ফুলের সাজে সাজাতে। ওকে ধরে রাখার জন্যে অনির চোখে ছিলো নীরব মিনতি। মা, পিসি ধমক দিয়েছিলো কিন্তু ওদের চোখে হাসির ঝিলিক দেখেছিলাম। সাগর রেগে গিয়ে অনামিকার স্বামী রবিদার ওপর বেশ বিরক্ত প্রকাশ করে। রবিদার নিরুপায় ভঙ্গি মনে পড়ায় এখনও হাসি পায়।  
 ভাবতে ভাবতে অনির বাড়ী পৌছে গেলো সাগর। বাড়ীর সামনে এসে মনে হল মায়ের কথা শুনলেই বোধহয় ভালো হতো। বিশাল গোট দেওয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে একটু অস্বস্তি লাগলো।

যাই হোক লজ্জা কাটিয়ে ভিতরে ঢুকতেই একটু অবাক হল। সবাই নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যেন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, নিশ্চয়ই মা ফোন করে দিয়েছে। অনির শ্বশুর এগিয়ে এলো “এসো মা এসো”।  
 ওদের মাঝেই অনুপমকে দেখে বুঝতে পারলো এটা ওরই কান্ড। অনামিকার বিয়ের সময় অনুপমের বাড়ী থেকে প্রস্তাব আসে সাগরিকার জন্যে। তখনই জেনেছিল রবিদা আর অনুপম ঘনিষ্ঠ বন্ধু বহুকাল ধরে।  
 সাগর আর নদীর দেখা হল। অনির মৃদু হাসি আর সাগরের উচ্ছলতায় বিশাল প্রাসাদ যেন ঝলমল করে উঠলো। সাগর অনিকে জড়িয়ে ধরে বলল, একটি গান শোনা। কতদিন তোর গলা শুনিনি। অনি খতমত খেয়ে বলল, তানপুরার তার ছিঁড়ে গেছে। ততক্ষনে সাগর আলমারির মাথা থেকে তানপুরা নামিয়ে এনেছে আর অবাক হয়ে দেখল, যেমন ভাবে ফুলশয্যার রাতে তানপুরাটি ফুলের মালায় সাজিয়ে ছিল সেই ভাবেই শুকিয়ে আছে। রাগে ক্ষোভে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, একমুখ হাসি আর এক থালা মিষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনির শাশুড়ী।  
 কিছুক্ষনের মধ্যেই সাগর, অনুপম আর রবিদা জমে উঠলো নানান গল্পে। কখন যে অনি উঠে গেছে কেউ জানেনা। ফেরার পথে বিদায় জানাতে গিয়ে দেখা গেলো ভাড়ার ঘরে। আদর করে বলল, আসবি কিন্তু আবার। দেখছিস তো কেমন জড়িয়ে পড়েছি, আর এই চিঠিগুলো রাখ আমি জানতাম আমার চিঠি না পেলেই তুই ছুটে আসবি। আঁচলের তলা থেকে ১২ খানা চিঠি সাগরের হাতে ধরিয়ে দিল।  
 বাড়ী ফিরতেই মার জিজ্ঞাসায় জবাব দিল - মনে তো হল ভালই আছে কিন্তু আমার তো মনে হল একেবারে **hopeless!**  
 বিকালে ওরা আসবে বলেছে, যাই মনামীর সাথে দেখা করে আসি। মা বলে উঠলো সাগর আজ তোকে আমি কিছু বলবো, সাগর মার পিছু পিছু মার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বাবা চলে যাওয়ার পর সাগর কখনও এ ঘরে ঢোকেনি। আজ ভীষণ চমকে উঠলো - কল্পনার তুলিতে রঙ্গীন চিত্রগুলো মার ঘরে সাজানো রয়েছে।  
 এখানে যখন ছিলিস সারা দিন-রাত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতিস। কল্পনার তুলিতে রঙ্গীন চিত্রে প্রকাশ করতিস আর বলতিস এগুলো কী সব সত্যি? কিন্তু মা, ঐ রঙ্গীন চিত্রে জীবন যে বড় অনিশ্চয়তায় ভরা। কোথায় নেই



অনিশ্চয়তা সাগর? মেয়ে আসে নূতন সংসারে দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব নিয়ে। জীবনে চাকুরীর ক্ষেত্রে সেই একই ধারা। একই সাথে বড় হয়েছিস। কিন্তু অনির কোন প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু সাগর তোর কৌতুহলের জ্বালায় সবাই পাগল হয়ে যেতো। কেউ ভাবিনি তুই বাঁধাধরা নিশ্চয়তার জীবন কাটাতে পারবি। তাই তো তোর নাম ছিল মুক্ত বিহঙ্গ। ২২ বছর কাটিয়েছিস বাবা মায়ের ছায়ায়, এক আরামের জীবন কিন্তু তুই চাইতিস সব সময় রোমাঞ্চকর জীবন।

সাগর প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল মা, বোঝা যায় না কখন শরৎ কখন বর্ষা গুন গুনিয়া উঠেছিল, “মন মোর মেঘের সঙ্গী”। মা হেসে বলেছিল, সাগর তুই তো ঢেউয়ের বদলে চার পাশে তুলেছিস মস্ত দেওয়াল। তোরই মুখে শোনা, মৃত্যুর প্রতীক বরফের মাঝে একটু প্রাণের স্পন্দন, নাইটজঙ্গল পাখির একটি ডাকে আনে বসন্তের আশ্বাস।

সাগর, মানুষ একবার জন্মায় না বহুবার জন্মায়? যে কলেজ তোর আনন্দের ঝরনা ছিল, আজ যদি বই বুকে করে ফিরে যাস তোর নিজেরই মনে হবে, জীবন এগিয়ে যাওয়ার জন্য পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখার নয়। জীবনে অনেক জন্ম। কৈশোর যায় অবহেলায় কিন্তু যৌবন আসে জ্ঞানের ভান্ডার নিয়ে। ভাষার ব্যবধান যখন তোর নেই, এই তো তোর সুযোগ। ওরাও তো মাকে মা বলেই ডাকে। ওরাও ধর্মে বিশ্বাসী।

সাগরিকা মনে মনে ভীষণ লজ্জা পেলো। এক বছর ধরে কত অভিযোগ করেছে, এতদূরে পাঠানোর জন্যে আজ মনে হল মা ওর সুখের জন্য কত কষ্ট করেছে।

বিকালে রবিদা আর অনি আসতেই বলে বাড়ি যাব। সাগরিকার চোখের বিদ্যুৎ আর উচ্ছ্বাস ফিরে এসেছে। সবাই অবাক হল এটাতো তোর বাড়ী! একই সুরে বলে উঠলো, এখানে কিছু করার নেই।

আসার পথে মাকে প্রণাম জানাতে মা জড়িয়ে ধরে বলেন, নূতন জন্ম সার্থক হোক। জ্ঞানের ভাগ দিস।

সাগর ফিরে এসেছে নূতন মন নিয়ে। নেই কোন ক্ষোভ, নেই কোন অভিযোগ। আছে অনেক অনিশ্চয়তা কিন্তু তার মধ্যে জেগে উঠেছে মনের দৃঢ়তা। মিলে মিশে গেছে নূতন জগতের ধারায়। এক অনির বদলে অনেক অনির জীবনে এলো। মাঝে মাঝে মনে হয় অনামিকা, টানিয়া আর রেবেকার মধ্যে নেই কোনো পার্থক্য।

নূতন জ্ঞানের ভান্ডার চিঠির মাধ্যমে মার কাছে পৌছে যেতো। নেই অভিযোগ, আছে সুপ্ত আনন্দের ভাগ যা সে পাঠিয়ে যেতো চিঠির মাধ্যমে। যৌবনের গোড়ায় যে উৎসাহ ছিল কফি হাউসের আড্ডায়, আজ যখন দল বেঁধে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত রোগীদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটে যায় তখন সেই একই আনন্দ পায়। বৃষ্টিতে ভিজে গরীব দুঃখীর মাথা গৌজার আশ্রয় তৈরীতে সেই একই আনন্দ পায়। একেই বলে মানবিকতা।

আরও ২২টা বছর কেটে গেছে, সাগরের জীবন ভরে উঠেছে কানায় কানায়।

সাগরের কম্পনার তুলি বাস্তবে পরিণত হয়েছে। Rome এর Colosseum এর আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে মনে পড়লো কেমন রোমাঞ্চ জেগেছিলো, একি সত্য হতে পারে?

ক্ষুধার্ত পশুর সামনে অসহায় এক মানুষ আর তার আতর্নাদে হাজার হাজার মানুষের আনন্দ। বুঝতে পারল মায়ের কথা, মানুষ অনেক বার জন্মায়। কৈশোর আর যৌবনে থাকে না কোনো মিল। প্রাচ্যের দেওয়ালে যে কম্পনার ছবি আজ সে পশ্চিমে বাস্তব। মনে মনে মায়ের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল। তার এই বহু আকাঙ্ক্ষিত নূতন জন্মের প্রথম উৎসাহ দাত্রী সুখের নীড় ধারার প্রেরণা দাত্রী।

হঠাৎ কোলাহলের শব্দে সাগরের চমক ভাঙলো। জনতার ভারাক্রান্ত মুখে গৃহের দিকে যাত্রা। সাগর কিন্তু ঝলমল করে উঠলো। কাল সকালে আবার নূতন সোনা ঝরা দিন। নেই কোনো পুরানোর টান। আছে নূতন দিনের উচ্ছ্বাস আর বাস্তব। আছে সামনে রঙ্গীন জগৎ . . . . .





*Sharodiya Anjali 2009*



# CHERIANS

## INTERNATIONAL GROCERIES



**BEST QUALITY, BEST PRICES, BEST SERVICES**



**Guaranteed Lowest Prices Everyday**

**751 Dekalb Industrial Way,**

**Decatur, GA 30033**

**Tel: (404) 299-0842**

(NOW MOVED TO OUR NEW BUILDING FOR BETTER SERVICE)

**[www.cherians.com](http://www.cherians.com)**



## ইন্দুমতী

গোপা মজুমদার

অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে চোখে আর ঘুম এলো না ইন্দুমতীর। এ বয়সে ভাত ঘুমও আর চোখে আসে না। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়লেন প্রায় আশি ছুঁইছুঁই ইন্দুমতী। বাড়ীর সন্ধ্যাই-এর বড়দি। ছোট থেকে বড় মিস্তির বাড়ীর বড়দি সবাই এর আপন জন। কোন ছেলেবেলায় স্বামী হারিয়ে বাপের বাড়ী চলে এসেছিলেন তা মনে পড়ে না। উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ী। ইন্দুমতীর ঠাকুরদাদা কাশীর বাড়ী বিক্রি করে এই বাড়ী তৈরি করেছিলেন আজ বহু বছর আগে। চারতলা বাড়ী। মনে আশা ছিল একই ছাদের নিচে ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে আনন্দে দিন কাটাবেন। ঘরের কোলে লম্বা বারান্দা। বারান্দা চারচৌকো হয়ে সব ঘর ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে। নিচে একতলায় বিরাট উঠোন। দুপাশে দুদিক দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে একেবারে ছাদে। উঠোনের একদিকে এ বাড়ীর লোকজনের ঘর। ইন্দুমতী বারান্দার রেলিং-এ বুক ঝুলিয়ে নিচে তাকালেন কাজের লোকেরা খেয়ে বিশ্রাম নিতে গেছে কিনা দেখতে। এ ঙুর নিতানৈমিত্তিক কাজ। নিজে খেতে বসার আগে রান্নাঘরে ঢুকে দেখা চাই লোকজনদের খাবার সব ঠিকঠাক আছে কিনা। এমনও হয়েছে কোনওদিন হঠাৎ দেশ থেকে রান্নার ঠাকুরের ভাগ্নে এসে হাজির ঠিক দুপুরের খাওয়ার আগটিতে। তাতে কি? বড়দি আছে না? তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন “ও ঠাকুর আজ তরকারীতে একটু টান পড়েছে তুমি বরং ভাতের পাতে ওবেলার জন্যে ঘন দুধ করা আছে তাই থেকে ঢেলে শেষ পাতে খেও।” মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাসনমাজার ঝি মোক্ষদা ওমনি হা হা করে ওঠে। “তাতে কি বড়দি, একদিন একটু এদিক তো হতেই পারে তাবলে তোমার ঘন দুধে হাত দিতে হবে? তুমি বাপু বড্ড বেশী ভাবো।” ভাবনা তো ইন্দুমতীর এদেরকে নিয়েই বেশী। আহা! লোকগুলো পেটের দায়েই দেশ ঘর ছেড়ে এত দূরে চলে এসেছে। পেটে বিদ্যে থাকলে কি আর পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করত?

দুপুর বেলা এ সময়টা বড্ড ফাঁকা। বাড়ীর বউ-এরা যে যার ঘরে। পুরুষেরা যে যার কর্মস্থলে। ইন্দুমতী বারান্দা থেকে সরে আসতে, চেয়ে দেখলেন উত্তর পশ্চিম আকাশে একটা জমাট কালো মেঘ। মনে পড়ে গেল সকাল বেলা মোক্ষদাকে দিয়ে ডাল বাটিয়ে ন্যাকড়াতে করে বড়ি দিয়ে এসেছিলেন ছাদে। ইতিমধ্যে নড়েনড়ে গিয়ে কাকও তাড়িয়ে এসেছেন দুবার। যে কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে। চট করে ভাত খাওয়া শাড়িটা ছেড়ে আলনায় ঝোলানো মটকার শাড়িটা খালি গায়ে জড়িয়ে নেন। আবার হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওপরে ওঠা। আজই সকালে সেজ ভাইপো অফিস যাওয়ার সময় বড়দিকে বড়ি দিতে দেখে বলেছিল “বড়দি আবার তুমি বড়ি হাত করেছো? তোমাকে না বারবার বলেছি এ বয়সে আর বড়ি দিও না। বাজারে পয়সা ফেললেই বড়ি পাওয়া যায়।” সে কথা শুনে ইন্দুমতীর ফোকলা দাঁতে কি হাসি! বলেন “ওরে পাগল ছেলে জানিস না পরশু তোর বোন কাজলা বাপের বাড়ী আসছে। সাত মাসের পোয়াতি। বড়ি বেগুন ভাতে খেতে বড্ড ভালোবাসে মেয়েটা। তা তার জন্যে আবার দোকান থেকে বড়ি কিনতে হবে? পারিনা বাপু।” “ঠিক আছে ঠিক আছে। তবে একটা কথা তুমি কিন্তু বারবার ঐ চারতলার ছাদে উঠে বড়ি পাহারা দিতে যাবে না।” বলে গটগট করে বেরিয়ে যায় ভাইপো সুধীর। ছাদে উঠতে গিয়ে একবারের জন্যেও যে সে কথা মনে পড়েনি তা নয় কিন্তু এখন এই ভর দুপুরে সবাই যে যার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। লোকজন গুলো সেই সাত সকালে ওঠে। নিয়ম করে তাদেরকেও এ সময়টা বিশ্রাম নিতে বলেন বড়দি। ছাদের সিঁড়িতে উঠে ছড়কো লাগানো দরজাটা বাঁ হাতে চাপ দিয়ে খুলতে গিয়ে ডান হাতে ছড়কোটা খুলে আসে। সেই কবেকার লাগানো ছড়কো। সবই যেন কেমন খারাপ হতে বসেছে। রাতে বড় খোকা এলে আবার বলতে হবে কাল মিস্তিরি ডেকে ওটা সারাবার ব্যবস্থা করতো। বড়ি তুলে পাঁচিলের গায়ে একটু জিরোতে ইচ্ছে করে। কত মিষ্টি মধুর স্মৃতি এ বাড়ীর আনাচে কানাচে। ছোটবেলায় বিধবা হয়ে ফিরে এই



ছাদেই ভাই-এর বউদের সঙ্গে পুতুল খেলা, চু কিতকিত আরও কত কি। ঠনঠনের মামার বাড়ি থেকে প্রতি রোববার মামাতো ভাই বোনদের এ বাড়ীতে আসার রেওয়াজ ছিল। এ বাড়ীর ছাদ ডিঙিয়ে পাশে মুখুজেজ্জ ছাদ অবধি চলত লুকোচুরি খেলা। সে সব যেন গল্পো কথা। ভাবনার ছেদ পড়ে বড় বৌ-এর ডাকে। “বড়দি ও বড়দি তুমি কোথায় গো? দেখতে পাচ্ছি না কেন? ওমা! আবার সেই ছাদে গেছ? নেমে এসো তাড়াতাড়ি - কেন গো আমরা কি সব মরে গেছি? না হয় একটু ফরমাস করলেই-জানি তা অবশ্য তোমার ধাতে নেই।” কৃত্রিম অনুষঙ্গ বড় বৌ-এর গলায়। ততক্ষণে কাঁচুমাঁচু মুখে বড়ির ন্যাকড়া হাতে ইন্দুমতী নেমে আসেন নিচে। কাউকে কোনও কষ্ট দেবেনা, সবাইকে আনন্দে রাখবে এই যেন তাঁর জীবনের ব্রত। বাবা মা গত হয়েছেন অনেক কাল হল। ভাই-এদের সংসারে দিব্যি চলে যাচ্ছে তাঁর জীবন। বাড়ীর লোকেরা বড়দি বলতে অজ্ঞান। যার যা আবদার সব বড়দির কাছে। কে কি ভালোবাসে, কার কি দরকার সব তাঁর নখদর্পণে। স্মৃতি শক্তি একেবারে টানটান। সেদিন অপু মানে অপালা এ বাড়ীর মেজ কন্টার ছোট মেয়ে শুশুরবাড়ী থেকে এলো প্রায় পাঁচ মাস বাদে। গাড়ি থেকে নেমে কোলের মেয়েটাকে মোক্ষদার হাতে ধরিয়ে দিয়েই নিচ থেকে চিংকার “বড়দি ও বড়দি আমার জন্যে আজ” - বড়দি ওপরের বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে তলার দিকে চেয়ে বললেন “পৈয়াজ পোস্তু তো? হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ, কাল থেকে ঠাকুরকে বলে রেখেছি সকালে উঠেই আগে পোস্তু বেঁটে রাখবি - অপু আমার বড্ড ভালোবাসে গরম ভাতে পৈয়াজ পোস্তু মেখে খেতো” এই হল সেই সবার প্রিয় বড়দি। বাড়িতে কে এল কে গেল সব দিকে সমান নজর তাঁর। বাড়ীর বউ-এরাও বড়দিকে সব দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত।

না। আকাশ যত মুখ গোমড়া করেছিল আজ তাতে বৃষ্টি এলো না। তবে বাতাস কেমন থমথমে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। দুদিন ধরে শরীরটা যেন আগের মতো চলছে না ইন্দুমতীর। কোথায় যেন শরীর নামক যন্ত্রটির কিছু অনিয়মিত হালচাল নজরে আসছিল। দূরে কোথায় শাঁখের আওয়াজ কানে আসে। ঠাকুর ঘরে ঢোকান মুখে আবার কাপড় বদলানোর পালা।

দোতলায় পূবদিকের কোণের ঘরটাই এ বাড়ীর ঠাকুরঘর। ঠাকুর বলতে বড়দির সন্তানতুল্য “গোপাল”। প্রতিবার দোলের দিন তাই গোপালকে ঘিরে কি ঘট! আত্মীয়স্বজনে বাড়ী একেবারে সরগরম। বড়দির গোপালের পূজো আচার সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার ধূম দেখে কে! বাড়ীতে কাক চিল বসাও দায়। সকাল থেকে সেদিন ইন্দুমতীর কত কাজ। লোকজন আসা, তাদের খাওয়ানো। তারই মাঝে যখন পূজোয় বসেন সবাই তাকিয়ে দেখে যেন দেবী প্রতিমা। ইন্দুর স্বামী যখন মারা যান কতই বা বয়স তার। সম্ভবত ১২ বছরের কিশোরী চোখ ফেরানো যায় না এমন রূপ তার। পাকা আমের মতো গায়ের রঙ। মাথা থেকে হাঁটু ছাড়ান দুগ্ধা ঠাকুরের মতো ঘন কেশরাশি। টানা টানা চক্ষুযুগল - সে বর্ণনা আজও বাড়ীর বড়দের মুখে মুখে ঘোরে। এখনও এই বয়সে যা আছে তাই অনেক। তবে সে চুল আর নেই। এখন ঘাড় অবধি ছোট করে কাটা চুল। ঠিক যেন বুড়ি মেম।

আবার ফিরে যাই গোপালের কথায়। স্বামীর মৃত্যুর পর জীবনটা কেমন দিশেহারা ভাব। কিছুদিন বাপের বাড়ি না হয় কিছুদিন শশুরবাড়ি। যেন দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা। শশুরবাড়ীতে ছোট জা তখন দ্বিতীয়বার সন্তান সম্ভবা সেখানেও শশুর-শ্বাশুড়ির সেবার সঙ্গে জায়ের প্রথম সন্তানটির প্রতিপালন। এই নিয়েই বেশ কাটছিল। কন্যাসন্তানটি জন্মাল কিছুদিনের মধ্যেই। পিঠোপিঠি দুই সন্তানকে সামলাতে গিয়ে জা বেচারি নাস্তানাবুদ। ইন্দুমতীর মনে অপত্য স্নেহ তখন তীব্র। জা নন্দিনীও সে কথা বুঝতে পেরে বল্ল - “দিদিভাই তুমি বরং খোকাকে তোমার কাছে রেখে মানুষ করো।” সে ভাবেই কাটছিল সুখের দিনগুলো বাপের বাড়ী বেড়াতে এলেও খোকা তার সব সময় সঙ্গে। কিন্তু বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস। হঠাৎ এক অদ্ভুত অজানা রোগে দিন দুয়েক ভুগে সে ছেলোটিও ইন্দুমতীর বুক খালি করে চলে গেল। আবার নেমে এল একাকিত্বের অন্ধকার। কোনও কিছুকেই যেন ঠিক করে আঁকড়ে ধরতে পারে না ইন্দু। মনে বারবার প্রশ্ন জাগে - তবে কি আমি অপয়া? চোখের জলে দিন কাটে।



এর কিছুদিনের মধ্যেই বাবা-মায়ের সঙ্গে কাশীতে বেড়াতে গেল সদ্য যৌবনে পা দেওয়া ইন্দু। সেখানে বিশ্বনাথের গলিতে মন্দিরে যাওয়ার পথে মা সারদাময়ী এই গোপালকেই কিনে তার কোলে তুলে দিয়ে বলেছিলেন - “আজ থেকে এই তোমার ছেলে। এ খিদে পেলে কাঁদবে না, এর কোনও দিন শরীর খারাপ হবে না আর এ তোমায় ছেড়ে কোনওদিনও কোথাও যাবে না।” সেই থেকে আজ অবধি গোপাল তার কোলটিতে আছেন। এত বছরে গোপালের সিংহাসনে আরও কিছু দেবদেবীর আর্বিভাব ঘটেছে। সকালের দিকে বাসি জামাকাপড় ছেড়ে একপ্রস্ত পূজো-অর্চনা হয়ে যায় ইন্দুমতীর। সে সময় গোপালকে নিজের হাতে তৈরী নারকেল নাড়ু খেতে দেন। আগে সন্ধ্যাবেলা রোজই ভোগে লুচি পায়ের বরাদ্দ ছিল। সেও নিজের হাতেই করা কিন্তু আজকাল আর শরীরে দেয় না তাই ফলমূলেই সারতে হয়।

ঠাকুরের আসনের সামনে বসে আহ্নিক শুরুর আগেই মাথাটা যেন কেমন টলে উঠল। মনে ভাবলেন ও কিছু নয়। কাল একাদশী গেছে তাই হয়ত- পূজো করতে করতে কানে এল নিচে অনেক গলার আওয়াজ। ইন্দুমতী আঁচ করলেন বাড়ীর ছেলেরা এক এক করে অফিস থেকে সব ঘরে ফিরছে। তাড়াতাড়ি তাই পূজোটা সারার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পূজোয় অবশ্য কোনও ঘটা নেই। সিংহাসনে গোপালের বাঁ পাশ ঘেঁষে একটা ছোট্ট পেতলের বাস। জাফরি কাটা। ইন্দুমতী তার ডালা খুলে বার করে আনলেন কয়েক গোছা টুকরো কাগজ। ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়ে এসেছে। কোনওরকমে সযত্নে, ভক্তিভরে মাথায় ঠেকালেন সে কাগজের গোছা। তারপর প্রত্যেকটা কাগজ এক এক করে খুলে মনে মনে পড়তে লাগলেন। রোজ যেমন করে পড়েন আজও একবার। এ কাগজগুলো ইন্দুমতীকে লেখা তাঁর স্বামীর চিঠি। বিয়ের পরই ইন্দুর স্বামী মাস তিনেকের জন্য চলে গেছিলেন নিজের কর্মস্থলে। ইন্দু তখন বাপের বাড়ীতে। সে সময় সেখান থেকে সপ্তাহে একটি করে চিঠি আসত ইন্দুমতীর কাছে। স্বামীকে সারাজীবন পেলেন না - তার মুখখানিও ভালো করে মনে পড়ে না। কিন্তু আজও রোজ পূজো শেষে স্বামীর স্মৃতিমাথা চিঠিগুলো পড়ে যান নিয়ম করে মন্ত্রউচ্চারণের মতো। এ যেন স্বামীকে একটি বারের জন্য কাছে পাওয়া। ছিঁড়ে যাওয়া চিঠিগুলোকে ঠিক মতো সাজাতে গিয়ে হঠাৎ দমকা একটা ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যেই। ঝড় উঠল বুঝি। হাওয়ার দাপটে হাত থেকে উড়ে যায় ইন্দুর প্রাণের ধন। হাঁকুপাঁকু করে সেই খণ্ডিত কাগজগুলোকে প্রাণপণে ধরতে চেষ্টা করেন। পারেন না। শরীর টলে ওঠে। শুধু চেয়ে দেখেন কাগজগুলো পাখীর পালকের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরের এদিক থেকে ওদিক। স্মৃতির সরণী পিছন পানে হাঁটা শুরু করে -

সকালের ডাকে খবর এসেছে আগামী রোববার ইন্দুর স্বামী আসছে ইন্দুকে নিয়ে যেতে। এক রাত শিশুরবাড়ী কাটিয়ে মেয়ে জামাই ফিরে যাবে তার নিজের সংসারে। মিত্তির বাড়ীতে সাজো সাজো রব। নতুন জামাই বলে কথা। কি রান্না হবে, কোন ঘরে শোবে সে সব ভাবনা ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল দুটো দিন। আজ সন্ধ্যার মুখেই স্বামী কৈদারনাথের এসে পড়ার কথা। সকাল থেকে তাই ইন্দুর উত্তেজনার শেষ নেই। মনে পড়ে বিয়ের বাসরে বর বলেছিল তোমার চুলটা তো বড় সুন্দর, একবার খুলে দেখাবে কতখানি লম্বা দেখব? বিকেলে মা যখন চুলে খোঁপা করে সোনার কাঁটা লাগিয়ে দিচ্ছিলেন ঠিক তখনই স্বামীর অনুরোধের কথাটা মনে পড়ল তার। কি অসম্ভব লজ্জা সেদিন তার সারা অঙ্গ জুড়ে সে কথা আজও মনে পড়লে কেমন যেন হয়।

বিয়ের লাল বেনারসীটা আজ আবার মেয়েকে পরিয়ে দিলেন মা সারদাময়ী। মেয়ের রূপে মুগ্ধ মা ইন্দুর কড়ে আঙুলটা কামড়ে দিলেন যাতে নজর না লাগে। বিকেল গড়াতেই বড়দা বিভূতিকে বাবা পাঠালেন স্টেশান থেকে জামাইকে নিয়ে আসার জন্যে। বাড়ী ভর্তি লোক। খাবার দাবার অটেল। প্রতীক্ষার শেষ পর্যায়ে সন্ধ্যাই। ছোট্ট ইন্দু কনেকে সেজে জানলার কাছে সলজ্জ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। সেই ধুলো পা করতে এসে শেষ বারের মত স্বামীর সঙ্গে দেখা। তারপর আবার কতদিন পর। উত্তেজনা, আনন্দ সব কিছু মিলে মিশে একাকার। রাত বেড়ে চলে। দাদা স্টেশান থেকে ফিরে এলেন অনেক রাতে, ক্লান্ত পায়ে। রাতের শেষ ট্রেন অবধি অপেক্ষা করে। জামাই এ ট্রেনেও আসেনি। শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা। অনেকক্ষণ জেগে থেকে মায়ের কোলে ইন্দুও ঘুমিয়ে পড়লো। মনের মধ্যে চেপে রাখা উৎকণ্ঠা কখন জল হয়ে নেমে এসেছিল তার দুগাল বেয়ে। ভোর রাতে সাইকেলের ঘন্টিতে ধড়ফড়িয়ে উঠল সবাই। টেলিগ্রাম - বড়দা এক ছুটে নিচে নেমে গেলেন। সই করে খরখর হাতে কাগজটা পড়েই বসে পড়লেন মাটিতে। ওপরে তিনতলার বারান্দায় ততক্ষণে ছুটে এসেছে ইন্দু। আলুথালু বেশ। বড়দা চিৎকার করে উঠলেন - “ওরে ইন্দু আর তোর বর তোকে কোনদিন নিতে আসবে না রে! কাল রাতে এশিয়াটিক কলোয় সে মারা গেছে।” বলে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন বড়দা।

ইন্দুমতী আচমকা এই ঘটনাতে কিছু বুঝে উঠতে পারল না। শুধু আস্তে আস্তে পেছনে হেঁটে হেঁটে ফিরে গেল নিজের ঘরে। দরজাটা বন্ধ করে চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে রইল। চোখে এক ফোঁটা জল নেই। তারপর কি জানি হঠাৎ কেন সব রাগ গিয়ে পড়ল তার ঐ লম্বা চুলের ওপর। সেলাই কলের টানা থেকে কাঁচিটা বার করে খোঁপা সুন্দর চুলটা কচকচ করে কেটে



## Sharodiya Anjali 2009



ফেললো। বাইরে তখন ইন্দুর খোঁজ। ও ইন্দু দরজা খোল,  
দরজা খোল।

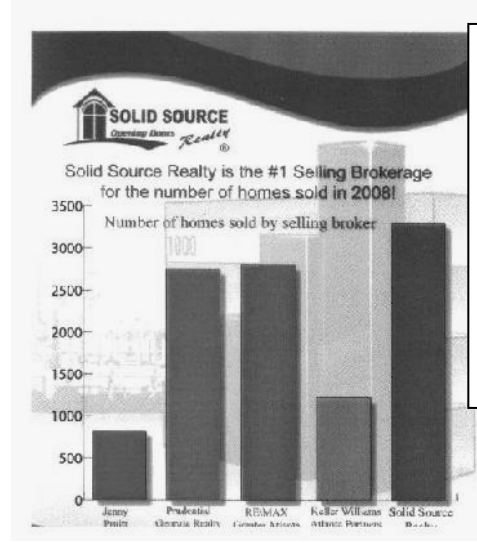
হাওয়ায় উড়ছে ইন্দুর এতকালের সঞ্চিত ধন। স্বামীর চিঠির  
টুকরোগুলো। ইন্দুমতী যেন স্বামীকে ধরার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন  
কিন্তু পারছেন না। পা দুটো ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে - দেহটা  
যেন ডানা কাটা পাখীর মতো। শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যেন  
ভেসে চলেছেন। বাতাস তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে কোন অজানা  
পথে।

নিচে সারা বাড়িতে তখন বড়দির খোঁজ - বড়দি কোথায় তুমি?  
এ বাড়ির আদরের ইন্দু - ইন্দুমতী তখন ঝোড়ো বাতাসকে  
সঙ্গী করে পা বাড়িয়েছেন স্বামীর ঠিকানায়া।

### এসেছে শরৎ

অরুণ কুমার দাস, কলকাতা

আকাশ ঢাকা কালো মেঘে বাতাস জুড়ে বৃষ্টি;  
মলিন মাটি ধুয়ে তখন নতুন সবুজ সৃষ্টি।  
খুকুর তৈরী নৌকা ভাসছে রাস্তা ঘাটের জলে,  
সেই নৌকায় আসল শরৎ জয় দুর্গা বলে।  
নীল আকাশে স্বপ্ন ভাসে দুর্বো ঘাসে শিশির হাসে,  
খোকা খুকু নতুন জামায় মাতবে যে আজ উল্লাসে,  
শিউলি ঝরে ধীর বাতাসে মাঠঘাট ভরেছে কাশে,  
ঢ্যাম কুর কুর বাজিয়ে বাজনা শরত আবেশ চতুর্পাশে।  
পড়াশুনা ছাড়া এই কটা দিন খুশী শিশুর মন,  
প্যাভেলে আজ মিলন বেলায় হাজির মানুষ জন।  
গরীব বড়লোক ভেদাভেদ ভুলে ওড়াবো মোরা দু'বাহুতে,  
শরৎ পারে সকল মনে এই বিশ্বাস জাগাতে।  
এসেছে শরৎ হিমের পরশ স্নান যাত্রার পালা,  
তাই প্রজন্মের মনে জেগেছে ভালবাসার খেলা।



If you are looking to buy, sell or rent your home or simply investing in a property. Give us a Call Now and we can help.

Phone: (770) 475-1130 xt. 8893

Or E-mail: [jrm-consulting@hotmail.com](mailto:jrm-consulting@hotmail.com)

Fax: (678) 395-4338 Cell: (678) 357-2099

Get a complimentary Home Staging if you are selling or Renting Your Home or Interior Design Consultation if Buying a Home.

Inquire now about the 2009 First-Time Home Buyer Tax Credit





## শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব বরণ দত্ত, কলকাতা

সূর্যকিরণে যেমন মিশে আছে সপ্তরঙ, তেমনি রবীন্দ্র ভাবনা, কম্পনা ও সেগুলির বাস্তব ও সার্থক প্রয়োগে যে কত রঙের সমাহার ঘটেছে। এক জীবনে আমরা তার হিসেব মেলাতে পারব না। বৃক্ষরোপণ উৎসব এমনই একটি বহুবর্ণময় অপরাণ অনুষ্ঠান।

পৌরাণিক ঋতু উৎসবের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ প্রীতি। ঋতু উৎসবের অঙ্গ বর্ষা উৎসব এবং তারই অঙ্গ বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসব। বেদ ও প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের প্রকৃতি প্রশস্তি কবিকে মুগ্ধ করত। সেই মুগ্ধতার ফল স্বরূপ কবির লেখনিতে উছলে পড়েছিল অজস্র কবিতা - প্রকৃতিকে নিয়েই।

মেঘদূত কাব্যের একটি ছত্র, ‘মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপান্যথাবৃত্তি চেতঃ।’ অর্থাৎ সুখী ব্যক্তিরও মেঘ দর্শনে অন্যবিধ চিন্তাবৃত্তি হয়। প্রকৃতির ঋতু বৈচিত্র্য মানব মনে ও দেহে বৈচিত্র্য আনে। প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের এমনই নিগূঢ় সম্বন্ধ। বিশ্বকবি তাই বলেছেন : মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে, তাই মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়; তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগাঙ্ক্ষীর সঙ্গে মৃগাঙ্ক্ষী। প্রকৃতির রাজবাড়ির নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা।

আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর ‘বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে লিখেছেন : মনে আছে একদিন বর্ষার সন্ধ্যা। কয়েকজন গুরুদেবের চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া আছি। বর্ষার একটি গভীর ভাব সকলের মনকে পাইয়া বসিয়াছে। গুরুদেব বলিলেন, ‘যদি আমরা প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঋতুকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি, তবেই আমাদের চিন্তের সব দৈন্য দূর হয়, অন্তরাত্মা ঐশ্বর্য্যময় হইয়া উঠে। প্রাচীনকালে আমাদের পিতামহেরা হয়তো এই তত্ত্ব জনিতেন। আমরাও যদি ঋতুতে ঋতুতে নব নব ভাবে উৎসব করি তবে কেমন হয়?’

ক্ষিতিমোহন বলেছেন, ‘আমরা মনে মনে স্থির করিলাম, এই বর্ষাতেই একটি বর্ষা উৎসব করিতে হইবে। তখন স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি সকলে মিলিয়া একটি বর্ষা উৎসবের আয়োজন করা হল।

বর্ষার জন্য বৈদিক পূজ্য দেবতার বেদি সাজানো হল, ভালো ভালো পূজ্য স্তুতি উচ্চারিত হল। তারপর রামায়ণ ও কালিদাস থেকেও কিছু কিছু বর্ষার কবিতা পড়া হল এবং সবশেষে গুরুদেবের কাব্য থেকে বর্ষার বিশেষ বিশেষ কবিতা পাঠ হল।’

শ্রীমদ্রনাথের রসবোধ থেকে যে উৎসবের জন্ম, (রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমদ্রনাথ আশ্রমে প্রথম ঋতু উৎসব করেন ১৯০৭, ১৮ই জানুঃ ৪ঠা মাঘ শ্রী পঞ্চমী ১৩১৩) তাতে সংস্কৃতি ও শিক্ষানীতির বিশিষ্টতা আরোপিত হল এবং আশ্রমের উৎসব অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রপাঠ প্রচলিত হল। ওই অনুষ্ঠানে শ্রীমদ্র সহ ছাত্ররা বসন্ত, বর্ষা, শরৎ ইত্যাদি সেজেছিলেন। এখনও প্রতিবছর মেঘমেদুর বর্ষাকে আহ্বান করা হয় গানে গানে, “ওগো শ্যাম ছায়াঘন দিন / এসো এসো / আনো আনো তব মল্লার-মন্দির বীণা।”

বর্ষা উৎসবের সঙ্গে কবি সংযোজন করলেন আরও দুটি উৎসব। বৃক্ষরোপণ (১৯২৮, ২১শে জুলাই), অন্যটি হলকর্ষণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২২শে জুলাই।

কবি কেন বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছিলেন, তা তাঁর ১৯৩৯ সালের হলকর্ষণ উৎসবের অভিভাষণে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে : পৃথিবীর দান গ্রহন করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষি ক্ষেত্রকে সে জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর আচ্ছাদন হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্ধ্বরতার ভান্ডার হ’লো নিঃস্ব। অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্ষ্যবর্ত আজ তাই খর সূর্য্যতাপে দুঃসহ। এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম, সে হচ্ছে - বৃক্ষরোপণ। অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃ ভান্ডার পূরণ করবার কল্যাণ উৎসব। [ হলকর্ষণ । পল্লী প্রকৃতি ]





শ্রী নিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসবের ভাষণে (১৭ই ভাদ্র ১৩৪৫) কবি বলেছিলেন : “মানুষ, প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয়নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে, বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে, একসময়ে এর এমন দশা ছিল না; এখানে ছিল অরণ্য সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে, আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তার ফল, দিন তার ছায়া।” [ অরন্য দেবতা । পল্লী প্রকৃতি ]

বৃক্ষরোপণ উৎসবের সৃষ্টি বা সূচনা হয়েছিল - ১৯১৬ সালে জাপানে কবি তাঁর বন্ধু ওকাকুরার সমাধির কাছে বন্ধুর স্মরণে একটি ফার বৃক্ষের চারা রোপণ করেছিলেন। ঐ বছরই কবি আমেরিকার ক্রিভল্যান্ডের ওহিও নাহরে সেখানকার অধিবাসীদের অনুরোধে সেক্সপিয়র গার্ডেনে একটি আইভি লতা রোপণ করেছিলেন।

১৯২৫ সালের মে মাসে, বাংলা ১৩২৫ এর ২৫শে বৈশাখ পূর্ণ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ৬৪ বছর। এই উপলক্ষে, উৎসবের অঙ্গ হিসেবে উত্তরায়ণের উত্তর-সীমায় পঞ্চবটী (অশ্বথ, বট, বেল, অশোক ও আমলকী) রোপণ অনুষ্ঠান হয় সকাল সাড়ে সাতটায়। একটি স্মৃতি ফলক ও স্থাপিত হয়েছিল, তাতে উৎকীর্ণ ছিল : “পাশ্চাত্য চ পশ্চিম চ পশ্চিমা চ হিতৈচ্ছায়া। এষা পঞ্চবটী যত্নাদ্ রবীন্দ্রেণ হরোপিতা।” এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কবি ‘মরু বিজয়ের কেতন উড়াও’ গানটি রচনা করেছিলেন। কবির এই বৃক্ষরোপণ বিষয়টি বিদেশে খুবই সাড়া ফেলেছিল। তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের সময় (৮ই জুন, ১৯২৬) ইতালিতে ঘঙ্কডভ-ধন-সতদন নামে ছোট্ট একটি স্কুলের বাগানে একটি জলপাই চারা রোপণ করেছিলেন। ঐ বছরই হাঙ্গেরীর বুদাপেষ্টের এক স্বাস্থ্য নিবাসে কবি ছিলেন কয়েকটি দিন। তখন সেখানকার সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদের অনুরোধে হাঙ্গেরীর বিখ্যাত কবি কারোলিক্সফ্যান্ডির মর্মর মূর্তির কাছে একটি লিনডেন চারা রোপণ করেছিলেন ৮ই নভেম্বর। এই সঙ্গে স্বাস্থ্য নিবাসের মতামতের খাতায় একটি কবিতা লিখেছিলেন তাঁদের অনুরোধে।

‘হে তরু, এ ধরা তলে রহিব না যবে  
তখন বসন্তে নব পল্লবে পল্লবে  
তোমার মর্মরধ্বনি পথিকেরে কবে  
ভালো বেসেছিল কবি বেঁচেছিল যবে।’

তাই কবির মৃত্যুর পরে হাঙ্গেরীবাসীরা বালাতন হ্রদের তীরে কবির মর্মর মূর্তি স্থাপন করে তার পাদদেশে ওই কবিতাটি ইংরাজীতে খোদিত করে রেখেছেন :

‘When I am no longer on this earth, my tree  
Let the ever-renewed leaves of thy spring  
Murmur to the way-farers,  
The poet did love, while he lived.’

১৯২৮ সালের ২১শে জুলাই (৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৫) শান্তিনিকেতন আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উপলক্ষে কবি পঞ্চভূতের প্রশস্তি রচনা করেছিলেন এবং তা আবৃত্তি করেছিলেন। তৎপরে ৫টি বালিকা - ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম আবৃত্তি করেছিল।

অনুষ্ঠানটি হয়েছিল গৌর প্রাঙ্গনে। রোপণ করা হয়েছিল একটি বকুল চারা। ২৫শে জুলাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বধু‘মাতাকে লিখেছিলেন : ‘তোমার টবের বকুল গাছটি নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হল। . . . . সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শীথ বাজাতে বাজাতে, গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে যজ্ঞস্থলে এল। শাস্ত্রী মহাশয় (বিধু শেখর) সংস্কৃত শ্লোক এবং আমি একে একে ছ’টা কবিতা পড়লুম।

উৎসবের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের, আর রীতি, রূপসজ্জা ইত্যাদিতে পূর্ণতা দিয়েছিলেন শিল্পাচার্য্য নন্দলাল, শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর এবং কলাভবনের শিল্পীরা।

এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে তৎকালীন বিখ্যাত প্রবাসী পত্রিকা তাদের ভাদ্র সংখ্যায় (বাংলা ১৩৩৫, ইংরাজী ১৯২৮) এভাবে সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন : “বর্ষা উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক মন্ডলী, ছাত্র-ছাত্রী ও দর্শকরা সমবেত হইবার পর ছাত্রী নিবাস হইতে ছাত্রীরা সুরুচিসম্পন্ন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া গান করিতে করিতে সেখানে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুজন ছাত্র পত্রে পুষ্পে শোভিত একটি ডুলিতে একটি বৃক্ষ শিশুকে বহন করিয়া আনিলেন। তাহার পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠিত হইল : বৃক্ষদের জন্য শ্রেষ্ঠ। সকল জীব ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। বৃক্ষগণই ধন্য। যাচকেরা ইহাদের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় না।

‘পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বন্ধল, কাষ্ঠ, গন্ধ, রস, ক্ষার, সার, অঙ্কুর এই সকলের দ্বারা ইহারা লোকের কাম্যবস্তু দান করে। “সাধু ব্যক্তির ন্যায় স্বয়ং আতপে অবস্থান করিয়াও অন্যকে ছায়াদান করে। ইহাদের ফলগুলিও পরের জন্য।”



“সংসারে সকল সম্পদের হেতু, ভূমি লক্ষ্মীর কেতু স্বরূপ ও জীবগণের জীবনোন্মেষ স্বরূপ এই তরুণ অক্ষত হইয়া বাঁচিয়া থাকুক।” (বঙ্গানুবাদ) অতঃপর রবীন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের পক্ষ হইতে তাহাদের প্রার্থনাগুলি পর পর আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং যে যে বালিকা ক্ষিতি, অপ প্রভৃতি সাজিয়াছিল তাহারা পুনরাবৃত্তি করিল।”

এই অনুষ্ঠানের শেষে কবি তাঁর “মাঙ্গলিক” কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন, এবং “বলাই” পড়ে শুনিয়েছিলেন।

১৯২৯ এর অনুষ্ঠানেও কবি উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে কবি রচনা করেছিলেন একটি গান শিশুবৃক্ষের স্নেহসঙ্গ নেবার আহ্বান জানিয়ে - “আয় আমাদের অঙ্গনে / অতিথি বালক তরুদল, . . .”

১৯৩০ সালে কবি বিদেশে ছিলেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩১ এ এই উৎসব হয় ২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিনে। ১৯৩২ এ কবি উপস্থিত ছিলেন বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে। সন্ধ্যায় দীনেন্দ্রনাথের নির্দেশনায় বসেছিল সঙ্গীতের আসর।

১৯৩৩ (বাংলা ১৩৪০) সালের ৮ই জুলাই এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। শ্রীমতি পি. হাতি সিং এর নৃত্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুষ্ঠান বিশিষ্টতা পেয়েছিল। আবৃত্তি ও ১৫টি সঙ্গীত ও পরিবেশিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে।

১৯৩৪ এ কবির এই উপস্থিতিতে ২৭শে জুলাই, রবিবার হয়েছিল বৃক্ষরোপণ উৎসব। সকালবেলায় চৈতের পাশে রক্ষনশালার সামনে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছিল। বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন ছিলেন সহায়ক ব্যক্তিত্ব।

১৯৩৫ এর ১৫ই আগষ্ট ‘পিয়াসন মেমোরিয়াল হসপিটাল’ এর এক অংশে এই উৎসব হয়েছিল। বিরূপ আবহাওয়ার জন্য সকালের পরিবর্তে বৈকাল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠান হয়েছিল। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন ৫টি নারিকেল চারা রোপণ করেছিলেন।

১৯৩৬ সালের ২৩শে আগষ্ট একই সঙ্গে বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব কবির উপস্থিতিতেই সম্পন্ন হয়েছিল।

১৯৩৭ এ শান্তিনিকেতনের কাছে সাঁওতাল পল্লীতে বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়েছিল। ১৯৩৮ এ কবির উপস্থিতিতে শ্রীনিকেতনে এই উৎসব হয়েছিল। বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসবের প্রয়োজনীয়তা যে কত ব্যাপক, কবি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই বক্তব্যটি ‘অরণ্যদেবতা’ নামে ‘পল্লী প্রকৃতি’ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল।

১৯৩৯ এর বৃক্ষরোপণ উৎসবের জন্য বুদ্ধগয়া থেকে আনা হয়েছিল একটি বোধিদ্রুমের শাখা। সেটি চীনভবন প্রাঙ্গণে ১০ই আগষ্ট রোপণ করেছিলেন আওয়াগড়ের রাজা বাহাদুর। শাখাটি গয়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন হাঙ্গেরীয় শিল্পী ব্রনার পত্নী সাস্ ব্রনার ও কন্যা এলিজাবেথ ব্রনার।

১৯৪০ (বাংলা ১৩৪৭) সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাঁধগোড়ায় ইন্দ্রপূজা ও বৃক্ষরোপণে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ তথ্য জানা যায় VISWA BHARATI NEWS OCT. 1940. ১৯৪০ থেকে।

বিশ্বকবি প্রবর্তিত বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতনে আজও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

১৯৫০-এ ভারত সরকার শান্তিনিকেতনের অনুকরণে আরম্ভ করেন ‘বন মহোৎসব’।

একসময় বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব একই দিনে হতো। পরবর্তী সময়ে বৃক্ষরোপণ উৎসবের কয়েকদিন পরে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান হচ্ছে।

বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণের (১৯৪২) পর ১৯৪২ সাল থেকে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাঁর প্রয়াণ দিবস ২২শে শ্রাবণ কে স্মরণ করে। দিন দিন এই অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। পৌষ উৎসব ও বসন্তোৎসবের মতোই। বৃক্ষরোপণ উৎসব বিশ্বভারতীর বৃক্ষবিরল স্থানে বা নবনির্মিত গৃহাঙ্গনে হয়ে থাকে। স্থান নির্বাচন করেন বিশ্বভারতীর কর্মীবৃন্দ।

নির্বাচিত চতুষ্কোণ একটি স্থানকে পরিষ্কার করে মাটি ও গোবর দিয়ে সুন্দর করে লেপে নিয়ে, এর ঠিক মাঝখানে, উভয়দিকে দেড় হাত মাপ রেখে একটি চতুষ্কোণ গর্ত করা হয় চারাগাছটি রোপণের জন্য। এর চারদিক ভরিয়ে তোলা হয় আলপনায়।

নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত বৈকাল ৪ঘটিকায়) কলা ভবনের দ্বারা সুসজ্জিত একটি চতুর্দোলায় করে চারা গাছটিকে অনুষ্ঠান স্থলে নিয়ে আসেন বিশেষ সাজে সজ্জিত চারজন যুবক ছাত্র।

দুটি বৃহৎ আকারের বাঁশের ছাতাকে কাঁটাল পাতা ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে চারা গাছটির উপর ধরা হয়, যাতে সেটির গায়ে রোদ না লাগে এবং শোভাযাত্রার আকর্ষণও বৃদ্ধি পায়। এবারের চারা গাছটি ছিল বকুল। একসময় এই বাঁশের ছাতা বীরভূমের এইসব অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে খুবই ব্যবহার হতো।



## Sharodiya Anjali 2009



যিনি উৎসবের প্রধান অতিথি, তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির সহায়তায় (উপাচার্য সহ) শঙ্খধ্বনির মধ্যে চতুর্দোলা থেকে সাদরে চারাগাছটিকে তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে মাটি দিয়ে চেপে চেপে বসিয়ে দেওয়া হয় চারাটির গোড়া সহ কিছুটা উপরের অংশ। এবার ঝাঁঝরি থেকে জল দিয়ে চারাটিকে স্নান করানো হয়, যাতে গর্তটি সম্পূর্ণ জল পূর্ণ হয়। এবার তালপাতার সুদৃশ্য পাখা দিয়ে বাতাস করা হয় ও অগ্নি স্পর্শ করানো হয়। এভাবে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের অর্থাৎ পঞ্চভূতের সহায়তা দান করা হয় নবীন বৃক্ষটিকে। চামর ব্যজন থেকে প্রদীপের আরতি - সবই সম্পূর্ণ হয় এভাবে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে। সেই সঙ্গে প্রথম থেকেই উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চরিত হতে থাকে বেদমন্ত্র : ‘মধু-মধ্যং বীরুধাং বভূবা / মধুমৎ পর্ণ; মধুমৎ পুষ্প আসাম্ / মধোঃ সংভজ্ঞা অমৃতস্য ভক্ষঃ।।’ অর্থাৎ এইসব বৃক্ষলতার মূল মধুময়, অগ্রভাগ মধুময়, মধ্যভাগও মধুময়। ইহাদের পর্ণ মধুময়, পুষ্পও মধুময়। এখানেই অমৃত রসের পান ও অমৃতের উপভোগ। . . . . . এভাবে আরও পাঁচটি স্তবক বেদমন্ত্র পাঠ চলতে থাকে যতক্ষণ না প্রোথিত বৃক্ষটির পরিচর্যা সম্পূর্ণ হয়।

এই সঙ্গে সংলগ্ন সুসজ্জিত মঞ্চের পাঁচটি শিশুকে সাজানো হয় সুন্দর সাজে ও বেশে, মাথায় শোলার মুকুট। এরা পাঁচজন পাঁচটি ভূতের প্রতীক। এদের পিছনে দন্ডায়মান পাঁচজন যুবক যুবতী উৎসবোচিত ভাবে সজ্জিত। এঁরা একে একে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের প্রশস্তি আবৃত্তি করেন। এই প্রশস্তিতে আছে পঞ্চভূতের সহায়তা প্রার্থনা। যাতে সদ্য রোপিত শিশু বৃক্ষটি ক্রমান্বয়ে সমাজের কল্যাণের আকর হয়ে ওঠে। এরপর বেশ কয়েকটি বিষয়োচিত সঙ্গীতও নিবেদন করা হয়ে থাকে।

১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কবি তাঁর রচনায় বিশেষ স্থান দিয়েছেন বৃক্ষলতাকে। রোমান্টিকতায় পূর্ণ অধিকাংশ কবিতাই। পরে এইসব কবিতা ‘বনবাণী’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে “বৃক্ষ বন্দনা” কবিতাটি উদ্ধৃত করে সম্পূর্ণ করছি এই নিবেদন - “মৃত্তিকার হে বীর সন্তান, / সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান / মরুর দারুণ দুর্গ হতে / তব প্রাণে প্রাণবান / তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান, / সজ্জিত তোমার মাণ্ডে হে মানব, তারি দূত হয়ে / ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য অর্ঘ লয়ে / শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি / অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।”

গ্রন্থ সহায়তা : অধ্যাপক সুশীল কুমার মন্ডল মহাশয়ের “বিশ্বভারতীর উৎসব”।

শ্রী কমলা প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়-“শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন পরিচয়।

আর গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো “রবীন্দ্র রচনা সম্ভার”।

২০০৯ সালে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ৮ই আগষ্ট শনিবার ২২শে শ্রাবণ, ১৪১৬



## *Sharodiya Anjali 2009*



# Three little angels

by Sudeshna De (age 8 yr)

There once lived a little girl named Stella. Stella is very shy and scared but she is pretty calm. She is now ten years old. Her birthday is May 16<sup>th</sup>. She lives in a tiny cottage by the sea with her mother. She listens to everybody who tells her to do things except strangers of course. Stella's mother told Stella to never, ever talk to strangers. One day Stella asked her mother if she could go to the Grand Park. Her mother said yes. She quickly ran out of the house and in again because she didn't forget the part when she kisses her mother and says a little goodbye. Then finally she went out the door. Stella's mother waved from their tiny window and Stella waved back.

She skipped to the park. She arrived in five minutes even though the park was far away. When she was little, Stella and her mother found a little shortcut to the park. Once Stella got there, she found a lot of people playing on the playground equipment. Stella saw two people who looked just like her. They were playing on the swing set. They looked like they were having so much fun. So Stella went a little towards them. But she was too shy to get closer. Then with all her bravery, she went up to the two girls and asked them something. That something was, "Can I play too?" asked Stella. The two friends just stopped swinging and looked at each other and then back at Stella. "Sure," said one really quietly. Then the other girl said "Okay". But there wasn't another swing for Stella to go on. Then Stella became a little sad. Suddenly, the other girl said, "My name is Gracie". "And my name is..." started the other girl. "Macy". "Hi Macy. Hi Gracie," said Stella happily. "I'm Stella." "We can play in the sandbox," said Gracie. "And we can make sandcastles!" said Macy. "Oh, can I ask you a question?" asked Stella. "Sure," said Gracie. "Are you guys twins?" asked Stella. "Yes we are," said both of the little girls at the same time. "What are you guys waiting for?" said Macy. "Let's go in the sandbox!" Stella, Macy, and Gracie played at the Grand Park for almost an hour. Then Stella checked her watch. "Oh it's getting late. I better go home. Bye!" Gracie and Macy said bye. "Hey," said Gracie. "Maybe we can ask our mother if you can come to our house tomorrow. And you can ask your mother too." "I think our mothers will say 'yes'" said Gracie. "Mine too, I bet," Stella said. Then the three friends said bye to each other once again and went home. Once Stella got home, she told her mother all about her new friends. "That's great you have new friends, Stella, but I told you not to talk to strangers" said Mother. "I know, but they're really nice." said Stella. "Okay, I guess you can talk to them." said mother. "Their names are Gracie and Macy." Stella said.

It was the next day and the three friends all asked their mothers if they could have a playdate together. All their mothers said yes. And so Stella had a lot of fun at Gracie and Macy's house. A few years later, when Stella was twelve years old, she and her two friends crossed the street together to go to the ice cream parlor. But then, in the middle of the street, they didn't look at the crossing signal. A man was driving a car very quickly. The girls heard a loud "VROOM VROOM" from the car. They were going to run and get out of the way, but they were too late. The car ran over Stella, Gracie, and Macy.



## *Sharodiya Anjali 2009*



Five years later, Stella found herself up in the sky with clouds beneath her. She had awoken from sleeping on a cloud. She looked all over the place, and she found two people who were lying right next to her. She was scared, because she didn't know who she was, where she was, or anything. Then a shadow came towards her. She was very scared now. She didn't even want to move. The shadow came closer and closer. Then finally, it held her hand very gently. "Don't be scared," said the shadow. "I'm just going to tell you what happened to you." "First of all, wake up those two people on the cloud over there." Stella just looked at the old man. Then she did what she was told. She didn't know what to say, so she just said "Can you please wake up? The two people just jumped up very scared. "Who are you?" said one. They looked around too. "Where am I?" they said at the same time. The old man came towards the three people. "I am God. And I will tell you everything that has happened to you. You are in Heaven."

One at a time, the little children gasped. "How can that be!" said Stella. "This is how you died: you weren't paying attention to the crosswalk signal, and a car came towards you. You were trying to run, but you were too late." "Really? Is that true?" asked Macy. "Yes, I'm afraid it is. You're up above the clouds in Heaven now. You can do whatever you want, and be whatever you want." "Now, what do all three of you want to be? Because I can grant your wish, but you all have to choose together on what you want and agree. Understand?" said God. "Understand," said the three friends. They huddled up with each other and they whispered to each other. Then finally they told God they wanted to be three little angels. They were happy on what they chose to be. God whispered some magic words to himself, then he told the three friends to close their eyes. They just did what they were told. They felt their feet floating above the clouds and their feet didn't touch the clouds anymore. They were floating in the air. God shouted "Open your eyes now!" They opened their eyes. They looked at themselves and at each other. Each friend had a golden halo above her head; they looked so beautiful. They also had golden wings. They were really happy now. They tried to lower themselves down and they did. "Thank you, God! Thank you very much!" cried the happy angels. Well, this is heaven. So the three little girls became proud and brave little angels.

**the end**

(Picture taken by Sudeshna)





## Sharodiya Anjali 2009



### পিঠের গপপো

--সংকলন, ভাবানুবাদ ও স্মৃতিচারণ: শঙ্খ শুভ ঘোষ

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বুড়োর খুব খিদে পেলো। বুড়িকে ডেকে বলে - ও বুড়ি ওঠো। আমাকে একটা পিঠে বানিয়ে দাও দিকিনি।

বুড়ি গজগজ করতে করতে ওঠে। ময়দার টিন ঝেড়ে ঝেড়ে দুমুঠো ময়দা বের করে, তাই দিয়ে একটা পিঠে বানিয়ে (\*) মধু দিয়ে ভেজে চুল্লির ওপর রেখে ভাবে - যাই, বুড়োকে ডেকে আনি।

যেই না বুড়ি বুড়োকে ডাকতে গেছে, এদিকে পিঠে করেছে কি, চুল্লির ওপর থেকে দিয়েছে এক লাফ, সোজা জানালা গলে বাইরে। তারপরে দে দৌড়।

পালাতে পেরে পিঠের মনে বড্ড সুখ। গড়িয়ে গড়িয়ে যায় আর গুন গুন করে গান গায়।

থপথপে ভালুকভায়া বেরিয়েছে সাত সকালে খাবার খুঁজতে। পিঠেকে দেখেই বলে - আরে একটা পিঠে দেখছি। এটাকেই খাওয়া যাক।

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। পিঠে গুড়গুড়িয়ে পালায় আর ভালুক তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলে - পিঠে তোকে খাই।

পিঠে বলে - না ভালুকদাদা, খেয়ো না। একটা গান শোনাই বরং।

ভালুক বলে - বেশ, শোনা তাহলে।

পিঠে গুনগুনিয়ে গান ধরে -

বুড়ি পিঠে বানালো,

ছোটো পিঠে পালালো।

দিন তা দিনা, কি বরাত

বুড়ির এখন মাথায় হাত।

গুন গুন করে গান গায় আর ভালুক তালে তালে মাথা দোলায়। যেই না একটু মৌজ করে, চোখটা বুজে, ভালুক থাপুস করে বসেছে, অমনি পিঠে চোঁচা দৌড়।

আবার যায় যায় ; গুন গুন করে গান গায়।

পথে দেখা একটা কাঠবেড়ালির সঙ্গে। কাঠবেড়ালি বাদাম খুঁজতে বেরিয়েছিল, পিঠে দেখে খুশি হয়ে ভাবে - বাঃ, এটাকে নিয়ে যাই। আমার আর গিল্লির একটা দিন চলে যাবে।

পিঠেকে জাপটিয়ে ধরে বলে - পালাসনা পিঠে, তোকে খাই।

পিঠে বলে - কাটুম দাদা, খেয়ো না। একটা গান শুনিয়ে দিই বরং।

কাঠবেড়ালি বলে - তাই শোনা তবে।

পিঠে গুনগুনিয়ে গান ধরে -

এবার কিন্তু একটা শেয়ালের খপ্পরে পড়ল। শেয়ালভায়া বেজায় ধূর্ত। চোখ আধবোজা করে আছে যেন পিঠেকে দেখতেই পায়নি। পিঠেও চুপিচুপি, গুটিগুটি পালানোর মতলব আঁটছে।

নেহাতই যেন টের পেয়েছে, এমনিভাবে শেয়ালভায়া বলে - কে যায় রে ? আমাদের পিঠেসোনা নাকি ?

পিঠে থমকে বলে - শেয়ালদাদা যে।

- হাঁরে ভাই। তা যাস কোথা ? করিস কি ?

- এই গান গেয়ে গেয়ে যাচ্ছিগো দাদা।

- তাই বুঝি, আহা বেশ বেশ। তা কি গান আমাকে একটু শোনাবি না ?

পিঠে ভাবে, একেও গান শুনিয়ে মজিয়ে দেবো। গুনগুনিয়ে গান ধরে -

বুড়ি পিঠে বানালো,

ছোটো পিঠে পালালো।

দিন তা দিনা, কি বরাত

বুড়ির এখন মাথায় হাত।

ছোটো পিঠের গান শুনে



## Sharodiya Anjali 2009



ভালুক ঝিমোয় আনমনে।

কাঠবেড়ালি দিচ্ছে তাল

পিঠের কি আর পায় নাগাল ?

শেয়াল কিন্তু মাথা নাড়ে আর মিটি মিটি চেয়ে দ্যাখে, পিঠে পালালো কিনা। একবার গাওয়া হতেই বলে - বাঃ বাঃ। কি সুন্দর কথা আর কি মিষ্টি গলা রে তোর পিঠে। মনটা জুড়িয়ে গেলো। এই আমার ল্যাঙ্গে আরাম করে বসে আর এক বার গেয়ে শোনা না ভাই।

অনেক পথ ঘুরে পিঠেও হাঁপিয়ে গেছে। শেয়ালের মোটা লোমওলা লেঙ্গে বসে আবার গান ধরে।

শেষ হতে আবার শেয়াল বলে - যেমনি গলা, তেমনি কথা। ও ভাই পিঠে, আমার মাথার ওপরে বসে একবার শোনাবি না?

পিঠে এত খাতির পেয়ে বর্তে গিয়ে ভাবে - বেশ মজা। শেয়ালের মাথায় বসে আবার গান ধরে।

এবার শেষ হতেই শেয়াল মিনতি করে বলে - আর না। এই শেষ বারের মত একবার আমার জিভের ডগায় বসে একবার শুনিয়ে দে ভাই।

পিঠে তখন নিজেই মজে গেছে গানে। শেয়ালের মাথা থেকে টপ করে নেমে জিভে বসল। তারপর যেই না আবার শুরু করতে যাবে, শেয়াল কপ করে জিভটা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে পিঠেকে গিলে ফেলল, পিঠে কিছু বোঝার আগেই।

এবার শেয়ালের গান গাওয়ার পালা -

বুড়ি পিঠে বানালো,

ছোট্টো পিঠে পালালো।

ধিন তা ধিনা, কি বরাত

বুড়ির এখন মাথায় হাত।

ছোট্টো পিঠের গান শুনে

ভালুক ঝিমোয় আনমনে।

কাঠবেড়ালি দিচ্ছে তাল

পিঠের কি আর পায় নাগাল ?

সকাল থেকে পিঠেসোনার

নানান রকম রঙ্গ

শেয়ালবাবুর খপ্পরেতে

জারিজুরি ভঙ্গ।

Rita Desai

Tel/Fax: (404) 296-1001



**Kumkum Sari Center**

Japanese Saris • Silk Suits • Indian Silk Saris  
• Salwar Kameez • Dupatta • Wedding Dress

Sararas & Lachas • Children Wear • Indian Folklore Items & More.

Hours:

Tue thru Sun 11 am to 7:30 pm  
Monday - Closed

1707 Church St., Suite C-6  
Decatur, GA 30033

(\*) কৈফিয়ত: শুধু ময়দা দিয়ে কি পিঠে বানানো যায় আমি জানি না। মূল রুশ গল্পটায় এরকমই ছিল মনে হয়। আমার রান্নাবান্নায় উৎসাহ আছে বলে ময়দা পিঠের রেসিপি জানতে আগ্রহী। কারুর জানা থাকলে আমাকেও জানিও প্লিজ। - শঙ্খ

বুড়ি পিঠে বানালো,

ছোট্টো পিঠে পালালো।

ধিন তা ধিনা, কি বরাত

বুড়ির এখন মাথায় হাত।

ছোট্টো পিঠের গান শুনে

ভালুক ঝিমোয় আনমনে।

গান গায় আর কাঠবেড়ালি তাল ঠোকে। যেই না একটু বেখেয়াল হয়েছে, পিঠে পগার পার।

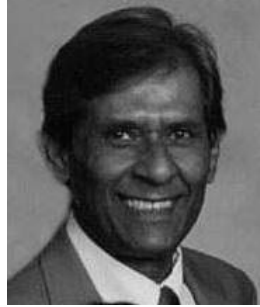
আবার যায় যায়; গুন গুন করে গান গায়।



## *Sharodiya Anjali 2009*



### **Dark Age: The Golden Age of Architecture & Planning**



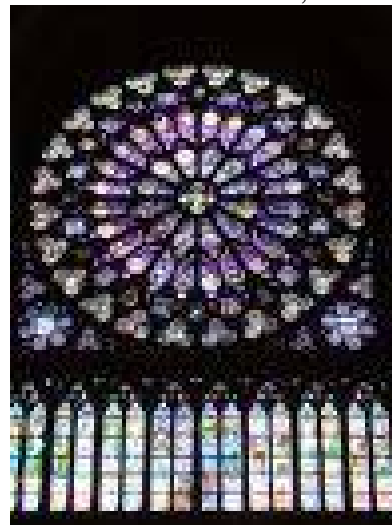
- A. N. 'Shen' Sengupta

Between the collapse of the Roman Empire and the rise of powerful kings in Europe we see a period lasting about six centuries (approximately, 400 A.D. till 1000 A.D.), during which regional or local feudal lords ruled the different parts of Europe. There was much insecurity in particular in the Norman's lands, where marauders ruled. These centuries, collectively known as the medieval age, have been labeled by historians also as the Dark Age. The shining light was provided by the rise of Christianity in every corner of Europe. The interaction gave rise to the golden age of architecture and planning in the middle of the so-called Dark Age.

Cathedrals, better known as Gothic Cathedrals, were built in an amazing number in large and small towns. People put their total love and devotion and a very large share of their resources toward building them. The results were some of the finest examples of architecture ever produced by humanity. Few buildings in any age, preceding and succeeding these few centuries, anywhere in the world, can compare with these buildings in their uplifting spirit externally and internally, in their truthful expression of the ingenious and highly efficient structural system holding up the lofty and airy structures, in their frugal use of scarce building materials, and in their use of light and color for spiritual upliftment.



Notre Dame Cathedral, Paris



Gothic Cathedral Windows





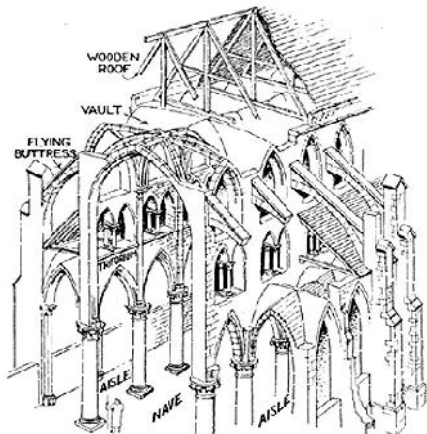
## Sharodiya Anjali 2009



It is rather difficult to describe this great achievement in a few short paragraphs. What follows therefore is a mere glimpse. The prime purpose of building the cathedrals was not to impress the people with their pomp, size and exuberant decorations, as was common in the preceding and following centuries, but to evoke a sense of oneness with the Almighty. The external and the internal profiles of the building echoed two slender hands meeting in prayer. Even though externally thin and open (flying) buttresses were added to support the central tall and slender structure, they remained exposed and gave the special character unique to the gothic cathedrals. Slenderness was pursued as a virtue in all external and internal structural and the few non-structural elements. This again was to express and evoke spirituality. Roof vaulting was made of pointed arches made of slender stone ribs and thin infill stone slabs. The minimalist form was almost the most efficient in bringing down the vertical and horizontal thrusts to the ground.



Left: Gothic Cathedral Interior



Right: Gothic Cathedral Construction

A most notable feature of these cathedrals was the use of huge stained glass windows, the circular ones sometimes measuring up to 60 feet in diameter, which while acting as an open Bible, provided light to the interior in profusion and expressed beautifully the mood of the day outside. Few decorative elements can evoke the glory of these colorful windows, built with readily evident love and care.

All this is in marked contrast to the many highly acclaimed buildings of today, which are often clad in forms, which are not truthful expressions of the buildings within. As a result whereas the gothic cathedrals have stood the test of time in every conceivable way, it is doubtful if many of today's buildings will be remembered as more than a passing fad.

The townships, which almost literally huddled around the cathedrals and the public squares in front of them, were perhaps the finest examples of human habitation ever built anywhere and in any age. They were mostly enclosed with a circular wall for not only the most efficient use of building materials but also to deny a potential invader any hidden corners. A surrounding and often-covered two-storey wall provided the dwellers a means to watch the surrounding countryside and safeguard the town. Access to the town was controlled by a limited number of gates, from which the main streets led into the town. All other streets were deliberately narrow, curved and progressively dead-ended so that outsiders (invaders) could not easily find their way. The houses were placed next to each other with common walls for efficient use of materials and space and to economize on energy use. Shops and other businesses were on the first floor. The houses also had small backyard gardens, which doubled as sources of light and air. The entire environment was intimate and user-friendly.



## Sharodiya Anjali 2009



Medieval Town Map, The Hebrew University of Jerusalem and the Jewish National and University Library



Medieval Town Street

These towns, with their centrally placed cathedrals and without any notable changes, exist even today, not only in Europe but elsewhere. A rather surprising example is Thanjavur township in India. To accommodate modern-day car traffic some have developed ingenious ways. During office hours no cars can enter the town and consequently the entire town with all its streets becomes pedestrian. Only in the early morning and in late evening cars and service vehicles are permitted inside. Large and efficient parking garages have been built on the periphery for all.



Thus the towns remain highly compact and pedestrian-friendly even today. The vibrance of life within, with carefree pedestrians, small mama-and-papa shops, shaded streets, music and variety shows in the squares and ever-changing street-vistas provide an experience which is completely missing in today's urban scenario, which is dominated by cars and vast asphalt spreads to serve them, cookie-cutter mega-mansions and totally separated mega shopping, office and other complexes. Also, the cost of building and maintaining a medieval town pales by comparison with that of building a sprawl for a given number of people. Is anyone listening???

All photos: courtesy: google images

\*\*\*\*\*



## If I Was A Bird...

*Shayak Chaudhuri*

*9 years old*

Oh, I wish I was a bird,  
Then I could travel around the world!  
I would have beautiful feathers  
To protect me from any weather.  
I would have a scarlet beak  
So to others I could speak.  
I'd love to eat delicious seeds,

And hop around from tree to tree.  
I'd use twigs to build my nest,  
So that it would be the best.  
My wings would help me with my flight  
All through the day and through the night.  
And when the moon shines over town,  
And the sun is not around,  
I'd sit by a window where a baby cries,  
And put him to sleep with my lullaby.



For over 10 years, The Palace Indian Restaurant has been specializing in authentic Indian cuisine providing exemplary service in a pleasant atmosphere becoming the most well respected Indian restaurant in the metro-Atlanta area. The Palace is located in the heart of Peachtree Corners (Norcross, Georgia), with easy access to I-85 and I-285.

The main restaurant seats 100 people and our state-of-the-art banquet facility can hold up to 300 people making it a great choice for a variety of private or corporate functions. We use the freshest ingredients and maintain an extensive menu to satisfy your hunger any day of the week.

Palace Restaurant & Banquet Halls  
6131 Peachtree Parkway  
Norcross GA 30092

Tel: 770-840-7770  
Fax: 770-840-9509  
Email: [akothary@thepalaceatl.com](mailto:akothary@thepalaceatl.com)



## ট্যানা-র পিসী

--নচিকেতা নন্দী

স্কুলে ক্লাস এইট থেকে নাইনে ওঠার পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট ভালো হল না। সারাদিন ফুটবলে পা চালিয়ে সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে অবশ্য তার চাইতে বেশি কিছু আশাও করি নি। কিন্তু বাড়ীর অভিভাবকদের বিশেষ করে বাবার চিন্তা ছিল অন্যরকম। রেজাল্ট নিয়ে ফেরার পরদিনই উনি আমায় ডেকে বললেন, ‘ট্যানা, এবছর ভাল রেজাল্ট করার জন্য তোমায় একমাস পিসীর কাছে গিয়ে থাকতে হবে, কালকেই তোমাকে পিসীর কাছে রেখে আসব, আজ রাতের মধ্যে তোমার বইখাতা, জামাকাপড় গুছিয়ে রাখবে।’

নাইনের সেশন শুরু হওয়ার আগে যে একমাস ছুটি ছিল তা নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। তার সঙ্গে এসে জমলো ভয়, কারণ আমার এই পিসি ছিলেন ভীষণ রাশভারি জাঁদরেল মহিলা। উনি থাকতেন কৃষ্ণনগর থেকে আট কিলোমিটার দূরে বেলপুকুর গ্রামের কাছে। সেই সময় বেলপুকুর বেশ নাম করেছিল স্বনামধন্য কালীকীর্তনগায়ক বাপ ও ছেলে গণপতি পাঠক আর জয়ন্ত পাঠকের বাসস্থান হিসেবে। এছাড়াও এককালে আকাশবাণীর সংবাদপরিবেশক দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় এই গ্রামের ছেলে ছিলেন, ওঁনার বাবা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের তৈরি বাড়ী এখনও রয়েছে ওখানে।

আমার পিসী সুরবালা দেবী ছিলেন ওই গ্রামের একমাত্র স্কুলের দিদিমণি, গ্রামের বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন কারণ পিসেমশাই আমার ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন আর একমাত্র ছেলে বল্টুদা মিলিটারিতে কাজের সূত্রে কান্ধীরের দিকে কোথাও একটা থাকতেন। স্কুলের ছাত্ররা পিসীকে যেমন ভয় করত তেমনই ভালোও বাসত। কোন কারণে কেউ স্কুল কামাই করলে পিসী তাদের বাড়ী চলে যেতেন, খোঁজ নিতেন আর অসুখ বিসুখ করলে নিজের পয়সায় ওষুধপত্র জোগাড় করে দিতেন। পিসী কখনও কোন ছাত্রকে মারধোর করেছেন বলে শুনি নি কিন্তু পড়া তৈরি না করলে উনি এমন কড়া

শাস্তি দিতেন যে ছাত্রেরা তাঁকে ভীষণ ভয় করত। এছাড়াও ওঁনাকে ঘিরে ছাত্রদের মধ্যে নানারকম কথা চালু ছিল। ওঁনার বাড়ীতে নাকি অনেক রাত পর্যন্ত আলো দেখা যেত জানালার ফাঁক দিয়ে আর তার মধ্যে পিসেমশাইকে দেখা যেত রাতের খাওয়াদাওয়া করছেন।

এহেন পিসীর বাড়ী যেতে আমার আপত্তি থাকলেও শুনছে কে? পরদিন বাবার সঙ্গে সকালবেলার ট্রেন ধরে দুপুরের দিকে একটু বেলা করে পিসীর বাড়ী গিয়ে উঠলাম। পিসী বাবাকে অভয় দিয়ে বললেন, তুই কোন চিন্তা করিস না কেই, ট্যানাকে আমি এমন তৈরি করে দেব, ও মাধ্যমিকে ঠিক ফাস্ট ডিভিশনে পাশ করে যাবে। বাবা তো পিসীকে প্রণাম ট্রনাম করে সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে গেলেন, পিসী আমায় হাত পা ধুয়ে নিতে বললেন। বাড়ীর পেছন দিয়ে জলঙ্গী নদী বয়ে চলেছে, সেখানে ঘাটে আমায় নিয়ে গেলেন। হাত পা ধুয়ে পরিস্কার হয়ে পিসী আমায় খেতে দিলেন। তখনও ওখানে বিদ্যুত পৌঁছয় নি, লন্ঠন বা কুপির আলোতে রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হত। দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলাম, পিসী আমার পড়াশোনা নিয়ে কিছু খোঁজখবর করলেন, হঠাৎ নিজের মনে বলে উঠলেন, ‘দইটা ওপরের তাকে রয়ে গেল, পেড়ে আনতে খেয়াল হল না’। বলতে না বলতেই দেখি দইয়ের হাঁড়িটা আমাদের দুজনের মাঝখানে কেউ যেন দিয়ে গেল। পিসীকে জিগ্যেস করতে বললেন, তুই চিনবি না, এখন খেয়ে নে।

এরপর পিসী আমায় বিছানা করে দিয়ে শুয়ে পড়তে বললেন; আমিও বেশ ক্লান্ত থাকায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এল না, শুনতে পেলাম পিসী তখনও কিছু ছোটখাটো কাজ করে চলেছেন, বাসনপত্র গুছিয়ে রাখছেন। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ....



## Sharodiya Anjali 2009



ঘুমের মধ্যে দেখতে পেলাম পিসীর বাড়ীর সামনে  
গাবগাছটার ওপর ব্রহ্মদত্তি এসে বসল, তার বিশাল  
বিশাল পা দুটো পিসীর বাড়ীর ছাদে তুলে দিয়েছে। লাল  
ভাঁটার মতো চোখদুটো যেন আমার দিকে তাকিয়ে  
মুচকি মুচকি হাসছে। মানুষের পৈতে হওয়ার  
দু'তিনদিনের মধ্যে মারা গেলে তারা ব্রহ্মদত্তি হয়ে যায়  
– সেজন্য আমি তাকে দেখে পৈতে হাতে চেপে ধরে  
রাখলাম আর তার দিকে সোজা তাকিয়ে রইলাম।  
কিছুক্ষণের মধ্যে সে আমার চোখের সামনে থেকে চলে  
গেল। কিন্তু আমার ঘুমও তখন ভেঙ্গে গেছে; শুনতে  
পেলাম পেছনের দরজায় পিসী যেন কাদের সঙ্গে কথা  
বলছেন। পা টিপে টিপে উঠে পেছনের দরজার দিকে  
গেলাম।

পিসী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চারজন আমার  
বয়সী ছেলের সঙ্গে গল্প করছেন। আমায় দেখতে পেয়ে  
তারা হাঃ হাসতে হাসতে জলঙ্গী নদীর ওপর দিয়ে  
মিলিয়ে গেল। পিসীও দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরে ঢুকে  
এলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘পিসী, ওরা কারা? এত  
রাতে তোমার কাছে এসেছিল কেন?’  
পিসী বললেন, ‘ওরা আমার ছাত্র ছিল, আমায় খুব  
ভালোবাসত। গতবছর বর্ষার সময় জলঙ্গী নদীর জল  
যখন বেড়ে যায়, সাঁতার কাটতে গিয়ে ওরা চারজনেই  
ভেসে যায়, ওদের আর খোঁজ পাওয়া যায় নি।  
প্রতিদিন রাতের বেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ওরা নদী  
থেকে উঠে আসে, আমার কাছে প্রতিদিনের পড়া তৈরি  
করে যায়।’

পিসী আমায় চিন্তা করতে না করে ঘুমিয়ে পড়তে  
বললেন, উনিও নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমি  
এখন কি করে ঘুমোই? আমার মনের মধ্যে ওই  
চারজন এসে ভীড় করেছে, আস্তে আস্তে আমার  
একটু ভয় করতে শুরু করল। আমি আবার উঠে  
পড়লাম, পিসীর ঘরের দিকে গেলাম।

পিসী শুয়ে পড়েছেন, মশারির মধ্যে দিয়ে ওঁনাকে  
আবছা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ কী? মশারিটা  
দাঁড়িয়ে আছে কি করে? মশারির চারটে খুঁট  
সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কোন কিছুর সঙ্গে  
বাঁধা নেই। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে নিজের ঘরে  
এসে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে ভোর হল, পিসীও  
উঠে পড়েছেন; আমি আর থাকতে না পেরে  
পিসীকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘মশারি কি করে দাঁড়িয়ে  
ছিল?’

উনি বললেন, ‘ওরা চারজন আমায় এত  
ভালোবাসে, আমি ঘুমিয়ে পড়লে সারারাত মশারির  
চারটে খুঁট ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের অনেকবার  
আসতে বারণ করেছি, কিন্তু কে শোনে কার কথা;  
তাই এখন আর ওদের কিছু বলি না।’





# Am Dent, Inc.



## Dental Care For Entire Family Dr. NAZNEEN S. DALWAL, DMD

- Cleaning and Gum Treatments
- Bleaching, Bonding and Veneers
- Crowns and Bridges
- Tooth Colored Fillings
- One Hour Whitening (\$250)

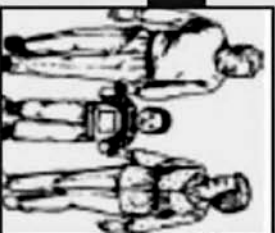
- Dentures & Partial
- Extractions
- Bad Breath Treatment
- Root canal Treatments
- Snoring Problem
- Thumb Sucking Problem
- Teeth Grinding Problem

*Let us give you a winning smile*

**NOW OFFERING  
AFFORDABLE BRACES  
(ORTHODONTICS)**

**দাঁত থাকতে**

**দাঁতের মর্যাদা দিন**



### Late Evening & Week-End Hours

Most Insurance Accepted

Medicaid (under 21) Peachcare

Major Credit Cards

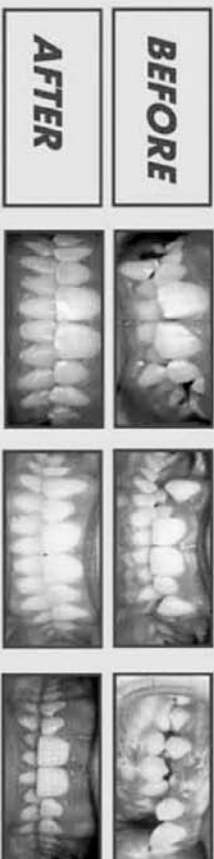
Discounts on Direct Payment



CALL DR. DALWAL'S OFFICE NOW  
FOR BIG SAVINGS ON YOUR BRACES

895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047

**Ph: 770-279-5000**





## Sharodiya Anjali 2009



### একটি খন্ড পরিক্রমা

--তপেন ভট্টাচার্য্য, জব্বলপুর

পস্থিয়ার শিব মন্দিরের অষ্টিয়ান সাধু নর্মদাশঙ্করজী বললেন - “রাস্তা বহুত কঠোরা”

আমাদের মাথায় তখন রাস্তার কঠোরতা নয়, ঘুরছিল অন্য চিন্তা। আমাদের জিনিষপত্র বইবার জন্যে জনা তিনকে মালবাহক প্রয়োজন। উত্থান একাদশীর দিন ঔস্কারেশ্বরে একটি পঞ্চক্রেশী পরিক্রমার আয়োজন হয়। হাজার হাজার মানুষ এতে অংশ নেয়। শেষ দিনটিতে পস্থিয়া গ্রামের প্রায় সকলেই কোনও না কোনও কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই মালবাহক যোগাড় প্রায় অসম্ভব।

“উপায় একটা আছে।” জানালেন নর্মদাশঙ্করজীর সঙ্গী ভদ্রলোক। উৎসুক হয়ে তাকাই তাঁর দিকে।

“যদি সেক্রেটারি মনসারামজী এখানে আসেন; একমাত্র তিনিই একাজ করতে পারেন।”

শুনলাম তাঁকে পাওয়াও প্রায় অসম্ভব। যাত্রা বাতিল করে ফিরে আসা ছাড়া উপায় দেখছি না। হতাশ হয়েই মন্দিরের চাতালে বসে ভাবছি মা নর্মদা কি সদয় হবেন না! আমি ও মেজদা পরস্পরের দিকে চেয়ে অলৌকিক কিছু আশা করছি।

“নর্মদে হর! লিজিয়ে মনসারামজী আ গয়ে।” জানালেন নর্মদাশঙ্করজী। আমরা তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছি। মনে মনে মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। “আপনারা মালপত্র নিয়ে সকালে চলে আসুন। সেবক পেয়ে যাবেন।” সব শোনার পর মনসারামজী বেশ জোর দিয়েই বললেন। অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ধর্মশালায় ফিরে আসি।

জানি না কে এবং কবে নর্মদার প্রথম পরিক্রমা করেন এবং এক পরস্পরার সূত্রপাত হয়। সেই সূত্র ধরে পরিক্রমা বাস্তবায়িত হয় এবং আজও হয়ে চলেছে। এর অর্থ এটাই যে সমাজে এর প্রয়োজন আছে। এটা নিরর্থক নয়। অর্থহীন কিছু শত শতবর্ষ ধরে প্রচলিত থাকতে পারে না। সেই সূত্রে নর্মদার উত্তর তট ধরে একটি খন্ড পরিক্রমা করার উদ্দেশ্যে আমরা ঔস্কারেশ্বরে এসেছি। আমরা মানে আমি, আমার স্ত্রী - দীপ্তি, মেজদা - দীপেন এবং বৌদি - মীরা।

২০শে নভেম্বর ২০০২, সকালে জিনিষপত্র নিয়ে মামলেশ্বর ঘাট থেকে মোটর বোটে পস্থিয়া ঘাটে গিয়ে নামলাম। পস্থিয়া (যাকে কিনা পরিক্রমাবাসীরা অর্থাৎ যারা পরিক্রমা করেন, চৌবিশ অবতার বলে থাকেন) ঘাট থেকে চিন্তারাম ও তার ভাই, মালপত্র শিব মন্দিরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল সেই ভুটভুটিতেই।

মনসারামজীর নির্দেশে, একটু পরেই তিন যুবা সেবক - হয়। দু একটি গরু শরীর এলিয়ে জাবর কাটছে। পাশ দিয়ে সুন্দরী নর্মদা দুই প্রান্তে বাঁক নিয়ে বয়ে চলেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি।

সুখরাম, জগদীশ প্রসাদ এবং রাজু এসে হাজির। জিনিষপত্র বুঝে নিয়ে ভাগ করে নিল। ওদিকে মন্দিরের দরজা দিয়ে ঘোমটা দেওয়া তিনটি নারীমূর্তি নীরবে এসে দাঁড়াল। তিন সেবকের মা এরা। ছেলেরা পাঁচ/ছয় দিনের জন্য বাইরে গেলে খরচাপাতির জন্যে অগ্রিম টাকার প্রয়োজন। টাকা নিয়ে ফিরে গেল ওরা নিঃশব্দে।

সব ঠিক হলেও রওনা দিতে সাড়ে দশটা বেজেই গেল। রোদ তখন বেশ চড়া। গ্রাম পেরিয়ে পাহাড়ী পথে উপরে উঠে এলাম। সেগুন, ধাবা, অঞ্জন ও আমলকী গাছের ছায়ায় ছায়ায় পথ এগিয়েছে। নর্মদা এখন দৃশ্যমান নয়। তট থেকে সরে এসেছি। মাঝে মাঝে পথের পাশে বড় বড় দীঘি, বাঁধান ঘাট, গাছের ছায়া দীঘির জলে কাঁপে।

দীঘির ঘাটে গাছের ছায়ায় বসি। মৃদু বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। ঘাটেই বসে দুই বিধবা পরিক্রমাবাসী বার্তালাপ করছে। সঙ্গে ওদের পুরুষ সাথীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে।

এক মহিলা বলছে - “কেন মরতে এই কষ্ট করতে এলি? তোর তো আর আমার দশা হয়নি।”

দ্বিতীয়ার উত্তর - “জানিস না তো আমার পুত্রবধূটি কেমন। কথার বিষে আমাকে জ্বালিয়ে মারছিল। দু বেলা পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দিত না।”

প্রথমা - “কি আর বলি। ভাঙুরের সংসারে লাথিঝাঁটা খেয়ে, দুটি অন্নের জন্যে অপমান সয়ে আর কাঁহা তক থাকা যায়। মা নর্মদার নাম নিয়ে তাই বেরিয়ে পড়েছি।

মা নর্মদার কাছে শরণ নিয়েও সাংসারিক ক্লেশ এরা ভুলতে পারছে না। কথা আর এগোল না। দলের মুখিয়া তাড়া লাগাতেই উঠে রওনা দিল।

আমরাও রওনা দিই। গাছপালার মাঝ দিয়ে পথ গেলেও উত্তাপ কিছু কম নেই। প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর নর্মদা তীরে একটি গ্রাম - বখতগড়-এ পৌঁছলাম। বিশাল এক অশ্বখের নীচে বাঁধান চাতালে বসে আছে জনাকুড়ি পরিক্রমাবাসী - স্ত্রী ও পুরুষ। এদের মধ্যে একটি বড় সড় দল এসেছে খান্ডোয়ার এক গ্রাম থেকে। বয়েস প্রায় সকলেরই পঞ্চাশের উর্দ্ধে।

দলের কয়েকজন আহার প্রস্তুতে ব্যস্ত। সুখরাম চা বানিয়ে বানরুটির সঙ্গে আমাদের খেতে দিল।





## Sharodiya Anjali 2009



কুড়ি পঁচিশ ঘরের এই গ্রামটি দুপুরের রোদে বিশ্রাম নিচ্ছে। গাছপালার আধিক্য নেই। বাতাসে গাছের ডাল আন্দোলিত হচ্ছে। গ্রাম্য পথে জন মনিষ্য নেই বললেই হয়। দু একটি গরু শরীর এলিয়ে জাবর কাটছে। পাশ দিয়ে সুন্দরী নর্মদা দুই প্রান্তে বাঁক নিয়ে বয়ে চলেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। “আপনারা কি পরিক্রমা করছেন?” দলের মুখিয়া গিরিধারীলালজী প্রশ্নটি করলেন।

“আমাদের এটি খন্ড পরিক্রমা, দিন পাঁচেকের।” উত্তর দিই। “আশাকরি নর্মদার সৌন্দর্য্য আপনাদের ভাল লাগবে। আমার এটি দ্বিতীয় পরিক্রমা। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণেই তো আবার এসেছি।” বললেন মুখিয়া।

জানতে চাই - “আপনাদের দলে শ্বেতবসনা এক যুবতীকে দেখলাম। এই বয়সে তার এ বৈরাগ্য কেন?”

- “সে এক করুণ কাহিনী। পরে একসময় শোনাবা এখন রওনা দিই।” বলে মুখিয়া হাঁটা দিলেন।

উপরে সূর্য আশুন ছড়াচ্ছে। আমরা অড়হর ক্ষেতের মাঝ দিয়ে হেঁটে চলেছি। হাওয়া অড়হর গাছকে দুলিয়ে যাচ্ছে। যেন প্রকৃতির এলো চুলে বাতাস হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। শরীরে কিন্তু ঘাম বরার বিরাম নেই। শীত আসতে এবার এত দেরি হচ্ছে কেন কে জানে।

আমাদের আসতে দেখে এক গ্রামবাসী টেঁচিয়ে বলল - “এ পথে নয়, ওদিকের রাস্তা দিয়ে যান।”

সরে এলাম ঠিক পথে। গাছপালা নেই এখানে। এরপর এল বালুময় পথ। পা ঢুকে যাচ্ছে বালিতে। এগোতে সময় লাগছে বেশী। পদযাত্রা এখানে কষ্টকর। আর একটু এগোতেই খুশীতে মন উছলে উঠল - “ঐ তো নর্মদা।”

বালির ঢাল বেয়ে অতি কষ্টে নেমে এলাম নর্মদা তটে। সবুজ গালিচার মত ঘাসে ছেয়ে আছে তীরভূমি। অনায়াসে হেঁটে চলেছি। কয়েকটি জেলে নদীতে মাছ ধরছে - নিঃশব্দে। পাষাণের সঙ্গে নদীর যে সংঘর্ষ তাছাড়া কোনও শব্দ নেই এখানে। সামনের তটে উঁচু পাহাড়, গভীর অরন্য। বৌদি সবুজ গালিচার উপর দিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে চলল খালি পায়ে।

সবাই ক্লান্ত, তবু হেঁটে চলেছি সবাই। বিকেল চারটে নাগাদ কনাড় সঙ্গমে পৌঁছলাম। সামনের তটে উঁচু পাড়ে রামপুরার মন্দির দেখা যাচ্ছে। কনাড় নদীর বালুময় তট ধরে কিছুটা এগিয়ে একটু বিশ্রাম নিলাম। শেষে কনাড় নদী পার করি। হাঁটু অবধিও জল নেই, দশ ফিট চওড়া নদীর এই অংশটুকু পেরোতে বেগ পেতে হল না মোটেও।

উঁচু পাড় ভেঙ্গে উপরে উঠে রাম মন্দিরে এলাম। খান্ডোয়ার দলটি আগেই এসে পড়েছে। ঘাসে ছাওয়া একটি চালার নীচে আশ্রয় নিয়েছে। মন্দিরের পুরোহিত এলেন একটু পরে - মোটর বাইক চালিয়ে - পিছনে স্ত্রী। বাজার করতে গিয়েছিলাম পিপরি-তে। আমাদের একটি ভাল ঘর দিলেন রাত্রি বাসের জন্যে।

চা খেয়ে কনাড় নদীতে স্নান করে এলাম। সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

উঁচু কাঠের জ্বালে খিচুড়ি রাঁধছে বৌদি ও দীপ্তি। দ্বাদশীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। চরাচর ভেসে যাচ্ছে চন্দ্রালোকে! উঁচু পাড় থেকে কনাড় সঙ্গমকে স্বপ্নলোক মনে হয়।

মন্দিরে ফিরে দেখি সীতারামজী হারমোনিয়াম বাজিয়ে ভজন ধরছেন। পাশে বসে পুরোহিত - নন্দকিশোরজী এবং অন্য পরিক্রমাবাসী। সকলেই ভক্তিরসে বিভোর।

চাঁদের আলোয় খোলা আকাশের নীচে বসে আমরা খিচুড়ির সন্ধ্যাবহার করলাম - আচার ও পাপড় সহযোগে। এখনই শয্যা নিতে মন চাইল না। পায়ে পায়ে কনাড় সঙ্গমে গিয়ে দাঁড়লাম। খান্ডোয়া দলের মুখিয়া আগেই সেখানে বসে আছেন। বললেন - “এই সৌন্দর্য্যই আমাকে বারবার এখানে টেনে আনে।”

কথায় কথায় সেই যুবতী মেয়ে - ফুলিয়ার কথা উঠল। মুখিয়া বললেন - সব সুখ কি সকলের সয়। স্বামী, পুত্র নিয়ে সুখের সংসার, স্বপ্নের মত কাটছিল দিন। একান্নবর্তী পরিবারের সকলের প্রিয় ছিল ফুলিয়া - পরিশ্রমী, মধুর স্বভাব। দুই দেওর, জা, তাদের ছেলেমেয়ে, শ্বশুর, শাশুড়ি - ভরা সংসার। বেশ কাটছিল। এক রাতে সাপের দংশনে একই সঙ্গে হারাল স্বামী, পুত্র। কি হাহাকার ফুলিয়ার তখন - “আমাকে কেন দংশাল না সাপো।” দিন কাটে। পরিবারের প্রায় সকলেই তাকে ডাইনি আখ্যা দিল। অহর্নিশি বলতে লাগল - “ডাইনি, স্বামী পুত্রকে খেয়েছিস। এবার আমাদের খেতে চাস। অপয়া, বিদেয় হ বাড়ি থেকে।”

ফুলিয়া দিশেহারা। কি করবে, কোথায় যাবে সে। শেষে আমার কাছে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ল। আমরা তখন পরিক্রমায় বেরব বলে তোড়জোড় করছি। বললাম - “তুইও আমাদের সঙ্গে চল। মা নর্মদা তোকে শান্তি দেবেন।”

করুণ এই কাহিনী শুনে কারও মুখে কথা সরে না। হঠাৎ অস্ফুট কান্নার শব্দে তাকিয়ে দেখি কিছুদূরে দাঁড়িয়ে ফুলিয়া। পায়ে পায়ে কখন এসে দাঁড়িয়েছে। মা নর্মদার কাছে কি চাইছে সে? তার প্রার্থনা কি পূর্ণ করবেন তিনি!





## আমার চোখে আমেরিকা

-শ্রীমতী গায়ত্রী গঙ্গোপাধ্যায়

আমি একজন মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহবধূ। পয়ত্রিশ বছর ধরে দিল্লীতে বসবাস করছি স্বামীর চাকুরীর সূত্রে। আমাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে থাকে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। ছেলে আমেরিকার হিউস্টনে থাকাকালীন আমরা পাঁচবার সেখানে গেছি। ২০০০ সালে আমরা ফিলাডেলফিয়া, বাফেলো, নায়েগ্রা ফল্‌স, নিউ-জার্সি, নিউ-ইয়র্ক, অস্টিন, স্যান অ্যানটনিও, নাসা-স্পেস সেন্টার, গ্যালভাস্টন ইত্যাদি অনেক জায়গায় ঘুরেছি।

২০০৬ সালে ছেলে চাকুরীর সূত্রে অ্যাটলান্টা চলে আসার পর আমরা প্রথম জর্জিয়া স্টেটের রাজধানী অ্যাটলান্টায় আসি ২০০৭ সালে। ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা শহরটি খুবই সুন্দর। চারদিকে প্রাণ মাতানো সবুজের ছোঁয়া। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে এবং রাস্তার দুপাশে রং-বেরঙের নানান ধরনের ফুলের মেলা। কাঠের তৈরী বাড়িগুলি উঁচু-নীচু ছোট ছোট পাহাড়ের গাঁ ঘেষে যেন ছবির মত আঁকা রয়েছে। এখানে অনেক ভারতীয় লোক বাস করে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে সবদিক দিয়েই খুব সাহায্য করে থাকে। এখানে প্রচুর বাঙালীও আছে। শুনেছি এখানে কয়েকটি দুর্গাপূজাও খুব ধুমধামের সঙ্গে মানানো হয়। বুফোর্ড-ড্যাম পিকনিক স্পটে একটি বাঙালী সংস্থা ‘পূজারী’র আয়োজিত এক পিকনিকে গিয়ে মন ভরে গেল সবার ঐকান্তিকতায়। আমেরিকায় একসঙ্গে এতজন বাঙালীকে এক জায়গায় দেখার এবং সবার সাথে বাংলায় কথা বলার সুযোগ এই প্রথম হল। অ্যাটলান্টায় এই নিয়ে দুবার এসেছি, কিন্তু কোনবারই দুর্গাপূজাতে থাকতে পারিনি।

আমেরিকাতে সবাই খুব ব্যস্ত থাকে এবং বাজে সময় নষ্ট করার মত সময় কারো কাছেই নেই। সারা সপ্তাহে সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত থাকে। শনিবার ও রবিবার ছুটির দিন দুটোতেই সমস্ত সামাজিক মেলামেশা ও অন্যান্য কাজকর্ম করার সুযোগ হয়। এই দুইদিনেই মাঝেমাঝেই কেউ না কেউ তাদের বাড়িতে অথবা কোন লেকের ধারে, চেনা জানা ফ্যামিলিদের ডেকে নিয়ে ঘরোয়া পার্টির আয়োজন করে থাকে। আমরা সবাই মিলে মাঝেমাঝে কাছাকাছি কোন সুইমিং পুলে যাই। একবার আমাকে জলে নাবতে দেখে আমার নাতি ও নাতনি ভয় পেয়ে বলে উঠল ‘দিদা জলে নেমো না, ডুবে যাবো।’

তারপর আমাকে সাঁতার কাটতে দেখে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। ভারতের মত ঘরের কাজ করার কোন লোক আমেরিকায় কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে প্রায় সব কাজই মেশিনের সাহায্যে হয়ে যায় আর বাকি সব কাজ নিজেদের করতে হয়। এখানে অনেক ভারতীয় দোকানও রয়েছে যেখানে প্রায় সবরকমের ভারতীয় মশলাপাতি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এখানে বাংলাদেশী কয়েকটা দোকান আছে। সেখানে কাঁচের আলমারিতে রাখা বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় দেশী মাছের বিপুল সমারোহ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মাছ ছাড়াও সেখানে দেশী শাকসব্জি, মশলা, বাংলা ডিভিডি, বাঙ্গালী মিষ্টি ইত্যাদি নানান জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে।

এখানে গাড়ির লাইসেন্সের অভাবে আমরা নিজেদের ইচ্ছে মত যেখানে খুশি সেখানে যাতায়াত করতে পারি না। কলোনির মধ্যে অবশ্য পায়ে হাঁটার রাস্তা রয়েছে। হাঁটতে বেরিয়ে মাঝে মাঝে ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা হলে কথাবার্তাও হয়। কখনও কখনও আমেরিকানদের সঙ্গে দেখা হলে ওরাও চলতে চলতেই হাসি মুখে হাত নেড়ে সম্বোধন করে। ভারতের মত এই দেশে জল বা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইয়ের কোন সমস্যা নেই। বাড়ির সামনের এবং পেছনে বড় বড় লনগুলোতে স্প্রিংক্লারের সাহায্যে রোজ পূর্বনির্ধারিত সময়ে ঘাসে ও গাছে জল সেচ করা হয়।

আমেরিকার প্রত্যেকটি জায়গারই রাস্তাঘাট খুব সুন্দর আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গাড়ীর স্টিয়ারিং-হুইল বাঁদিকে আর গাড়ী চলে রাস্তার ডানদিক দিয়ে। এখানে টয়লেটকে বলা হয় রেপ্ট রুম, পেট্রলকে গ্যাস আর রান্নার গ্যাসকে বলা হয় কুইং গ্যাস। রাস্তার দূরত্বের মানদণ্ড হল মাইল, ওজনের পরিমাপ হচ্ছে পাউন্ড, মাপদণ্ড হল ফুট, ইঞ্চি ইত্যাদি। এখানে ইলেকট্রিক সুইচ উপরে চাপলে বাতি জ্বলে আর নীচে চাপলে বাতি নেভে। সব মিলিয়ে নানান বৈচিত্র্যতার স্বকীয়তা বহন করে আমেরিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি দেশ। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই দেশ অন্যান্য সব দেশের চাইতে বেশী অগ্রসর হলেও আমেরিকা শুধু মাত্র সব দেশের চাইতে একদিন পিছিয়ে আছে পৃথিবীর ঘড়ির সময়ের কাঁটায়।



## *Sharodiya Anjali 2009*



### **ENCHANTING EUROPE: A DREAM COME TRUE**

Meenu Mukherji

Europe had always been a faraway dream for me, something to be seen only on television screens and movies. So, when my husband mentioned that he was planning a European vacation in September this year, I could not believe my ears. My dream destination has always been Venice. I had seen so many documentaries on it, people swore by it being the most romantic city in the world. So I had to include it in our itinerary.

Finally we settled for Rome, Florence, Venice, Nice, Paris and London. The travel agent thought it was being too adventurous and brave considering we had a 2 year old son.

We landed in Rome and were mesmerized with the architecture. Everything required a second glance. The trip to the St. Peter's Basilica and the Vatican was nothing less than a pilgrimage and an art exhibition put together. I couldn't believe for quite some time that I was actually in Vatican City, which was overflowing some months back with people who had come to bid goodbye to Pope John Paul II. The next stop was the Trevi fountain, which is a fountain built in the second half of the 1700. It is a must see and is situated in the middle of 3 streets, where you least expect it. The statues in the centre represent Neptune supported by tritons on either side while rococo-style palace provides the perfect backdrop.



Tradition has it that throwing a coin over your left shoulder into the fountain guarantees a swift return to the world's most beautiful city.



We had to miss out on the Pantheon, the Roman Forum and the great Colosseum as the frequent consumption of gelatos played their part and my husband was down with an upset stomach. We did though see the Colosseum and the Roman Forum from outside. Another landmark was the Palazzo Venezia, Romans refer to it as the 'Wedding cake' or the 'Typewriter' because of its shape and colour. Shortly after WWI, the body of the unknown soldier was brought here and placed in the centre of the steps of the Vittoriano. It has a permanent armed guard. Palazzo Venezia was built during the second half of the 15th c. and was where the Venetian ambassadors to Rome stayed. Later it became the residence of the Cardinal of the Basilica of St Mark. It is true that Rome is an eternal city. We took the Eurostar from Rome to Florence and it was raining heavily in Florence. Since we had only one day in Florence we engaged a guided car tour, to take us to the hotspots of Florence.

Our first stop was the Academia gallery, it is perhaps best-known for Michelangelo's David, removed after four centuries from Piazza Signoria, and now exhibited in a specially constructed hall. Other works by Michelangelo include some of his "slave" series and his sculpture of San Matteo. Also featured is an impressive collection of paintings from the 13th to 16th century. Our guide gave us a whirlwind tour of Florence, showing us the Tuscan countryside, the house where Galileo stayed and his observatory. Santa Croce, the church which contains funeral monuments to intellectual, moral and religious figures from Italy's past, including Michelangelo, Machiavelli, Gioacchino Rossini, Galileo and Ugo Foscolo. Although exiled from Florence and buried in Ravenna,

Dante, father of the Italian language, is honored with a Cenotaph. We also visited the Piazzale Michelangelo, renowned for its panoramic views of Florence and the Arno valley, this terrace is a popular spot with locals and tourists. Created as part of major restructuring of the city walls, Poggi's sumptuous terrace is typically 19th century. In 1871, Poggi designed a monument base dedicated to Michelangelo. Another must see especially for women is Ponte Vecchio, the glorious bridge which is often referred to as the gold bridge, it is lined only by gold



## Sharodiya Anjali 2009



jewellery shops from end to end and the designs on display are so innovative and eye catching but not affordable. It was very hard for my husband to drag me off that street.

Our next stop was Venice my dream destination. When I landed there I was amazed that Venice actually didn't have any other mode of transportation other than the ferry. We actually had to cart our luggage from the train station to the hotel room. San Marco Square was straight out of a Hollywood movie. The number of pigeons on this square are ten times more than Gateway of India. The thing my son enjoyed the most here was feeding the pigeons. Venice is also very famous for Murano glasses, which are famous the world over, and Venetian laces. We had the most romantic gondola ride at night and the guide showed us the houses where Marco Polo and Mozart stayed. The night life in Venice is amazing. Another historical landmark is Ponte Di Rialto there are now lots of shops on the bridge selling all kinds of souvenirs and curiosities and fresh fruit, vegetable and fish markets line the streets in the bustling neighborhood.

The French Riviera was the next on our list. We headed towards Nice. Our hotel was right on Promenade De Anglais, and the view was breathtaking. The colour of the sea was a mixture of green, dark blue, light blue, and a colour which is difficult to describe. We took a bus tour across Nice which was the best thing we could have done. The bus tours have narrated tours in 6 different languages with headsets. We also went to the oldest monastery in Nice, The Matisse Museum, Cors Saleya a favourite meeting place for locals, the city's best-known pedestrian district is attractively laid out, filled with colourful stalls and lined with pleasant cafe terraces and restaurants. Monte Carlo, and Cannes are day trips from here and definitely doable.

From Nice we headed to Paris. We started our sightseeing from Notre Dame, which was walking distance from our hotel. Then we saw the Musee de Orsay, Place de la Concorde, Champs Elyses, Arc de Triomphe, and the great Eiffel Tower. Oh, yes!!!!!! we were the last batch of tourists to go to the Eiffel Tower at 11:30 p.m at night. The view is mind blowing and a little scary if I may say so. We also took a cruise down the river Seine. And last but not the least we did go to the Louvre and were able to catch a glimpse of Leonardo's Monalisa, Michaelangelo's Aphrodite, and the Dying Slave etc.

We also visited the Palace of Versailles, the largest in Europe; the palace housed 20,000 nobles and was the centre of the French Monarchy until the 1789 revolution which overthrew King Louis the 16th. Its 70 meters long hall of mirrors, the King and Queen's luxurious apartments and the Le Notre French style park owe Versailles a universal reputation as a perfect incarnation of French classicism. The Versailles palace was copied by many monarchs throughout Europe during the 18th century. The Versailles park (left) can also be a perfect destination for a day rest outside of Paris. Versailles can be reached in half an hour by train from Paris. We recommend you the "Grandes eaux musicales", a fountain and music show in the marvellous setting of the park.

Our return to London was via the Eurostar from Paris and we were totally fagged out. We reached London and after freshening up we set out for our conducted bus tour and after some time we realised that all of us had dozed off. We took our transatlantic flight back to Atlanta and out of the 9 hr flight my son cried for 8 hours and by the time we reached home we swore not to go on such a hectic trip again with such a small child. We needed another vacation to get over this vacation.....

address for FBI

Michael A. Cannon

Chief, National Name Check Program Section

Records Management Division

935 Pennsylvania Avenue N.W

Washington DC 20535-0001



## Sharodiya Anjali 2009



### Eurotrip!

--Rohan Mukhopadhyay



Radcliffe Camera, Oxford

This summer was a rather busy one. Just two days after my spring semester final exams had ended, I had to leave for England. I studied there for one month, after which I toured Western Europe for two weeks. Following that, I stayed in Segovia, Spain to study for six more weeks.

I was in England to study at Oxford University. I took an International Conflict class with Dr. Mark Sterns of University College within Oxford University. Oxford is split into 38 colleges, all of which operate individually. Classes were taught very differently from what I am used to. We had neither lectures nor textbooks. Instead, we were to read several books and articles in academic journals, and then come to class in small groups of perhaps eight students (seminars) to discuss what we had read. After 4 seminars, we had to synthesize everything that we had read into writing a series of three long essays for each future class. In these classes (called tutorials), there were only three students. We would discuss our essays in depth, getting quite a good

understanding of the subject material from the prior reading and subsequent discussion. Overall, although it was probably one of the hardest classes I have ever taken in my life, my time at Oxford was quite stimulating. I would love to return to study there one day.

I was so busy reading and writing during my time at Oxford that I hardly had any time to visit other locations in England. I did get to see the city of London for a day. It absolutely lived up to its reputation of being one of the most cosmopolitan cities in the world. For example, I saw a street nicknamed "Little Bangladesh" where all of the signs were written in Bengali. Other than London, the only other places in England I visited were Stonehenge and Salisbury Cathedral. Both were great, but London was far more fun.

Thankfully, after the month at Oxford I was more than able to make up for my previous lack of traveling. I backpacked through Lisbon, Madrid, Barcelona, and Paris for ten days, sleeping in Europe's excellent system of youth hostels. Some memorable moments: arriving in Paris only to find out that the bus company had lost my backpack, leaving me only the clothes I had on my back (they found and returned my bag five days later, thankfully); getting a guided tour through the Louvre Art Museum by a group of French military high school students (free admission by virtue of my Oxford ID Card!); watching a (brutal) bullfight in Madrid; storming a Portuguese castle in Lisbon; touring the Olympic Park in Barcelona; and eating the famous Parisian crepes firsthand.

At the end of these fun-filled ten days, I once more resumed duty as a student to study Spanish in the city of Segovia, Spain for six weeks through a program arranged by Georgia Southern University. The former capital of Spain, Segovia is a beautiful small town about an hour north of Madrid. It has been an important location since Roman times. Numerous ancient buildings are scattered throughout the city. Of



ROMAN AQUEDUCT  
SEGOVIA, SPAIN



## Sharodiya Anjali 2009



these, the most impressive three are the fifteenth century Gothic cathedral, the Alcázar (a fortress/citadel located at the highest point in the city), and the two thousand year old Roman aqueduct (a large structure similar to a cross between a bridge and water pipe for the purpose of bringing water to the city from the surrounding mountains). I stayed with a local family. My host father's name was Francisco (but he insisted that I call him by his nickname Paco), and my host mother's name was Visitación (Visi for short). Both of them are incredibly well read about history, politics, religion, and philosophy (among other things—half of Paco's personal library took up an entire wall of the house!). With their help, my Spanish improved significantly, and I learned about Spain's rich culture and history. My classes were interesting, but they were taught in the same lecture format as they are here normally. I took three classes: Spanish grammar, Spanish culture and history, and Spanish literature. The only thing that took me by surprise were the intensity of the writing assignments (we were expected to write an essay in Spanish every day for my literature class), but I was already quite used to intense workloads from Oxford.

Studying and discussing were not the only things I did. Every weekend, I visited a different Spanish city. During the six weeks, I explored Toledo, Salamanca, Avila, Madrid, Cordoba, Seville, and Granada. Describing these would take up far more space than I have here, but something special happened in Cordoba: I met two Bengali families out of the blue while standing in line to go to a twelfth century mosque! Katya and Soumya live in Los Angeles; Mala and Farouk in Heidelberg, Germany. They have been family friends for a very long time, and every year they tour a different part of Europe. I guess this just goes to show that we Bengalis can prosper anywhere on this planet.



Visi and Paco, my Spanish host-parents



Inside the Mosque-Cathedral with Katya, Mala, & Farouk

### আগে বড় হই --অজিত কুমার দে

জন্ম হউক যথা তথা  
এর চেয়ে হীন জন্ম পাব কোথা? হে বিধাতা!  
জন্ম নিয়েছি এ নয় মিথ্যা - নিভজোল সত্য কথা  
তবে জানিনা কে জন্মদাতা।  
মাসিরা ঠাট্টা করে বলে - হবে হয়তো  
বীর বা তোতা নয়তো গজাই বা শান্তা  
হতে পারে এক বা একাধিক হোতা।  
সেদিন ভাবলুম - চুলোয় যাক  
দিনরাত বাবুদের ফাইফরমাস খাটা,  
মাকে বলি যাব পাঠশালা,  
যেমন যায় নতু, সন্তু, বেলা  
মা কিছু বলার আগে - ঘুরে দাঁড়ায় তোতা,  
কাছে ডেকে দিল এক আদুরে ছাঁকা,

চিতকারে মায়ের ছুটল নেশা -  
গেলাশ ছুটল - লক্ষ্য তোতার মাথা,  
পরের কথা বলব না, বলার নয়।  
শেষে হল সমাধান -  
তোতাই দিল এক পাঠশালার সন্ধান,  
এক শুভদিনে হল যোগদান  
'পাঠশালায়' হল মিষ্টিমুখ।  
মা আর তোতা হল ঢুক ঢুক  
প্রণাম ঠুকলুম তোতার পায়ে  
কাছে টেনে নিল সোহাগে - আদরে  
সে দিনও লাগলো তাপ -  
নয় যন্ত্রনার পেলাম স্নিগ্ধতার এক গভীর ভাপ।  
এর পর? আগে বড় হই।



## পৃথিবীর বুকে স্বর্গ --জবা চৌধুরী

প্রতি বারের মতো এবারও আমাদের গ্রীষ্মের ছুটিটা দেশে কাটানোর প্ল্যান হল। আমাদের ছুটির দুটো পর্য্যায় আছে। যেদিনই আমরা টিকিট কাটার প্ল্যান করে দেশের বাড়ীতে ফোন করি - ও পাশ থেকে একটি প্রশ্ন ভেসে আসে - “এবার কোথায় যাচ্ছি আমরা?” ২০০২ সাল থেকে প্রতিবারই আমি আর আমার হাজব্যন্ড স্বপন - বাচ্চাদের নিয়ে প্রথম দেশের বাড়ী যাই এবং সপ্তাহ খানেক বা আরও কম বাড়ীতে কাটিয়ে তারপর বাড়ীর সব লোকজনদের নিয়ে ইন্ডিয়ার কোন না কোন জায়গায় বেড়াতে চলে যাই।

এবারে আমাদের প্ল্যান ছিল কাশ্মীর বেড়াতে যাবার। অপেক্ষায় ছিলাম কবে প্ল্যানটা ফাইনাল হবে। সবার সাথে কথা বলে যেদিন প্ল্যানটা ফাইনাল হল, মনটা আমার খুশিতে ভরে উঠলো। সেই কোন ছোটবেলা থেকে কাশ্মীর দেখার সখ ছিল আমার, কিন্তু কোন না কোন কারনে কখনই তা হয়ে ওঠেনি। সে যাই হোক, কাশ্মীর যাবার টিকিট কাটা হল বাচ্চাদের স্কুল শেষ হবার প্রায় দেড় মাস আগে। সেই থেকেই চলছিল আমাদের দিন গোনা . . . . কবে বাচ্চাদের স্কুল শেষ হবে, আর কবে আমরা এয়ার পোর্ট এর উদ্দেশ্যে বের হব।

বেশ কদিন থেকেই T.V. তে কাশ্মীরের গন্ডগোলের খবর আসছিল; কোথাও স্ট্রাইক তো কোথাও কার্ফ্যু। হতাশ হয়ে ভাবলাম - সেই ছোটবেলা থেকে কাশ্মীর দেখার যে সখটা ছিল, তা বোধহয় অপূর্ণই রয়ে যাবে।

মে মাসের শেষে স্কুল শেষ হতেই আমরা দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পয়লা জুন আমরা আমাদের আগরতলার বাড়ীতে পৌছলাম। সবাইকে নিয়ে আমাদের আবার বেরোনোর টিকিট ছিল ৭ই জুন। এবারে আমাদের দলটি কুড়ি জনের। সবচেয়ে ছোট আমার ছেলে তুতাই, ন’বছরের আর সবচেয়ে বড় আমার শাশুড়ি আশির ঘরে। আমার জ্যেষ্ঠতুতো ভাই পার্থ চুপিচুপি আমাদের দলের নাম রেখেছিল - ন’ থেকে নব্বই। চুপিচুপি, - কারণ আমার শাশুড়ি এটা শুনলে একটু অসন্তুষ্ট হবেন - সেই ভয়টা ওর ছিল, কারণ নব্বই এ পৌছতে ওনার এখনও বেশ কয়েক বছর বাকি আছে যে।

আমাদের বেরনোর দিন কয়েক বাকি তখন। T.V. আর খবরের কাগজে কাশ্মীর নিয়ে আর হেডলাইন নিউজ আসছে

না দেখে আমাদের সবার মুখে আবার একটা খুশির ছাপ ফিরে এল ঠিকই, কিন্তু সেই সাথে শুরু হল নতুন আরেক টেনশন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আমার কিছু ভাল বন্ধু বান্ধব আছে। শুরু হল তাদের কাছে থেকে ফোন আর ই-মেল আসা। সবার এক কথা - “একটু বুঝে সুঝে যা।” তাও খবরের কাগজ তন্ন করে দেখেছি, TV র কোন খবর ছাড়ছি না আমরা - আর কী করা সম্ভব। ব্যস এবার আর পায়

কে! কয়েকজন বন্ধু মরিয়া হয়ে উঠলো . . . . ওরা বন্ধুর বন্ধু, তস্য বন্ধু খুঁজে খুঁজে কাশ্মীরের লোকাল লোকদের সাথে কথা বলে ওখানকার, কোন অঞ্চলে কখন থেকে কার্ফ্যু। সব আমাকে ফোনে আর ই-মেলে জানাতে শুরু করল। আটলান্টার রঞ্জিনি ফোনে কেঁদে কেঁদে সারা। খুব ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম। আমার ঘুম, ক্ষিদে সব তখন পালিয়েছে ভয়ে। যতই সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম . . . . হয় তো এবার কাশ্মীর না যাওয়াটাই ভাল। বাড়ীর লোকেদের এ ব্যাপারে কোন সাপোর্টই পাচ্ছিলাম না। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম আমার হাজব্যন্ড আর ওর দাদারা কাশ্মীরে সরাসরি যোগাযোগ করে খোঁজ নিয়েছিলেন সব . . . . আর আমাকে নিয়ে মুখ টিপে সবাই হেসেছিলেন।

অবশেষে কোলকাতা হয়ে দিল্লী হয়ে আমরা ম্পাইস জেট এয়ার- লাইন্সে চড়ে রওনা হলাম শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। সেদিন আকাশটা ছিল গভীর নীল। প্লেনের জানলা দিয়ে প্রকৃতির এক অপূর্ব রূপ উপভোগ করলাম। সুদূরে বরফে ঢাকা পর্বতমালা নীল আকাশ ছুঁয়ে আছে, নীচে বিচিত্র রঙ আর রূপ নিয়ে ধান, গম যবের ক্ষেত। মনে হচ্ছিল কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। শ্রীনগরে নেমে প্রথমে এয়ার পোর্টে যেটা চোখে পড়ল, সেটা হল চার দিকে বন্দুকধারী আর্মির লাইন। আর এয়ার পোর্টের বাইরে ক্যামোফ্লেজ করা বিচিত্র রঙের আর্মি ক্যাম্প। বেশ ভয় ভয় লাগছিল। প্ল্যান ছিল আমরা গুলমার্গ যাব। আর সে অনুযায়ী আমাদের গাড়ীগুলো এয়ার পোর্টের বাইরে দাঁড়ানো ছিল। মালপত্র সব গাড়ীতে তোলার পর আমরা যে যার পছন্দ মত গাড়ীতে বসে পড়লাম। প্রথম কিছুটা সময় নিঃশব্দতায় কাটলো চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনটা কেড়ে নিল। অবশেষে আমার বহু স্বপ্নের রাজ্যে এলাম।



কিছু দূর যেতে না যেতেই শুরু হয়ে গেল বড়দের চা - কফির জন্য কোথাও কোথাও থামার প্ল্যান। সাথে ছোটদের নানা অর্ডার। আমি প্রতিবারই অবাক হয়ে দেখি . . . . বেড়াতে বের হলে স্বপনের ধৈর্যটা বেশ বেড়ে যায়। সবাইকে খুশি করতে শেষ পর্যন্ত আমরা একটা “ধাবার” সামনে নামলাম। প্রায় এক ঘন্টা চলে গেল ২০ জনের স্ন্যাক্স খেতে। অবশেষে যখন আমরা গুলমার্গ পৌছলাম, তখন পড়ন্ত বিকেল।

বাইরে থেকে হোটেলটা খুব ভাল না লাগলেও ভেতরের সাজসজ্জা দেখে দারুন ভাল লাগলো। দেওয়ালে বড় বড় সব ফ্রেমে বাঁধানো ছবি . . . . সবগুলোই গুলমার্গের। কোনটা শীতের গুলমার্গ আর কোনটা গ্রীষ্মের। কাঁচের জানলাগুলি সব কাশ্মীরি শিল্পের বাহারে সজ্জিত। তখনো আমাদের চেক-ইন এর ফর্মালিটি শেষ হয়নি। দুজন লোক এসে আমাদেরকে হাসি হাসি মুখে কাশ্মীরি ভাষায় কিছু একটা বলে গেল . . . . আমরা সেটা বুঝতে পারিনি। তারপর হোটেলের ম্যানেজার এসে আমাদেরকে হিন্দীতে বুঝিয়ে দিল যে লোকগুলো আমাদের “লাকি” বলেছে। কারণ সেদিন ৪০ বছর পর গুলমার্গে গ্রীষ্মকালে বরফ পড়েছে। স্থানীয় লোকদের কাছে সেটা ছিল আনন্দের দিন।

সকাল থেকে জার্নি করে করে আমরা সবাই বেশ ক্লান্ত ছিলাম তাই সে রাতটা শুধু শপিং আর হোটেল রুমে বসে আড্ডাই ছিল আমাদের প্ল্যান। এখানে সব দোকানগুলো মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকে - এটা জেনে দারুন খুশি হলাম আমরা। নীচে চা আর পাকোরা অর্ডার করার পর সবাই চলে গেলো রুমের সন্ধ্যানে। ওখানে একটা ছোট প্রতিযোগিতা থাকে . . . . বেঁটে ভিউ কোন রুম থেকে দেখা যায় আর সেই রুমটা কে আগে দখল করতে পারে। এই প্রতিযোগিতায় আমি চিরকালই হেরে যাই . . . . এর দুটো কারণ: প্রথমত বাচ্চাদের নিয়ে বের হই . . . . আগে আগে নিজে চলে যেতে বেশ খারাপই লাগে। ফাইনালী রুম সার্ভিসের লোকদের সাথে কথা বলা শেষ করে আমি আর স্বপন দোতালায় গেলাম . . . . সবাই তখন যার যার রুমে জিনিসপত্র আনপ্যাক করে সেটেল হতে ব্যস্ত। শুধু একটা রুমের সামনে দেখলাম স্বপনের মেজদাদি দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপনকে দেখে বলেন, আমাদের নেয়া সাতখানা রুমের মধ্যে এই রুমটাই নাকি সবচেয়ে ভাল আর এখান থেকে সবচেয়ে ভাল বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। বলেই ওই রুমের চাবিটা উনি স্বপনকে দিলেন। বল্লেন নীচে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে উনি আগেই চলে এসেছিলেন সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের জন্য সবচেয়ে ভাল রুমটি দখল করতে। আমি বেশ অবাক হলাম। তৃষা আর তুতাই খুশিতে পিসিকে কয়েকবার

“Thank You” বললো। আমার বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে কারুর মুখে শুনেছিলাম ওর তিন দিদির মধ্যে মেজদাদি ওকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। আজ সেই কথাটাই কেন যেন মনে পড়ে গেল।

পরদিন সকালে আমরা যারা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াব, Rental Place থেকে তারা বুটস্ , লঙ কোট ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শুধু আমার মা আর শাশুড়ি ঘোড়ায় চড়ে সারাদিন ঘুরতে পারবেন না জানতাম, তাই একটা গাড়ীতে পাঁচজন বের হলো একজন লোকাল গাইড নিয়ে, আর বাকিরা সব ঘোড়ায় - সারাদিনের জন্য। আমাদের প্রতিটি ঘোড়ার সাথে একজন করে গাইড ছিল। হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা পরেই রাস্তাটা বাঁদিকে ঘুরে গেছে। একটু যেতে না যেতেই চোখে পড়লো অনেক “উঁচুতে একটা লাল রঙের মন্দির। আমার গাইড রাজা বললো ওটা একটা শিব মন্দির।” আপকি কসম মুভিতে রাজেশ খান্না আর মুমতাজের সেই বিখ্যাত গান - “জয় জয় শিব শঙ্কর” তার শুটিং এখানেই হয়েছিল। অনেক সিঁড়ি চড়ে তবেই ওই মন্দিরে যেতে হবে - তাই ঠিক হলো সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে আমরা মন্দিরে যাব। আমাদের ঘোড়াগুলো আবার চলতে শুরু করলো। সমতল ছাড়িয়ে যত এগোতে থাকলাম, আমার মনে হতে লাগলো আমি যেন কোন স্বপ্নের জগতে চলে এসেছি। সামনে শুধুই বরফে ঢাকা পর্বতমালা - সূর্যের আলো পড়তেই মনে হচ্ছিল কেউ যেন পর্বত শিখর গুলো রূপো দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। পর পর দুদিন আমরা সকাল থেকে রাত অবধি গুলমার্গ ও তার আশে পাশের সমস্ত দর্শনীয় অঞ্চলগুলো ঘুরে বেড়লাম - কখনও গাড়ীতে, কখনও ঘোড়ার পিঠে চড়ে। আবার কখনও কেবল্ কারে (Cable Car)। ঘোড়ায় চড়া পথটি অতি দুর্গম, যেখানে শুধু পাথরের উপর পা রেখে এগোতে হয়। সে পথে আমরা খিলানমার্গ গেলাম। চারদিকে শুধু বরফে ঢাকা পর্বতমালা, তারই মাঝখানে সবুজ ঘাসে ঢাকা খিলানমার্গ। স্বপন আর পার্থ ওখানে আমাদের অনেক ছবি তুললো। তার পরদিন আমরা Cable Car এ চড়ে ১৩,৭৮০ ফুট উঁচুতে Afarwar দিকে গেলাম। ওখানে তখন হাল্কা তুষারপাত হচ্ছে। স্বপন আর ওর এক বন্ধু ওখান থেকে গাইড নিয়ে LOC দেখে এল।

গুলমার্গ থেকে আমরা একটা বাস ভাড়া নিয়েছিলাম। সেই বাসে করে চতুর্থ দিন সকালে আমরা রওনা হলাম পহেলগাঁও এর উদ্দেশ্যে। গুলমার্গ থেকে পহেলগাঁও এর দূরত্ব ১১০ কিঃ মিঃ। যাবার পথে অনেক জায়গায় থেমে আমরা ওখানকার নজরকাড়া দৃশ্য আর কাশ্মীরের স্পেশাল খাবার উপভোগ করলাম।



বাসের ড্রাইভার ছাড়াও আমাদের সাথে ওই বাসের মালিক ছিল। উনি আমাদের “বাবা রেশি”র দরগায় নিয়ে গেলেন। এই প্রথমবার আমি কোনও মুসলিম দের ধর্মীয় স্থানে গেলাম। সবার সাথে মাথায় কাপড় দিয়ে যখন ভেতরে গেলাম, একটা দারুণ অনুভূতি মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো।

প্রায় রাত ন’টায় আমরা পহেলগাঁও পৌঁছলাম। মাউন্ট ভিউ হোটেলের রুমগুলো একদম বিদেশী স্টাইলে সাজানো ছিল। আমাদের ছেলে আর মেয়ের চেহারা খুশির ঝিলিক দেখলাম হোটেল রুমে পা ফেলতেই। তার পরের দুদিন আমরা পহেলগাঁও এর আশেপাশের জায়গাগুলো ঘুরে বেড়ালাম। আর ভ্যালিতে ঘোড়ায় চড়ে আমরা অনেক দূর অন্দি বেড়ালাম। বেতাব ভ্যালির (এখানে নাকি বেতাব মুন্ডির শুটিং হয়েছিল, লোকে বলে) সৌন্দর্য্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। আর ভাল লেগেছে লীডার ভ্যালি। প্রকৃতি যেন নিজের হাতে সাজিয়েছে পহেলগাঁওকে। লীডার নদীর পাশেই একটা রিক্রিয়েশন পার্ক ছিল। আমরা সবাই ওখানে অনেক Ride নিলাম। বোটিংও করলাম। তবে আমার ওয়াইন্ড লাইফ প্রেমী ছেলে তুতাই পহেলগাঁও এর চিড়িয়াখানা দেখে চোখের জল আর আটকাতে পারেনি। প্রচন্ড গরমে লাইন দিয়ে টিকিট কাটলো সবার জন্য। সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে উঠতে হল ওখানে। প্রায় তিন কিলোমিটার হাঁটার পর চারটে ভাল্লুক, দুটো ক্লান্ত চিতা আর দুটো বানর দেখলাম আমরা। আমার ছেলে মেয়ের মন ঠিক না থাকলে আমার আর কিছু এনজয় করা হয় না। সেই থেকে আমি চেষ্টা চালিয়ে গেলাম ছেলেকে খুশি করার। কিন্তু তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না . . . . যা ওকে খুশি করবে। হঠাৎ চোখে পড়লো একটা জায়গায় শুটিং চলছে। ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বললাম। তাকিয়ে দেখি দিব্য দত্ত শুটিং করছে। একে দেখে তুতাই আবার মুখ ঘুরিয়ে বসে পড়লো। বললো “এটা রানী নয়”। কিন্তু বলিউডের রানী মুখার্জীকে এখানে আর কোথায় পাই ?

এরপর তিন দিন পহেলগাঁও এ থেকে চতুর্থ দিনে আমরা শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। গোটা সাত দিন ঘুরে বাসটাকেই বেশ বাড়ী বাড়ী মনে হচ্ছিল। সবাই মিলে গান, গল্প, রাজনীতি, বিতর্ক . . . . সব ওই বাসের ভেতরেই চলছিলো। শ্রীনগর আমরা পৌঁছেছি একটার দিকে। হোটেল গোন্ডেন ফিঙ্গারে আমাদের বুকিং ছিল। বাইরে দেখলাম বড় করে “গ্র্যান্ড ওপেনিং” লেখা। রিসেপশনে যেতেই জানলাম আমরাই ওদের প্রথম কাস্টমার ! দারুণ আপ্যায়ন মিললো।

ডাল লেক !! বিকেল পড়তেই আমরা ডাল লেকের পাশে চলে এলাম। ডাল লেকের সাথে আমার সম্পর্ক বহুদিনের। কেমন করে ? সেই ছোটবেলায় “যব যব ফুল খিলে” মুন্ডি দেখে আমার এতোটাই ভাল লেগেছিল যে ওই মুন্ডি আমি এখনও পর্যন্ত ১০/১২ বার দেখেছি। কাশ্মীর মানেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো একটা ছবি - সারি সারি হাউস বোট সাজানো ডাল লেক! এর জলের রঙটা আমার কল্পনায় কখনও নীল, কখনও সবুজ আবার কখনও খুব স্বচ্ছ হতো।

শ্রীনগরে আমরা শঙ্করাচার্যের মন্দির, হজরত বাল মসজিদ, মুগল গার্ডেন এবং আরও অনেক জায়গায় বেড়ালাম। ডাল লেকে আমরা একটা পুরো সকাল শিকারায় কাটালাম। নৌকোতে অনেক ঘুরেছি কিন্তু ডাল লেকের এই রাইডের সাথে অন্য কিছু তুলনা হয় না। এই লেকের কত বিচিত্র রূপ দেখলাম। প্রথম খানিকটা যাবার পরে ছোট ছোট নৌকো নিয়ে লোকেরা এল। ওগুলো হলো জলের উপর মোবাইল দোকান। মালা, চুড়ি, কানের দুল - সব ধরনের দামের জিনিস দেখাতে লাগলো একের পর এক। আমরা বেশ কিছু জিনিস কিনলাম ওদের কাছ থেকে। আমাদের পাঁচটা নৌকা একসাথে চলছিল। ঘন্টা খানেক যাবার পর আমাদের মাঝিরা লেকের মাঝখানে একটা মোবাইল কাফেটেরিয়াতে নৌকা থামালো। অবাক লাগলো ওদের মেনু দেখে। চা, কফি, সফট ডিংক্ল , সামোসা, পাকোড়া - সব ছিল ওদের ! সবার ম্যাক্স নেয়া শেষ হলো, আমরা আবার চলতে থাকলাম। এরপর আমরা একটা হাউস বোটের সামনে আমাদের নৌকা থামিয়ে Water Skiing করলাম। দারুণ লাগলো ডাল লেকের জলে ঘুরে বেড়াতে। ঐ হাউস বোটটা ছিল একটা রেইস্ট্রেন্ট। সবাই আমরা ভেতরে গেলাম। প্রতিটি রুমের ভেতরে আর বাইরে ওয়ালে অপূর্ব সব কাজ করা। মনে হচ্ছিল যেন পুরানো কালের কোন রাজপ্রাসাদে এসেছি আমরা। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা আবার আমাদের শিকারায় চড়ে বসলাম। এবার আমাদের সামনে এলো ডাল লেকের আরেক রূপ। হঠাৎ করে নৌকোগুলো একটা পাশ ধরে চলতে শুরু করলো। ওদিকটার জলটা শ্যাওলা - কচুরিপানায় ভরা। মনে হলো যেন কোন পুরোনকালের এক শহরে এসে পৌঁছেছি। এরই মধ্যে ছিল একটা Gift Shop, একটা দর্জির দোকান, আর কয়েকটা ছোট ছোট ঘর . . . . খুব গরীব লোকদের আস্তানা। তার পরের পাটটা ছিল বেশ সুন্দর। জলের দু’পাশে শাপলা ফুলের মেলা। আমাদের মাঝি আমাদেরকে অনেকগুলো শাপলা তুলে দিল। অবশেষে যখন আমাদের শিকারা পাড়ে লাগলো - সত্যি করে অনুভব করলাম একটা অদ্ভুত সুন্দর দেশে আমরা ঘুরে এলাম।





## Sharodiya Anjali 2009



প্রতিদিনের মত সে রাতেও আমাদের কেনাকাটা চললো অনেক রাত অন্ধি। তারপর হোটেল ফিরে গিয়ে শুরু হ'লো ফাইনাল প্যাকিং। পরদিন সকাল ৯ টায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম শ্রীনগর এয়ার পোর্টের উদ্দেশ্যে।

এয়ার পোর্টে পৌঁছানো অন্ধি সবাই কেমন যেন চুপচাপ হয়ে রইলো। আমাদের সুটকেসগুলো বাস থেকে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার নাসির আমাকে বলল - “সচমে যা রহে হো কেয়া ম্যাডাম ! ফির কব্ আয়েগা ? “মনটা কেমন যেন অজানা দুঃখে ভরে উঠলো। চলার পথে কত লোকের সাথে পরিচয়। লক্ষ লোকের ভীড়ে ওরা কোথায় একদিন হারিয়ে যায়। ওরা বেঁচে থাকে শুধু আমাদের স্মৃতিতে।

আবার আমরা স্পাইস জেটের ফ্লাইটে উঠে বসলাম দিল্লীর উদ্দেশ্যে। প্লেনের ইঞ্জিন চালু হতেই এয়ার হোস্টেস্ সীট বেল্ট হাতে নিয়ে ডেমোস্ট্রেশন শুরু করে দিয়েছে। আমার ঠিক পেছনের সীটে আমার হাসব্যান্ডের সাথে বসেছিলেন আমার শাশুড়ি। হঠাৎ শুনি উনি বেশ নীচু গলায় বাংলায় বলছেন, “বাঁচার হলে ভগবানই বাঁচাবেন। তুমি এতো কথা না বলে নিজের সীটে বসে পড়ো গিয়ে”। বুঝতে পারলাম আমাদের সবার মত ওনারও কাশ্মীর ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে - আর এটা এরই প্রমাণ। রাত তখন প্রায় আটটা - আমরা কোলকাতায় পৌঁছলাম। গরম, ঘাম, লোকের ভীড় হই-হট্টগোল ! . . . . মনে হলো এ কোথায় এলাম ? কেন এলাম ? মনের মধ্যে তখনও আমার কাশ্মীরের শান্ত, স্নিগ্ধ প্রকৃতির ছবিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর সাথে ছিল এক পরিপূর্ণতার পরিতৃপ্তি।

\*\*\*\*\*

## INDIA PLAZA

High Quality Indian Supermarket

2905 Jordan Court, Suite E  
Alpharetta, GA 30004  
Tel: 678-867-0388  
Fax: 678-348-7239

Web: [www.indiaplazallc.com](http://www.indiaplazallc.com)  
E-mail: [info@indiaplazallc.com](mailto:info@indiaplazallc.com)  
Hours: 11 a.m. to 9 p.m. 7 Days a Week



## Sharodiya Anjali 2009



### ভোরের আগমনবার্তা

মূল হিন্দী কবি - ইন্দু গুপ্তা  
অনুবাদ - তপেন ভট্টাচার্য

কাল রাতে  
আকাশে ভরা চাঁদ  
ধরার আলিঙ্গনে  
নেমে এসে।  
স্মিত হাসল  
ধীরে  
ওকে ছুঁয়ে।  
তারপর  
চুম্বন করতে লাগল  
তার তপ্ত অধর।  
আদরে ভরিয়ে দিতে লাগল  
অভিমান ভাঙিয়ে  
তাকে রাত ভোর।  
চাঁদের  
উজ্জ্বল আভায় ভরা  
শীতল রশ্মিগুলি  
ছড়িয়ে ছিটিয়ে  
তার দেহকে  
চাঁদের আলোয়  
ভিজিয়ে দিয়ে গেল।  
তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে  
জল তরঙ্গের  
মধুর সঙ্গীতে ভরিয়ে দিল।  
চাঁদের স্পর্শকমলে  
টুপ টুপ করে  
সরোবর হয়ে পৃথিবী  
সেই স্বর্গীয় নৈসর্গিয়  
আত্মিক আনন্দে  
ডুবে যাচ্ছিল  
তখনই  
“ভোরের আগমনবার্তা”  
এসে গেল  
যা  
প্রেম সরোবরে নেমে

চাঁদকে জগিয়ে দিল।  
আর  
শান্ত ক্লান্ত  
পান্ডুর চাঁদ  
তার ভালে  
প্রেম চিহ্ন ঐকে দিয়ে  
আপন উজ্জ্বল  
রূপালি পাখা  
গুটিয়ে নিয়ে  
মেঘের আঁচলে  
চলে গেল ঘুমোতে  
ধরার অসীম তৃপ্তি  
শবনমী মুক্তকণা  
হয়ে  
ডালে ডালে, পাতায় পাতায়  
খড়কুটোর উপরে  
ছড়িয়ে গেল  
আর  
লজ্জায়  
অরুণাভ, পীতভ  
হয়ে গেল  
সে  
আপন প্রিয়তমের সঙ্গে  
আগত মিলনের  
প্রতীক্ষায় মগ্ন হল।



## Sharodiya Anjali 2009



### The Adventures of Tim & Kim: Part IV. 1986–87 True and False

By D. J. Chakraborty

The first week of school was a blast for the Editor of The Rosebud Karina Banerjee. She was treated like a celebrity. It felt like a party every day where she was the guest of honor. The attitude change in her two best friends Jig and Gayatri made her most happy. Jig was her assistant editor, an appointment for which Karina was responsible. Jig and Gayatri now treated Karina as a friend and an equal rather than bestowing her with charity. At school, Gayatri Gandhi was nicknamed “Gay.” Last year, Karina the outsider was not aware of that and was habituated to calling her “Gayatri.” Now, Jig called her Gayatri as well and that became their inside address.

Everyday, Karina was making new friends and the popular clique started talking to her. Seventh grade Class President Gaylord Ansley, also nicknamed “Gay” wooed her company. One day, he offered to take her to the middle school’s Costume Ball at the end of October. Every girl in the seventh grade longed to be President Gay’s date. However, he would allow Editor Karina the honor. It was only fair if she would do a profile of him in The Rosebud. Even though, he was the class president, Karina questioned the ethics of such an exchange. There was another reason that Gay asked Karina to be his date which was only known to an exclusive group of seventh grade boys. At some point in time each “member” was hazed with a humiliating task. Failure to complete said task would be punished by being pantsed<sup>1</sup> in public.

The whole school looked forward to Friday’s afternoon assembly to welcome the students back to school and kick off the football season. The Editor lingered in her office at The Rosebud.

“Come on, Karina! You have to cover the assembly for the next issue!”

“Go ahead, Jig,” she answered, “I’ll be right there!”

As she saw her assistant editor walk down the hall, Tim and Kim jumped out of Jig’s backpack onto Karina’s desk. Turning around, she was no longer surprised.

“What do I do?” Karina implored the Haat-ti-maat-tims, “I can’t really go with Gay; it would never be allowed at home. He is not that exciting to profile either...”

With conflict in her heart and notebook in hand, Karina walked to the gymnasium for the assembly. She was unaware that Tim and Kim were following her. The students cheered as the assembly progressed. Suddenly the faculty was angry and aghast as the student body broke into laughter. The whole school witnessed the pantsing of Gaylord Ansley, seventh grade class president.

The girls were higher than the boys in the adolescent hierarchy. The most popular group of girls led by Paige Worthington pursued Karina’s friendship mulishly. Paige offered Karina her clothes. If she would do a fashion issue, Paige would allow Karina to borrow any outfit she displayed. However, the thought of sharing her clothes made Paige sick. Therefore, she *borrowed* two of her mother’s dresses. Of course, she forgot to ask her mother’s permission. Paige had to be careful for her mother was the principal’s secretary. Mrs. Gayle Worthington, whom her colleagues addressed as “Gay” did not allow her young daughter to wear her clothes. Although, they were the same size, Paige was only twelve. Certain styles were not appropriate for pre-teens and her daughter’s carelessness had a habit of soiling, tearing, or losing the clothes.

Paige also asked her exclusive group of friends to bring two or three of their best outfits to be featured in The Rosebud’s fashion issue. Paige collected all the clothes and hung them in the girls’ locker room. The collection was an adolescent’s dream wardrobe. Twelve-year-old Karina, clad in old clothes could not help being enticed. No one noticed Tim and Kim run out from Karina’s backpack. Paige tempted her fellow adolescent that all these expensive clothes would be at Karina’s disposal. All

---

<sup>1</sup> The act of having one’s pants including underwear pulled down exposing the anatomy in public.



## Sharodiya Anjali 2009

she had to do was interview the Best Dressed Girl in Rosemont Middle School who should be none other than Miss Paige Worthington who should also be photographed modeling each outfit.

“So how ‘bout it, Karina?” Paige asked loudly.

“Yeah Karina,” all of Paige’s friends arrived on cue surrounding the vulnerable girl, “How ‘bout it!”

Their clamoring was interrupted by the sound of water from the showers. Mrs. Worthington’s dry clean only clothes were damaged. Paige turned pale and sick; then retched seeing a sign. Her friends screamed reading “Wet Paint” and saw their best clothes colored to match the mint green of the lockers!

The Haat-ti-maat-tims offered the guidance which Karina was missing along with loving parents. They knew it was the well loved and properly guided children who effortlessly solved the adolescent mystery to popularity. Comforted by Tim and Kim, Karina tried to erase the scars of the shabby, unwanted child who arrived from Wisconsin last year. Karina’s teachers as well as her peers were captivated by her passion and insight which came through in her writing. Mr. Nordley the Principal announced her as a future Pulitzer Prize winner. Although the pre-teen seventh grader loved the attention and fame, Tim and Kim never allowed her to lose sight of her first priority: protecting the image of the Editor. The fact that she did not care to be close to the popular group made gaining her more appealing. Unfortunately, the red carpet was abruptly pulled out from under her feet when her aunt Shibani tried to return to the old status quo. Anytime Jethi-Mashi<sup>2</sup> caught her niece studying, she would shout and invent some menial task to keep Karina otherwise occupied.

“Such audacity! So disrespectful! How dare you try to behave like a rich girl?” Shibani bellowed, “Servants don’t need to study!”

The tired, unkempt waif who hardly did her homework was back. While the kids were walking home, Tim and Kim jumped out of Jig’s backpack and hid in Karina’s. The Banerjees’s house was the first stop. Arriving home, Tim and Kim ran to the Banerjee’s prayer room and got The Mahabharat<sup>3</sup>.

Reporting to detention the next day, Karina was required to finish the assignments she had supposedly neglected. She sat down as one book fell on her lap. She wondered how The Mahabharat appeared all of a sudden. She leafed through it wistfully remembering her grandmother. Seeing a bookmark on chapter eighty-seven, she read it and started her homework. She knew this could not be allowed to continue, she would lose her position if her GPA fell or if she displayed improper behavior. Chronic detention was certainly unsuitable for the editor of the school newspaper. Karina finally finished the last question of the chapter review for her life science class as The Mahabharat fell on her lap again, opened to chapter eighty-seven. Re-reading it, she went back to her homework for life science. It was about mammals.

“*The whale is the largest mammal in the world and the largest land mammal is the elephant,*” she finished writing and imagined, “I would love a pet elephant. I would name it Airavath<sup>4</sup>...or Ashwathama<sup>5</sup>. Yeah, Ashwathama! I would nickname him Ashley...”

Karina’s daydream was interrupted when The Mahabharat fell on her lap again. Karina started to re-read the chapter and discovered a solution. This solution did require her to tell a lie. However, she knew it was the only way to accomplish the greater good<sup>6</sup>. The next day, she gave Jethi-Mashi another letter from her teacher stating that, due to several incomplete and missed assignments, Karina was required to go to school one hour early for morning detention and stay two hours late for afternoon detention for the rest of the week. From then on, she did go to school one hour early and stayed after in

<sup>2</sup>Unique title for aunt combining two relationships. The mother’s sister (Mashi) who is also married to father’s older brother (Jatha) therefore also Jethima. Karina combined the two titles into Jethi-Mashi.

<sup>3</sup> Hindu religious book.

<sup>4</sup> The name of Lord Indra’s pet elephant.

<sup>5</sup> The name of Dronacharya’s son. Also the name of an elephant who was killed in the Kurukshetra war.

<sup>6</sup> See the Mahabharat, Episode 87.



the library and did her homework. Later, she brought a letter stating that seventh graders were required to do community service; therefore she had to volunteer at the animal shelter all day Saturday. Actually, she was only required to work there for four hours. The extra time enabled the student editor to spend the rest of the day in the public library studying and doing research.

The first idea for The Rosebud's premiere issue would be presented as the premiere issue for the second semester. It was about human interaction with animals including facts about pet care and the responsibility human beings have to care for God's creatures. Arun had wanted a dog for years, but his parents did not care for animals. The kids found a strange phenomenon to see about ninety-five percent of Hindu homes had no pets, but their religion encouraged pets. Hindus have one God in many forms patronizing different causes. Almost each form had a pet. For example, Saraswati who blessed education and fine arts had a pet swan. Lakshmi who blessed her devotees with prosperity had a pet owl. Soldiers praying to Kartik for victory in war would see his pet peacock at his side. The elephant-headed Ganesh who also granted prosperity had a pet mouse. The king of heaven Lord Indra had a white elephant named Airavath.

Karina and Arun were grateful to Gayatri for the hamsters Hammurabi and Hammaguri. They enjoyed caring for them, worked as a team, and felt a sense of accomplishment seeing Hammurabi and Hammaguri happy and healthy. Their quality time together inspired several reasons in Karina's *Ten Plus One* article. Karina read her article to Arun:

[Article]

### **Ten Plus One**

Over thousands of years, animals have served humankind by providing food, transportation, pest-control, farm work, security, childcare, aid to the blind, research, and most of all love and companionship. Since the beginning of time human beings have interacted with animals in many contexts. Sometimes the animal was an adversary intimidating the intruder with poison or prowess, other times it was more often a friend or employee ready to serve our needs. They offer help and support for better emotional and physical health to endure the travails of daily life. God put them on earth for our use. Therefore, we should be good caretakers and make a place for them in our homes which we build taking away theirs. Below are ten reasons to welcome a new family member.

Ten Reasons:

1. Animals, especially from rescue groups or shelters are thankful to you that you saved them from adverse conditions or euthanasia.
2. Provided shelter and love to another Living Creature who was in need.
3. Join humane effort and keep overpopulation under control.
4. Create a home for God's creatures who lost natural habitat.
5. Personal Responsibility for another Living Creature's Well-Being
  6. Teamwork to do a good deed
  7. Quality time with pet and family members
  8. Discipline of Daily Routine
9. Understanding another Living Creature's Behaviors and Teaching them Proper Conduct
10. Choice of Animals to Suit Lifestyle, Budget, and Environment.

Plus One: Majority of animals were kept for work in the past whereas the majority, today, are for companionship. Thakurs from a five-thousand year old, yet modern religion have always had them for companionship.

Responsibility for the pet's well-being is the primary obligation. Different species of animals require different types of care and different budgets which have to be agreed by the family. The first priority is to research the cost of healthcare and the lifespan of the pet. Consider your needs and expectations and also that of the animal before considering adoption. If the caregivers are not willing to make the effort, the pet will not be happy and neither will the people. Caring for a scarlet macaw is different than caring for a goldfish. Personal lifestyle including the availability of time, facilities/housing, and money along with love should be taken into account.

Practically along with idealism dictates what sort of pet will suit an individual's or family's routine. Certain pets require plenty of care and interaction to be properly socialized such as dogs, cats, and larger parrots. Others simply need nurturing through a clean environment and proper healthcare; they, in turn provide caregivers with entertainment and relaxation. Somebody who enjoys parties, close friendships, exercise, and running through the park will probably enjoy a dog. Another individual who prefers less work and interaction would probably prefer to relax with fish.

Furthermore, the pet's lifespan should be clear to the primary caregiver and family. A cute, cuddly, pet rabbit's life is about five to ten (one or two in the wild) years. Children must be schooled to deal with loss and the grieving process if need be.



## *Sharodiya Anjali 2009*



Care instructions for rabbits, guinea pigs, hamsters, and gerbils are similar. Rabbits and guinea pigs can cuddle, but hamsters, and gerbils are for observation and do not appreciate excessive handling. Same for frogs, turtles, snakes, lizards, and of course, fish. Certain animals like fish and reptiles are for observers not cuddlers. Caregivers should provide these pets with clean food and shelter, keeping handling to a minimum. Another caveat for reptiles and other exotic pets is to make sure they are legal in your area and a local veterinarian who specializes in such care.

On the other hand, certain animals like the African Gray parrot can live one-hundred years. This bird also requires plenty of time and patience to socialize and train. Therefore, it would be good for a family with young children (over age seven) and provide one-on-one quality time for each individual and as a whole engaging in fun, playful activities like turning summersaults, dancing, reciting poetry, and engaging in imaginary conversations. When parrots learn to “talk,” they are simply imitating the human sound and do not comprehend the meaning. When they appear to hold a “conversation” with their caregiver, it is a cleverly rehearsed play accomplished by many hours of quality interaction, positive reinforcement, and love. The most popular companion animals are dogs and cats. Both species live about twenty years depending on the breed. Dogs tend to require more interaction because they are pack animals in the wild like their cousins the wolves. Whereas cats are more independent being solitary like their wild cousins the tigers. Regardless what kind of pet one has, everybody should observe their animal on a regular basis. First to make sure it is healthy and to learn about their behavior. Many people relieve stress and lower blood pressure simply by watching fish.

Over thousands of years, God’s creations human and animal have interacted with each other in various fashions. At this time, it is important to consider what sort of future we humans have with the earth and all its residents. Library books, shelters, breeders can provide more facts about pet care. Whether regarded as friend or fiend animals have an important role in the human world. Human beings have a responsibility to care for God’s creatures which can be accomplished in many ways. Volunteering at the local animal shelter, supporting environmental protection, recycling are a few suggestions and for the fortunate, including a four-legged or feathered or finned family member. [End of Article]

Upon completing her article, she asked Arun write one as a guest. Arun and Karina interacted like siblings since they were related on both sides. Their fathers were brothers and their mothers were sisters, which made them genetically as close as brother and sister. Arun had witnessed the abuse Karina suffered at his mother’s hands. He tried to protect her by diverting his mother’s attention...the only effective strategy so far. Karina avoided the subject for she did not want put Arun in the middle.

The days turned colder in October and the snow was making its way to western New York, however for an exclusive group, it was the most wonderful time of the year. It felt good to enter the hall during the Diwali festival. The school cafeteria was transformed putting Karina in a festive mood. The colorful decorations, the uplifting music, and the joyous merriment of the atmosphere made everyone want to celebrate. Standing at the altar where the beautiful statues smiled at her in encouragement, Karina found comfort in prayer. The beautiful imagery of the representational art was a favorite of hers. She appeared very serene dressed in her grandmother’s sari and 22 karat gold jewelry; nobody could have guessed the suffering she had endured at Jethi-Mashi’s hands one hour ago.

Shibani was livid at her mother-in-law’s wishes and blessing the heirlooms for Karina’s use only. What a curse that a worthless urchin should look so lovely! Karina strategically covered up the bruises of her aunt’s displeasure. Disregarding the pain and freezing any tears, Karina tried to enjoy her very favorite event: the cultural program. Here the Editor of The Rosebud was able to showcase her talent as a poet. Walking back to her seat after the reading, Karina stopped, mesmerized by the next performer. Jatha who was Vice-President of the Hindu Cultural Society introduced him as a student from SUNY-Rosemont<sup>7</sup> with a wonderful voice and a courteous disposition. Everyone including Karina noticed that he was also very attractive.

“Let’s have a big hand to welcome Amir Pahlavi!”

The open-minded Muslim enjoyed singing and was happy for an opportunity to perform at any cultural event. He made the acquaintance of Dr. Ameo Banerjee as a patient. As an education major concentrating in math and science, he met Dr. Gandhi who taught biology at SUNY-Rosemont. Amir was Dr. Gandhi’s best student. The professor who volunteered his time to serve as President of the Hindu Cultural Society told his VP the physician about a very intelligent, polite, young student who

---

<sup>7</sup> The State University of New York has several locations including the author’s alma mater SUNY-Buffalo; however for the purpose of creative freedom it is best to employ a fictitious campus.



## Sharodiya Anjali 2009



would be an asset to the Diwali's cultural program. The physician told his friend that he would also like to recommend a bright and talented patient. Karina's uncle and Gayatri's father soon realized they were referring to the same person.

The seventh grader saw the college student again when he came to her life-science class as a student-teacher. Amir had completed his major coursework and was getting certified through the BRIET<sup>8</sup> program. Next to English, life science was Karina's favorite subject. With every new chapter of study, she had a plethora of creative ideas intertwining the two. Amir emphasized the importance of clarity and focus as well as offering insight. The meticulous editor found herself seeing and appreciating things she never understood before. The first motivation was intellectual nourishment, as Karina started spending extra time with him discussing ideas for her journalistic research. The faculty was trying to encourage interest in science and loved how the new editor made *The Rosebud* more like The Scientific American in place of the Tiger Beat themes of the past.

Although his student-teaching requirement was complete, Amir was required to come back to grade Tyler Wang's work in the life science class. Tyler was Mr. Wang the teacher's son. In a small town, sometimes parent and teacher were the same; the policy required another teacher to grade the student's work to ensure objectivity. Objectivity endured when the student unburdened herself of a secret never to be told; the chapter of her family history<sup>9</sup> which cast her out of her native Wisconsin. She also confided her plan to rescue her father after she turned eighteen. Although, Karina had stated that he was innocent, they were not allowed contact while she was a minor. Amir believed in her father's innocence and offered to help.

Autumn turned to winter and everyone looked forward to Christmas. Christians celebrated the birth of Jesus Christ. However, two souls mourned the passing of loved ones. Karina's grandmother died on Christmas last year. She blurted out her distrust and suspicion of Angela her stepmother. Amir's mother died at childbirth. He was born on December 12th 1964. His father was killed in a car accident one week later. According to Islam's view, death is predestined and part God's plan, therefore should not be mourned or feared. The deceased pass on to their reward in Paradise. An excess of sadness or fright is considered an insult and lack of faith in God. Amir's aunts and uncles did not allow him to cry when his parents were brought up and punished him for doing so in secret.

Karina looked up at Amir. His eyes lowered holding her gaze for a long moment. Then his gaze slid to her lips. Her lips trembled as he fixed his eyes on her neck. His long eyelashes blinked back tears. Karina imagined how the soft wisp would feel on her skin. The student comforted Mr. Pahlavi as she daringly put her hand in his. The teacher almost started crying when Tim and Kim jumped onto his shoulders.

"Hhmmm...These are cute," Amir wondered how the creatures appeared, "What are they?"

Jig had given the Haat-ti-maat-tims to Karina for Christmas. She explained to Amir, "Haat-ti-maat-tims are creatures from a Bengali nursery rhyme. It's from a collection by Shukumar Rai...My Thakuma<sup>10</sup> used to recite to me...There is another poem embroidered in the wall of their box by Melanie Ganguli<sup>11</sup>. It is different though. I guess she is another Bengali author, but I have never heard of her before. Actually her poem is in English...Mostly..."

The last sentence, like many a thought was forced to remain unfinished. The longing for the unspoken would remain unfulfilled. The next semester's issue of *The Rosebud* was lovingly put to bed. It would be presented to the student body on the first day after Christmas vacation; most were excited to get two weeks off. Karina preferred school and awoke before the alarm clock. Waiting for Arun, she

---

<sup>8</sup> Acronym for program at SUNY-Buffalo called Buffalo Research Institute on Education for Teaching, for further information, go to 381 Baldy Hall, North Campus or [www.buffalo.edu](http://www.buffalo.edu).

<sup>9</sup> False accusation. See Part Three.

<sup>10</sup> Bengali word for Paternal grandmother.

<sup>11</sup> Fictional character in first Adventure story who created Tim and Kim. See Part One.



## Sharodiya Anjali 2009



proudly re-read the premiere issue of The Rosebud. Her article *Ten Plus One* was on the front page as well as her and Arun's picture with Hammurabi and Hammaguri. Then the other articles by her student press staff about specific care for various animals including the one she helped Arun write about hamsters. In her Editor's Note, she called for action; Mrs. Berschauer praised Karina for her detailed research and thoughtful writing. She and Arun ran outside to meet Jig and Gayatri as they approached.

What a great day to start the second semester! It all changed third period when she was summoned to the principal's office. Walking down the hall, Karina was nonplussed, then intimidated to face an angry entourage. She saw Mr. Nordley the school Principal, Mrs. Wharton the Vice Principal, the secretary Mrs. Worthington, Mrs. Berschauer her English teacher, and her own aunt Shibani.

"Karina Banerjee," Mr. Nordley started gravely, "Can you explain this?"

He handed Karina two newspapers. One was the Rosemont Middle School student paper The Rosebud, the other was the town of Rosemont's local newspaper The Rosemont Tribune. The Tribune was opened to the feature page. On that page was an article titled *Ten Plus One* by Shibani Banerjee. It was identical to Karina's article featured on the front page of The Rosebud. Karina honestly had not a clue. She could swear before God that she did not plagiarize the piece of writing; it was indeed her own work.

"Maybe we need some family time," Shibani Banerjee soothed giving her niece a comforting hug, "Could I talk to her alone?" she asked appealingly.

"Use my office," Mrs. Wharton answered and closed the door.

Behind the closed door Jethi-Mashi was free to show her true colors. The Rosemont Tribune had paid her well for that article and her friends were impressed. Karina had brought nothing but shame to the family and they were not getting paid to care for her. Therefore, she owed Jethi-Mashi that much. Karina answered that it was not fair for she was being accused of a serious crime. Then Shibani gave her niece a choice. Karina could admit that she plagiarized or call her own mother's sister a liar and herself a murderess. Murderess? Jethi-Mashi concluded that she would tell Gayatri that Karina killed Hammurabi and Hammaguri.

"You will come home from school one day and find them dead!" "I will admit that I plagiarized your work," Karina surrendered, "Please promise me that you will not hurt Hammurabi and Hammaguri."

"How dare you order me?" Shibani slapped her niece, "Remember that you take orders! You do not give them!"

"I will remember Jethi-Mashi," Karina dropped to pranahm<sup>12</sup> her aunt, "Thank you for your generosity."

Karina confessed that she had plagiarized. She was obliged to resign as Editor of the Rosebud. Disappointed, Mrs. Berschauer kicked her out of the student press. Except Arun, Jig, Gayatri, and Tyler, the whole school had a field day of mudslinging.

---

<sup>12</sup> An act of respect for elders or authority performed by bowing down to touch the elder's feet.





## Sharodiya Anjali 2009



### প্রতীক্ষা

-- সুধাময় ভট্টাচার্য্য

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে

বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিখ্যাত গানটি কী বসন্তের গান নাকি অন্য কিছু তিনি বলতে চেয়েছেন এই বসন্তের জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতে লেখা গানটিতে?

রবীন্দ্র আনুরাগী চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ধরা আছে এই বিখ্যাত গানটির সৃজন মুহূর্তের বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে সে লেখা প্রকাশ ও হয়েছিল। চারুচন্দ্র লিখেছেন, কোন ও একটি নাটকের অভিনয় উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের আনেকেই বোলপুরে গেছিলেন। খুব সম্ভবত রাজা নাটকে অভিনয় উপলক্ষ্যে। বসন্ত কাল, জ্যোৎস্না রাত্রি, যত স্ত্রী লোক ও পুরুষ এসেছিলেন তাদের প্রায় সকলেই পারুলডাংগা নামক এক রম্য বনে বেড়াতে গেছিলেন। যাননি শুধু রবীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র নিজে। সেই জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রিতে রবীন্দ্রনাথ কিসের জানি প্রতীক্ষা করছিলেন এবং সেই বিখ্যাত প্রতীক্ষার গানটি ও ঐ রাত্রিতে রচনা করে সুর দিয়েছিলেন। এ সেই প্রতীক্ষা,

আমারে যে জাগতে হবে, কি জানি সে আসবে কবে

যদি আমায় পড়ে তাহার মনে

বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।

এ‘ সেই প্রতীক্ষা যা মহাকাব্য রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি একটা উপাখ্যানে খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন। ব্যাধ কন্যা তপস্বিনী শবরী আর ও অনেক মুনি ঋষিদের সাথে পম্পা সরোবরের পশ্চিম তীরে এক সুরম্য আশ্রমে বসবাস করতেন। শবরী সমস্ত পার্থিব কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে একাগ্র চিত্তে পরম তপস্যা, দীর্ঘ যোগ উপাসনা ও মুনি ঋষিদের সেবা পরিচর্যার ফলে দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। আশ্রমের মুনি ঋষিরা দেহ রক্ষার সময় শবরীকে এই বলে প্রতীক্ষা করতে বললেন যে পথশ্রমে ক্লান্ত, সীতা বিরহে কাতর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ এই সুরম্য আশ্রমে আসবেন, তখন শবরী যেন এই মহা সম্মানিত অতিথিদের যথাযোগ্য সেবা প্রদান করার জন্যে প্রতীক্ষা করেন এবং কেবলমাত্র তার পর দেহ রক্ষা করে স্বর্গগামী হোন। কিন্তু শবরী জানতেন না এবং মুনি ঋষিরা তাঁকে বলে ও জাননি যে শ্রীরামচন্দ্র কবে এই আশ্রমে আসবেন, তাই তিনি শুধুই প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁর দর্শন পাওয়ার ও সেবা করার জন্য। প্রতিদিন আশ্রমের সুরম্য আঙ্গিনা বারবার ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে, বন থেকে সাঁজি ভরে নানাবিধ ফুল ও ফল মূল আহরণ করে নিয়ে এসে সেসব সাঁজিয়ে আংগিনায় বসে থাকতেন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীক্ষায়, কবে তিনি আসবেন।

আমারে এ ঘর বহু যতন করে

ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।

আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে

যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।

প্রতীক্ষায় কেটেছে শবরীর বাল্য, কেটেছে যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এমনকি বার্ধক্য ও। শ্বেতশুভ্র চুল, অস্থি চর্মসার বার্ধক্য ভারে আনত দুর্বল দেহখানিকে পরিত্যাগ করে তিনি স্বর্গগামী হননি। শুধু শ্রীরামচন্দ্রের আসার প্রতীক্ষায়, কারণ তিনি জানতেন যে শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চয়ই একদিন আসবেন। সত্য দ্রষ্টা মুনি ঋষিরা যে তাকে প্রতীক্ষা করতে বলে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও সেই প্রতীক্ষাই করছিলেন যাতে তার কাঙ্ক্ষিত প্রিয়জন এসে যেন ফিরে না যান। তাই,



## Sharodiya Anjali 2009



যাব না গো যাব না যে, রইনু পড়ে ঘরের মাঝে  
এই নিরালায় রবো আপন কোণে।  
যাব না এই মাতাল সমীরণে।

তাই জ্যোৎস্না রাতে সবার সাথে রম্য বনে যাওয়া সেদিন আর হয়ে ওঠেনি রবীন্দ্রনাথের।

মহর্ষি বাল্মীকির বর্ণনায় রামায়ণে পাওয়া যায় শবরীর সেই প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রের আগমনে ও দর্শনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই প্রতীক্ষা কী শুধু প্রতীক্ষাই থেকে গেছে, নাকি তিনিও তার অভীষ্ট প্রিয়জনের সন্ধান ও সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন জীবন সায়াহ্নে এসে, তা আজ ও জানা যায়নি।





## Sharodiya Anjali 2009



### CHEERS TO PUJARI VOLUNTEERS

#### ➤ **Puja & Prasad Distribution**

Shyamoli Das, P K Das, Amitesh Mukherjee, Biswanath Bhattacharya, Soumya Bhattacharya, Bulbul Banik, Madhumita Mukhopadhyay, Sharmila Roy, Chandana Bhattacharya, Anusuya Mukherjee, Sumona Banik, Monali Chatterjee, Sutapa Datta, Sutapa Das, Ruchi Lodh, Indrani Ghosh, Rupa Hazra, Molly De, Kanti Das.

#### ➤ **Cultural**

Subhasree Nandy, Richa Sirkar, Soma Dutta, Indrani Kar, Mayuri Roy, Jaba Chowdhury, Banhi Nandi, Sonia Nandi, Haimanti Mukhopadhyay, Debasree Dutta, Parveen Sultana Polly, Rinta, Baishakhi Mukherjee, Sutapa Datta, Sutapa Das, Ruchi Lodh, Chhanda Bhowmick, Sudipto Ghosh, Rahul Roy, Prabir Nandi, Amitava Sen, Byasdev Saha, Tareq, Santanu Kar, Prabir Bhattacharya, Saibal Sengupta, Arnab Bose. Poshak porikolpona: Sonia Nandi, Banhi Nandi, Paromita Ghose. Poshak srishti: Sonia Naandi, Paromita Ghose, Sutapa Das. Sajshojja: Tumpa Bhattacharyya. Obhinoy: Tania Bhattacharyya, Tanisha Ghose.

#### ➤ **IT (Web)/Email Relationship Management**

Rupak Ganguly, Samaresh Mukhopadhyay, Sutapa Datta, Kallol Nandi.

#### ➤ **Event Recording/Photography**

Abhijeet Hazra, Sankha Subhro Ghosh, Suzzane Sen, Samaresh Mukhopadhyay, Atul Chowdhury, Swapan Chowdhury.

#### ➤ **Decoration**

Paromita Ghosh, Aradhana Bhattacharya, Anupa Chakravarti, Sharbari Basu, Reema Saha, Anusuya Mukherjee, Abhijeet Hazra, Nachiketa Nandy, Sharmila Roy, Malobika Deb, Baisakhi Mukherjee, Sutapa Das, Sutapa Datta, Surojit Chatterjee, Tumpa Bhattacharya, Sonia Nandi, Shyamoli Das, Chandana Bhattacharyya, Samaresh Mukhopadhyay, Pranesh Banik, Sumona Banik, Rupak Ganguly, Kajal Das, Soumya Bhattacharyya, Prabir Bhattacharyya, Monali Chatterjee.

#### ➤ **External Artists**

Santanu Kar, Prabir Nandi, Anirudhha Mitra, Samaresh Mukhopadhyay, Nachiketa Nandy.

#### **Kids Events Management**

Mayuri Roy, Indrani Ghosh, Reema Saha, Aradhana Bhattacharya, Dola Roy, Paromita Ghosh, Soma Chowdhury, Chandana Bhattacharya, Saheli Bhattacharya, Rachelle

➤ Majumdar, Sipra Chandra, Jasmine Ganguly, Sarmishtha Ghoshal, Baishakhi Mukherjee, Anusuya Mukherjee.

#### ➤ **Light and Sound Logistics**

Arnab Bose, Prabir Nandi, Kallol Nandi, Sudipto Samanta, Santanu Kar, Satyaki Lodh, P K Das, Soumen Ghosh.

#### ➤ **Young Participants in decoration team**

Moyna Ghosh, Anika Bhattacharya, Sanhita Chatterjee, Nairita Nandy, Srijita Nandy, Sudeshna Datta, Riya Ganguly, Ananya Ghosh, Aryan Hazra, Paroma Mukhopadhyay, Rick Saha, Josh Saha, Archisha Ghosh, Joya Majumder, Snehal Chatterjee, Bebo Das, Tanya Bhattacharya, Aratrika Kar, Urjoshi Kar, Sujoy Chakravarti, Proma Banik, Ajanta Choudhury, Suraaj Samanta, Sounak Das, Udisha Bhattacharyya, Ishan Nandi, Olivia Datta, Isheeta Mukherjee, Ilona Mukherjee, Tanya Roy, Briti Nandi, Kriti Nandi, Eleena Ghosh.

#### ➤ **Udbodhani**

DIRECTION by Richa Sarkar. Anuradha Chatterjee, Deepanita Sengupta, Kasturi Bose, Jasmin Ganguly, Meenu Mukherji, Suzanne Sen, Sonali Das, Tumpa Bhattacharyya, Rima Saha, Ruma Das, Rachelle Majumdar. Prabir Nandy, Ashok Das, Soumya Bhattacharyya, Subhojit Roy, Surojit Chatterjee, Sushanta Saha, Saibal Ghoshal. Help: Subhashree Nandy, Indran Kar, Bahni Nandi, Chandana Bhattacharyya, Arnab Bose, Joyjit Mukherjee, Sudipto Samanta.

#### ➤ **Live Band**

Music composition and direction by amitava sen. Planning- Prabir Bhattacharya & Satyaki Lodh. Atul Lodh – Keyboard, Imon Ghosh - Keyboard. Nil Bhattacharyya – Guitar, Sudheshna Datta – Violin, Rounak Mukherjee – Violin, Moyna Ghosh – Viola, Antara Choudhury – Flute, Suparna Choudhury – Vocal, Saunak Das – Vocal, Novonil Banik – Vocal, Nairita Nandi – Vocal, Srijita Nandi – Vocal, Suraaj Samanta – Vocal, Shayak Choudhuri – Vocal.



# Sharodiya Anjali 2009



## ➤ **Public Relations**

Arnab Bose, P K Das, Gouranga Banik, Prabir Nandi, Sudipto Ghosh, Raja Roy, Swapan Mondal, Samaresh Mukhopadhyay, Surojit Chatterjee, Mrinal Chakraborty, Nachiketa Nandy.

## ➤ **Publication**

Soumya Bhattacharya, Tumpa Bhattacharya, Sutapa Datta, Amitabha Datta, Swapan Mondal, Samaresh Mukhopadhyay, Prabir Nandi, Nachiketa Nandy.

## ➤ **Fund Raising and Advertisement**

Swapan Mondal, Samaresh Mukhopadhyay, Satya Mukhopadhyay, Soumya Bhattacharya, Surojit Chatterjee, Joyjit Mukherjee, Rajarshi Saha, Sudipto Ghosh, Sudipto Samanta, Prabir Bhattacharya, Bob Ghosh, Prabir Nandi, Gouranga Banik, Amitabha Datta, Kanti Das, Sanjib Datta, Joydip Datta, Subhojit Roy, Arnab Bose, Nachiketa Nandy.

## ➤ **Venue Logistics/Planning/Coordination**

Sudipto Samanta, Prabir Bhattacharya, Sudipto Ghosh, Prabir Nandi, Rahul Roy, Gouranga Banik, Satya Mukhopadhyay, Joydeb Majumdar, Dipankar Chandra, Vikram Das, Subhro Jyoti Ghosh, Kajal Das, Anindyo De, Subhojit Roy, Sankha Subhro Ghosh, Sanjib Datta, Nachiketa Nandy.

## ➤ **Sports/Picnic/Parties**

Indrani Ghosh, Aradhana Bhattacharya, Reema Saha, Soma Chowdhury, Sonia Nandi, Sharmila Roy, Kasturi Bose, Jaba Ghosh, Sutapa Das, Paromita Ghosh, Pabitra Bhattacharya, Prabir Bhattacharya, Arnab Bose, Sudipto Ghosh.

## ➤ **Food Planning and Coordination**

Soma Chowdhury, Madhumita Bhattacharya, Sipra Chandra, Indrani Kar, Saheli Bhattacharya, Subhasree Nandy, Bob Ghosh, Prabir Bhattacharya, Supriyo Saha, Subir Datta, Arnab Bose, Sanjoy Chatterjee, Indranil Chatterjee, Sushanta Saha, Satya Mukhopadhyay, Pranesh Chowdhury, Gouranga Banik, Nachiketa Nandy.

## ➤ **Youth Programmes**

Tumpa Bhattacharya, Sutapa Datta, Nairita Nandy, Sudeshna Datta, Neil Bhattacharya, Ananya Roy, Suporna Chowdhury, Aryaman Das, Sounak Das, Dipro Banik, Imon Ghosh, Sejuti Banik.

## ➤ **ICHHE Group**

DIRECTION & CHOREOGRAPHY BY MAYURI RAY

SCRIPT WRITTEN BY RICHA SAMANTA

PARTICIPANTS :

AYONA RAY, SRIJITA NANDY

ANIKA BHATTACHARYA, NIKITA ROY

ILONA MUKHERJEE, JOYAMAJUMDER

PROMA BANIK, RIYA GANGULY

SNEHAL CHATTERJEE, UMA MUKHOPADHYAY

ELEENAGHOSH, SANHITA CHATTERJEE

ARYAN HAZRA, SHREYAN BOSE

SUJOY CHAKRABORTY, SABARNO DUTTA

SHAKTIK BHATTACHARYYA

UDISHA BHATTACHARYYA

AJANTA CHOUDHURY, SHREYASI GHOSAL

SUPORNA CHAUDHURI, SHAYAK CHAUDHURI

SURAJ SAMANTA, ROHIT GANGULY

RICHIK RAY, PAROMA MUKHOPADHYAY

TANIA BHATTACHARYYA, OLIVIA DATTA

ANANYA GHOSE, TANYA ROY

ISHEETA MUKHERJEE, KRITI LODH

NATASHA ROY, TINNI DATTA

দুর্গাপূজা ২০০৯  
অনুষ্ঠান সূচী



Sept 25, শুক্রবার

8:45 pm রবীন্দ্রসঙ্গীত  
9:00 pm আগমণী গান

মৌসুমী মুখার্জী  
অলক রায়চৌধুরী

Sept 26, শনিবার

11:00 pm মৃৎশিল্প কর্মশালা (Pottery Workshop)  
12:00 pm ট্রেজার হাউস ও ফ্লোর পাজল  
3:30 pm উদ্বোধনী অনুষ্ঠান  
3:45 pm ইচ্ছে (কচিকাঁচাদের অনুষ্ঠান)  
4:30 pm পূজারী ইয়ুথ ব্যান্ড  
5:00 pm চায়ের বিরতি  
5:30 pm কন্যা সে অনন্যা (নাচে গানে কথায় ভরপুর সাক্ষা অনুষ্ঠান)  
7:30 pm সন্ধ্যারতি  
9:00 pm শান্তনু (Artist from New York)

টুম্পা ভট্টাচার্য্য, সুতপা দত্ত  
সোনিয়া নন্দী, পারমিতা ঘোষ  
রিচা সরকার  
ময়ূরী রায়  
প্রবীর ভট্টাচার্য্য

শুভশ্রী নন্দী

Sept 27, রবিবার

1:00 pm ধনুচি প্রতিযোগিতা  
3:00 pm বাঙলা গান  
3:30 pm নানাপ্রকারের গান

সুরজিৎ চ্যাটার্জী  
রাজ্যশ্রী রায়  
আলমগীর



## IMAGES FROM VARIOUS PUJARI ACTIVITIES TILL DURGA PUJA 2009

